মে'রাজ ও ছিনাচাক সম্বন্ধে

খাঁ সাহেবের মোস্তফা

চরিতের প্রতিবাদ

প্রথম ভাগ

বঙ্গের আউলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ শাইখুল মিল্লাতে অদ্দিন, ইমামুল
হুদা হাদিয়ে জামান-সুপ্রসিদ্ধ পীর শাহ্সুফী
আলহাজ্জ হজরত মাওলানা—

মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)

কর্ত্তৃক অনুমোদিত

জেলা— উত্তর ২৪ পরগণা, বশিরহাট মাওলানাবাগ নিবাসী—
খ্যাতনামা পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাচ্ছির, মুবাহিছ ফকিহ
শাহ্সুফী আলহাজ্জ হজরত আল্লামা—

মোহাম্মদ রুহুল আমিন (রহঃ)

কর্ত্তৃক প্রণীত

ও

তদীয় ছাহেবজাদা শাহ্সুফী জনাব পীরজাদা মাওলানা
মোহাম্মদ আবদুল মাজেদ রহঃ এর পুত্রগণের পক্ষে
মোহাম্মদ শরফুল আমিন কর্ত্তৃক বশিরহাট
"নবনূর প্রেস" হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

২য় সংস্করণ সন ১৪০৯ সাল

সাহায্য মূল্য ৩৫ টাকা মাত্র

ভ্রম সংশোধন

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	২১	سدرة	السدرة
৭	২৯	মোস্তাহারে	মোস্তাহাতে
৮	২১	আবুহাব্বা-ত্বোহাকে	আবুহাব্বা-ত্বোহাক
৯	২২	এবনোম-মোছাইয়ের	এবনোল-মোছাইয়েব
১১	৭।২২	خنتة	فنتة
,,	৭।২২	ربنالك	اربنالك
,,	২২।২৪	الذرا - فاظر	الذي - فاظر
১২	২৮	বেনেম-ইমাম	বেনেল-ইমান
১৪	১১	ফাতাদা-শহার	কাতাদা-শেহাব
১৫	২	কাফেরা	কাফেলা
২০	২৭	৫০	৫

২১ পৃষ্ঠার ১১।১৩।১৮।২২।২৪।২৭ ছত্রে, ২২ পৃষ্ঠার ২৬ ছত্রে

২৩ পৃষ্ঠার ৩।৪।৯।১৭।১৯।২০।২৪ ছত্রে, ২৪ পৃষ্ঠার ২১ ছত্রে।

২৮ পৃষ্ঠার ১৩ ছত্রে, এইরূপ আরও কয়েক স্থলে শরিফ স্থলে শরিক হইবে।

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৪	১৯	মোছান্নাব	মোহাল্লাব
৩২	১।২	اسى - শরিফ	اسرى - শরিক
৩৩	১।২	مجهول - فرمر	محمول - فهر
,,	৪।২২	كالنا - الابنية	كان - الآتية
৩৪	১৭.২৬	শরিফের-থাটীয়াতে	শরিকের-ঘাটীতে
৩৫	১	থাটীর	ঘাটীর
৪৭	১২	তাঁহার	তাঁহারা
৫৫	১১	পরিবর্ত্তিত	প্রবর্ত্তিত
৫৬	২৬	অন্তর্গত	অন্তরে
৫৯	২১।২৫	দেহলামের-ছাকাভের	দেহলানের-ছাফার
৬৪	১৫	القاض	القاضى
৬৮	২৩	از	ان
৭৪	১৮	নাছাবির	নাছাবির
৭৭	২।১১	ছানাহ-মোত্তাছেন	ছালাহ-মোত্তাছেল
,,	১৬।২৪	بصفره এছফেনাই-নিশাফেরি—	بصره এছফেরাইনি-শাফেয়ি
৮৮	৩।১৫	لا يحصر - ফহ	لا يحصي - ফহুল
৮৯	১৪।১৬	اذلا ها - ذهبنا	اذا ها - ذهبنا
৯০	৪	মোহজের	মোহাজের
৯২	২২	হালাম	হালাল
৯৪	১৫	বয়হকি	বোখারি

الحمد لله رب العلمين و الصلوة و السلام على رسوله
سيدنا محمد و آله و صحبه اجمعين

খাঁ সাহেবের মোস্তফা চরিতের প্রতিবাদ

মৌলবী আকরম খাঁ সাহেব তাঁহার সঙ্কলিত মোস্তফা চরিতে যে সমস্ত ভ্রম করিয়াছেন ,তন্মধ্যে এই প্রবন্ধে কয়েকটি কথার আলোচনা করা নিতান্ত আবশ্যক মনে করিতেছি। প্রথম মে'রাজ, দ্বিতীয় হজরতের ছিনাচাক ও তৃতীয় পয়দাএশ কালে কতিপয় অলৌকিক কার্য্য ইত্যাদি ইত্যাদি।

তিনি মোস্তফা-চরিতের ৩৭৩।৩৭৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

মূল। মে'রাজ সম্বন্ধে একদল বলিতেছেন যে, উহা স্বপ্নের ব্যাপার আর একদল বলিতেছেন মে'রাজ সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক ব্যাপার, দেহের সহিত তাহার কোনই সম্বন্ধ নাই। কিন্তু অধিকাংশ লোকের মত এই যে, মে'রাজের সমস্ত ব্যাপারই সশরীরে এবং জাগ্রত অবস্থায় সংঘটিত হইয়াছিল।

তবে এখানে প্রিয় পাঠকবর্গকে বলিয়া রাখিতেছি যে, আমরা শেষোক্ত মতের সমর্থন করি না। শাস্ত্রীয় ও ঐতিহাসিক যুক্তি প্রমানই আমাদিগের এই অসমর্থনের প্রধান কারন।"

প্রিয় পাঠকগণ, ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, খাঁ সাহেব সশরীরে চৈতন্যাবস্থাতে হজরতের মে'রাজ অস্বীকার করিয়াছেন আরও দাবি করিয়াছেন যে, কোরআণ হাদিছ ও ইতিহাসে—এই মতের প্রমাণ নাই

কোরান শরিফের ছুরা বনি-ইছরাইলে আছে ;—

سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الي المسجد الاقصى الذى باركنا حوله لنريه من اياتنا •

"উক্ত খোদার তছবিহ পড়িতেছি যিনি নিজের বান্দাকে রাত্রে মছজেদে-হারাম হইতে মছজেদে-আক্‌ছাতে লইয়া গিয়াছিলেন—যাহার চারিদিকে বরকত দিয়াছি, যেন আমি তাঁহাকে আমার নিদর্শন প্রদর্শন করি।"

ইহাতে হজরতের সশরীরে বয়তুল মোকাদ্দছ পর্য্যন্ত মে'রাজ প্রমাণিত হইল।

তফছিরে-আহমদী, ৫০২।৫০৩ পৃষ্ঠা—

এই আয়তে হজরতের বয়তুল-মোকাদ্দছ পর্য্যন্ত মে'রাজ প্রমাণিত হইল। এই হেতু ছুন্নত-অল্-জামায়াত সম্প্রদায় বলিয়াছেন, মছজেদে-আক্‌ছা পর্য্যন্ত মে'রাজ কোরআন হইতে অকাট্য ভাবে সপ্রমাণ হইয়াছে।

প্রথম আছমান পর্য্যন্ত মশহুর হাদিছ হইতে সপ্রমাণ হইয়াছে, তদুপরি অন্যান্য আছমান পর্য্যন্ত হাদিছে আহাদ কর্ত্তৃক সপ্রমাণ হইয়াছে, কিন্তু আমার কথাটী সমস্যাপূর্ণ বলিয়া অনুমিত হয়, ইহার কারণ এই যে, আছমানের মে'রাজের প্রমাণ কোরআন শরিফের ছুরা নজমে বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত ছুরাতে আছে ;—

علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى و هو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلي فكان قاب قوسين او ادني فاوحي الي عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رأى افتمارونه علي ما يرى و لقد راه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر و ما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى •

"মহা শক্তিশালী, দীন ও জ্ঞানে মহা প্রবীণ (জিবরাইল) তাঁহাকে (হজরত মোহাম্মদকে) শিক্ষা দিলেন, তৎপরে তিনি (প্রকৃত আকৃতিতে) এই অবস্থাতে দণ্ডায়মান হইলেন যে, তিনি উচ্চ আকাশ প্রান্তে ছিলেন, তৎপরে তিনি (জিবরাইল নবি (ছাঃ) এর) সন্নিকট হইলেন, তৎপরে তিনি

(তাঁহার সহিত) মিলিত হইলেন। ইহাতে দুইটী ধনুকের পরিমাণ কিম্বা তদপেক্ষা কম ব্যবধানে থাকিলেন, তৎপরে তিনি তাঁহার (আল্লাহর) বান্দার নিকট অহি করিলেন যাহা তিনি অহি করিয়াছিলেন। যাহা তিনি দেখিয়াছেন অন্তর তাহা অবিশ্বাস করে নাই। তিনি যাহা দেখিতে পান তোমরা তৎসম্বন্ধে তাহার সহিত কি বিরোধ করিতেছ ? আর নিশ্চয়ই তিনি তাঁহাকে দ্বিতীয় বার ছেদরাতাল-মোন্তাহার নিকট দেখিয়াছিলেন, উহার নিকট 'জান্নাতোল-মা'ওয়া' আছে যে সময় 'ছেদরা'কে (কুল বৃক্ষকে) ঢাকিয়া ফেলিতেছিল যাহা ঢাকিয়া ফেলিতেছিল, (তাঁহার) চক্ষু ফেরে নাই এবং অন্য দিকে আকৃষ্ট হয় নাই, নিশ্চয়ই তিনি তাঁহার প্রতিপালকের বৃহৎ বৃহৎ নিদর্শনাবলী দেখিয়াছিলেন।" এই কয়েকটী আয়তের ولقد راه نزلة اخري عند سدرة المنتهى عندها جنة الماوي দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে, প্রথম এই যে, নিশ্চয় (হজরত) মোহাম্মদ জিবরাইলকে দ্বিতীয় বার ছেদরাতাল-মোন্তাহার নিকট দেখিয়াছিলেন, উহার নিকট 'জান্নাতোল-মাওয়া' আছে।

দ্বিতীয় এই যে, তিনি (হজরত মোহাম্মদ) ছেদরাতাল-মোন্তাহার নিকট থাকা অবস্থাতে আল্লাহকে দেখিয়াছিলেন, উক্ত ছেদরাতাল-মোন্তাহার নিকট জান্নাতোল-মা'ওয়া আছে।

ছেদরাতাল-মোন্তাহা ও বেহেশত সপ্তম আছমানের উপর রহিয়াছে। যে কোন প্রকার অর্থ গ্রহণ করা হউক না কেন, ছেদরাতল-মোন্তাহা ও বেহেশত পর্য্যন্ত হজরতের মে'রাজ হওয়া কোরআন হইতে সপ্রমাণ হইয়াছে।

তফছিরে-আবুছউদ, ১৫।৫ পৃষ্ঠা ;—

واعلم انه ليس في الآية دلالة على العروج من بيت المقدس الى السموات والي ما فوق العرش الا انه ورد الحديث به ومنهم من استدل على ذلك باول سورة النجم وبقوله لتركبن طبقا عن طبق ③

তুমি জানিয়া রাখ যে, এই (বনি-ইছরাইলের) আয়তে বয়তুল-মোকাদ্দছ হইতে আছমান সকল ও আরশের উপর পর্য্যন্ত মে'রাজ হওয়া বুঝা যায় না, কিন্তু তৎসম্বন্ধে হাদিছ উত্তীর্ণ হইয়াছে, কোন কোন আলেম ছুরা নজমের প্র... لتركبن طبقا عن طبق হইতে আছমানে মে'রাজ হওয়ার দলীল গ্র... করিয়াছেন।

তফছিরে-কবির, ৭।১০৭।১০৮ পৃষ্ঠা ;—

এই আয়তের দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে।

প্রথম ;— ۞ راي جبرئيل او غيره بقرب سدرة المنتهى "হজরত (ছাঃ) জিবরাইল প্রভৃতিকে ছেদরাতাল-মোন্তাহার নিকট দেখিয়াছিলেন।"

দ্বিতীয় ;— ۞ ان محمدا صلعم راى الله نزلة اخرى الخ "নিশ্চয় (হজরত) মোহাম্মদ ছেদরাতাল-মোন্তাহার নিকট থাকা কালে আল্লাহকে দেখিয়াছিলেন।"

তফছিরে-খাজেন ও মায়ালেম, ৬।২১৫ পৃষ্ঠা ;—

হজরত (ছাঃ) জিবরাইল (আঃ)কে তাহার প্রকৃতি আকৃতিতে দ্বিতীয় নজুলের সময় দেখিয়াছিলেন, ইহার বৃত্তান্ত এই যে, তিনি উক্ত ফেরেশতাকে তাঁহার নিজ আকৃতিতে দুইবার দেখিয়াছিলেন, একবার জমিনে, দ্বিতীয়বার ছেদরাতাল-মোন্তাহার নিকট, হজরত আবু হোরায়রা দ্বিতীয় নজুলের সময় নবি (ছাঃ)এর জিবরাইল (আঃ)কে দেখার কথা রেওয়াএত করিয়াছেন।

হজরত এবনো-আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, হজরত (ছাঃ) উক্তরাত্রে নামাজের সংখ্যা কম করার জন্য কয়েকবার উপরের দিকে গমন করিয়াছিলেন। (عروج করিয়াছিলেন), প্রত্যেক ওরুজের পরে এক একবার নামিয়া আসিয়াছিল। (নজুল করিয়াছিলেন), এই নজুলের কোন্ বারে তিনি আল্লাহ তায়ালার দর্শন লাভ করিয়াছিলেন, তিনি এক রেওয়াএতে বলেন, হজরত দুইবার অন্তরের চক্ষে খোদার দর্শন করিয়াছিলেন, আর এক রেওয়াএতে আছে যে, তিনি তাঁহাকে চর্মচক্ষে দেখিয়াছিলেন। যখন হজরত ছেদরাতাল মোন্তাহার নিকট ছিলেন, তখন তিনি খোদাকে দেখিয়াছিলেন। উহা ষষ্ঠ আছমানে আছে, কিন্তু ছাহিহ বোখারি ও মোছলেমের রেওয়াএতে বুঝা যায় যে, উহা সপ্তম আছমানের উপর আছে।"

তফছিরে জালালাএনের ৪৫৭ পৃষ্ঠাতে আছে ;—

(ولقد رآه) علي صورته (نزلة) مرة (اخري) عند سدرة المنتهى) لما اسرى به في السموات ۞

"নিশ্চয় হজরত (ছাঃ) হজরত জিবরাইল (আঃ)কে তাঁহার নিজের আকৃতিতে দ্বিতীয়বার ছেদরাতাল মোন্তাহার নিকট দেখিয়াছিলেন, যে সময় তাঁহার মে'রাজ আছমান সমূহে হইয়াছিল।"

তফছিরে এবনো-জবির তাবারি। ২৭।২৭ পৃষ্ঠা।

قال راي جبرئيل على صورته ۞

"হজরত (ছাঃ) জিবরাইল (আঃ)কে তাঁহার নিজ আকৃতিকে দেখিয়াছিলেন।

ইহা আএশা, এবনো-মছউদ, মোজাহেদ ও রাবি কর্তৃক উল্লিখিত হইয়াছে।

আরও ২৮ পৃষ্ঠা;—

عن ابن عباس ان رسول الله راي ربه بقلبه ـ فعند سدرة المنتهى ۞

এবনো-আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, হজরত (ছাঃ) ছেদরাতাল মোন্তাহার নিকট থাকা কালে নিজের খোদাকে অন্তরের চক্ষে দেখিয়াছিলেন।

তফছিরে-কবির, ৭।৭০৭ পৃষ্ঠা;—

و لقد راه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى ـ و ذلك لانه صلعم لما راه و هو على بسط الارض كان يحتمل ان يقال انه من الجن احتمالا في غاية البعد فلما راه عند سدرة المنتهى و هو فوق السماء السابعة لم يحتمل ان يكون هناك جن و الانس فنفي ذلك الاحتمال ايضا ۞

"তিনি উক্ত জিবরাইলকে দ্বিতীয় নজুল কালে ছেদরাতাল মোন্তাহার নিকট দেখিয়াছিলেন।"

ইহার বিবরণ এই যে, হজরত (ছাঃ) যখন ভূমিশয্যার উপর থাকিয়া তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন, তখন অতি ক্ষীন-সম্ভাবনা হইলেও ইহা বলা সম্ভব ছিল যে, উহা জেন হইতে পারে। যখন তিনি তাঁহাকে সপ্তম উপরিস্থ ছেদরাতাল মোন্তাহার নিকট দেখিতে পাইলেন, তখন তথায় জেন ও মনুষ্য থাকার সম্ভাবনা থাকিল না, কাজেই উক্ত ক্ষীন সম্ভাবনাও রহিত হইয়া গেল।" কাজি শওকানি তফছি-রে-ফৎহোল-কদীর'এর ৫।১০৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

قال جمهور المفسرين المعني انه رأي محمد جبرئيل مرة اخري عند سدرة المنتهى الظرف منتصب برأه ◎

অধিকাংশ তফছিরকারক বলিয়াছেন, আয়তের অর্থ এই যে, নিশ্চয় (হজরত) মোহম্মদ জিবরাইলকে দ্বিতীয়বার ছেদরাতল-মোস্তাহার নিকট দেখিয়াছিলেন, দেখিবার স্থল ছেদরাতল-মোস্তাহা ছিল।

জরকানির ৩১৫ পৃষ্ঠায় আছমানি মে'রাজের অবস্থা ছুরা নজম হইতে সপ্রমান হওয়ার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। মোল্লা জিওন উক্ত তফছিরে এই সন্দেহ করিয়াছেন যে, ছুরা নজমে আছমানি মে'রাজের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু সশরীরে মে'রাজ হইয়াছিল কিনা? দুনইয়াতে থাকিয়া, কিম্বাঃ আছমানে থাকিয়া দেখিয়াছিলেন, ইহা স্পষ্ট ভাবে বুঝা যায় না, ইহার উত্তর এই যে, খোদা তথায় বলিয়াছেন—

ما زاغ البصر , ما طغى ◎

"(হজরতের) চক্ষু দক্ষিণ বা বামদিকে ফেরে নাই, এবং অন্য কোন বিষয়ের দিকে আকৃষ্ট হয় নাই।" ইহাতে বুঝা যায় যে, তিনি সশরীরে গিয়াছিলেন। রুহানি ব্যাপার হইলে, চর্ম্ম চক্ষের কথা উল্লিখিত থাকিত না। আর যদি খোদার সহিত সাক্ষাত করার অর্থ হয়, তবে এইরূপ অর্থ গ্রহণ করা জরুরি হইবে, হজরত ছেদরাতল মোস্তাহার নিকট থাকা কালে খোদার দর্শন লাভ করিয়াছিলেন, কেননা—এইরূপ—অর্থ না হইলে অন্য প্রকার বিকৃত অর্থ হইবে, উহা এই যে, খোদাকে ছেদরাতাল-মোস্তাহার নিকট দেখিয়াছিলেন, ইহাতে খোদার পক্ষে স্থানে থাকা প্রমানিত হয়, ইহা সমস্ত ছুন্নত অল-জামায়াতের মতের বিপরীত, এই হেতু হজরত এবনো-আব্বাছ বলিয়াছেন, عند صلة قوله رأي , ইহা তফছিরে-তাবারি হইতে ইতিপূর্ব্বে সপ্রমান করিয়াছি।

আর হজরত জিবরাইলের সহিত সাক্ষাৎ করার কথা হইলে, কাজি-ছওকানি বলিয়াছেন, عند الظرف منتصب برأه শব্দ يرى শব্দের কর্ত্তৃক নছবযুক্ত হইয়াছে, ইহাতেও এইরূপ অর্থ হইবে, হজরত (ছাঃ) জিবরাইলকে দেখিয়াছিলেন ছেদরাতল মোস্তাহা নামক স্থানে থাকিয়া। কাজেই মোল্লা জিওনের আপত্তি খণ্ডন হইয়া গেল।

এক্ষণে স্পষ্টভাবে বুঝা গেল যে, হজরতের সশরীরে আছমানি মে'রাজ কোরআন হইতে প্রমানিত হইয়াছে।

এক্ষণে হাদিছের আলোচনা করা হউক ;

ছহিহ বোখারি ১।৫০।৫১ পৃষ্ঠা ;—

আবুজরের রেওয়াএত এই হাদিছে হজরত জিবরাইলের আগমন, তাঁহার ছিনাচাক, তাঁহাকে সাত আছমানে লইয়া যাওয়া, হজরত আদম, ইদরিছ মুছা, ইছা ও এবরাহিম (আঃ)এর সহিত সাক্ষাৎ হওয়া, সমতল ক্ষেত্রে কলমের শব্দ শ্রবন করা, ৫০ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ, পরে অনুরোধ করিয়া পাঁচ ওয়াক্তে পরিণত করা, তৎপরে ছেদরাতল-মোন্তাহাতে গমণ করা ও বেহেশত দর্শন করার কথা আছে।

আরও ছহিহ বোখারির ১।৫৪৮।৫৪৯ পৃষ্ঠা ;—

মালেক বেনে-ছা'ছায়া'র রেওয়াএত—

এই হাদিছে আছে, হজরত শায়িত অবস্থাতে ছিলেন, এমতাবস্থাতে একজন ফেরেশতা উপস্থিত হইয়া তাঁহার ছিনাচাক করিলেন, খচ্চর অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর ও গর্দ্দভ অপেক্ষা বৃহত্তর বোরাখ নামীয় একটী জন্তু আনা হইল, উহা প্রতি পদনিক্ষেপে-দৃষ্টিনিক্ষেপ স্থল অতিক্রম করে, তিনি উহার উপর আরোহণ করতঃ হজরত জিবরাইল সহ সাত আছমান অতিক্রম করেন, হজরত আদম, এহইয়া, ইছা ইউছোফ, ইদরিছ, ছালেহ, হারুন, মুছা ও এবরাহিম (আঃ)এর সহিত সাক্ষাৎ করেন, তৎপরে ছেদরাতল-মোন্তাহাতে নীত হন, চারিটী নদী দর্শন করেন, বয়তুল মা'মুরে নীত হন, শরাব, দুধ ও মধুর তিনটী পাত্র তাঁহার নিকট নীত হয়, তিনি দুধের পাত্র গ্রহণ করেন। তাঁহার উপর ৫০ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করা হয়, তিনি হজরত মুছা (আঃ) এর পরামর্শে আল্লাহতায়ালার নিকট অনুরোধ করতঃ ৫ ওয়াক্তে পরিণত করেন।

ছহিহ মোছলেম ১।৯১ পৃষ্ঠা ;—

আনাছ বেনে-মালেকের রেওয়াএত ;—

"হজরতের নিকট বোরাক আনা হইল, তিনি উহাতে আরোহণ করতঃ বয়তুল মোকাদ্দছে নীত হইলেন, তথায় নামাজ পড়িয়া আছমানে সমুত্থিত হইলেন, অবশিষ্ট কথা দ্বিতীয় হাদিছের তুল্য।

তফছিরে-কবির, ৫।৩৭৮।৩৭৯ পৃষ্ঠা ;—

قال اهل التحقيق الذي يدل علي ان الله تعالى اسري بروح محمد صلعم و جسده من مكة الي المسجد الاقصى القرآن و الخبر اما القرآن فهذه الآية و تقرير الدليل ان العبد اسم لمجموع الجسد و الروح فوجب ان يكون الاسراء حاصلا لمجموع الجسد و الروح ⊙

বিচক্ষণ আলেমগণ বলিয়াছেন, কোরাণ ও হাদিছ সপ্রমান করে যে; আল্লাহতালা নবি (ছাঃ)কে রুহ শরীর সহ মক্কা হইতে মছজেদে আকছা পর্য্যন্ত রাত্রে লইয়া গিয়াছিলেন; কোরানে এই আয়তই প্রমান এই আয়তে عبد বান্দা শব্দ উল্লিখিত হইয়াছে। রুহ ও শরীর উভয়কে বান্দা বলা হয়; কাজেই হজরতের সশরীরে বয়তুল-মকাদ্দছে রাত্রে নীত হওয়া সপ্রমান হইল।

এক্ষণে মে'রাজ সম্বন্ধে কয়েক প্রকার মত আছে, তাহা বর্ণনা করা জরুরি বোধ করিতেছি। কাজি এয়াজ 'শেফা'র ১১৩।১১৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন বিদ্বানগণ এসম্বন্ধে মতভেদ করিয়াছেন; একদল বলেন, ইহা রুহানি ব্যপার, হজরত ইহা স্বপ্নে দর্শন করিয়াছিলেন। হজরত মেয়াবি ও আএশার এইমত। আর একদল বলেন, হজরত বয়তুল-মোকাদ্দছ পর্য্যন্ত চৈতন্যাবস্থাতে সশরীরে গিয়াছিলেন। তথা হইতে আছমান পর্য্যন্ত নিদ্রিত অবস্থাতে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। প্রাচীনদিগের ও মুছলমানদিগের বিরাট দল বলেন, সশরীরে চৈতন্যাবস্থাতে হজরতের মেয়ারাজ হইয়াছিল। ইহা সত্য মত, এবনো আব্বাছ; জাবের, আমাছ, হোজায়ফা; ওমার আবুহোরায়রা মালেক বেনে ছায়া'ছায়া আবুহাব্বা বাদারি, এবনো মছউদ, জোহাকে, ছউদ বেনে জোবাএর কাতাদা, এবনোম মোছাইয়ের, এবনো শেহাব, এবনো জায়েদ, হাছান, এবরাহিম, মছরুক, মোজাহেদ, একরামা, এবনো জোরাএজ, তাবারি, আহমদ বেনে হাম্বল ও বিরাট দল মুছলমানের এই মত। হজরত আএশার কথা হইতে বুঝা যায়। ইহা অধিকাংশ ফকিহ, মোহাদ্দেছ, আকায়েদ তত্ত্ববিদ ও তফছির কারকের মত।

তফছিরে-ছোরাজোল-মনির ২।২৭২ পৃষ্ঠা ;—

اختلف هل اسرى بروحه او بجسده صلعم فعن عايشة رض انها كانت تقول ما تقدم جسده النبى صلعم ولكن اسرى بروحه و الاكثرون على انه اسري بجسده فى اليقظة و تواترت الاخبار الصحيحة علي ذلك ◎

"হজরত (ছাঃ) আত্মিকভাবে অথবা সশরীরে মে'রাজ নীত হইয়াছে ইহাতে মতভেদ হইয়াছে ; আএশা [রাঃ] হইতে রেওয়াএত করা হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন, আমি নবি [ছাঃ]এর শরীরকে নিরুদ্দেশ পাইনাই। কিন্তু তাহার রুহকে রাত্রে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। অধিকাংশ বিদ্বান বলিয়াছিলেন, তিনি সশরীরে চৈতন্যাবস্থাতে মে'রাজে নীত হইয়াছিল, এসম্বন্ধে অসংখ্য ছহিহ হাদিছ আসিয়াছে।"

তফছিরে-এবনো-জরির তাবারি, ১৫ খণ্ড, ৫ পৃষ্ঠা ;—

আল্লাহতায়ালা নবি [ছাঃ]কে রাত্রে যে মছজেদল হারাম হইতে মছজেদে-আক্‌ছা পর্য্যন্ত কি ভাবে লইয়া গিয়াছিলেন, ইহাতে বিদ্বানগণের মতভেদ হইয়াছে। একদল বলেন, আল্লাহ তাঁহাকে সশরীরে রাত্রিকালে বোরাক যোগে বয়তোল-হারাম হইতে মছজেদে-আকছা পর্য্যন্ত লইয়া গিয়াছিলেন এবং আছমান পর্য্যন্ত, এমন কি সাত তবক আছমানের উপর পর্য্যন্ত উত্থোলন করিয়াছিলেন।

আরও উক্ত কেতাবের ১২।১৩ পৃষ্ঠা ;—

অন্যদল বলেন, তাঁহার রুহানি মে'রাজ হইয়াছিল। মোয়াবিয়া বেনে আবিছুফইয়ান যে সময় হজরতের মে'রাজ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইতেন, সেই সময় তিনি বলিতেন, উহা আল্লাহতায়ালার পক্ষ হইতে একটী সত্যস্বপ্ন ছিল।

এমাম মোহাম্মদ বলেন, আবুবকরের কোন বংশধর আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, নিশ্চয় আএশা (রাঃ) বলিতেন, রাছুলে-খোদা [ছাঃ]এর শরীর নিরুদ্দেশ হইয়াছিল না, কিন্তু আল্লাহ তাঁহার রুহকে রাত্রে উত্থাপন করিয়াছিলেন। এসম্বন্ধে তাহার নিকট সত্যমত এই যে, আল্লাহ নিজের বান্দা [হজরত] মোহাম্মদ [ছাঃ]কে মছজেদোল হারাম হইতে মছজেদোল আকছা-পর্য্যন্ত রাত্রে লইয়া গিয়াছিলেন, যেরূপ আল্লাহ নিজের বান্দাগণকে

—২

সংবাদ দিয়াছেন, এবং নবি [ছাঃ]এর হাদিছগুলিতে প্রকাশিত হইয়াছে যে, নিশ্চয় আল্লাহ তাঁহাকে বোরাকের উপর আরোহণ করাইয়া বয়তুল-মোকাদ্দছে আনাইয়াছিলেন এবং তিনি তথায় নবি ও রাছুলগণের সহিত নামাজ পড়িয়াছিলেন খোদা যে নিদর্শনগুলি তাঁহাকে দেখাইবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাহা দেখাইয়াছিলেন। আর যে ব্যক্তি বলিয়াছেন যে কেবল হজরতের রুহানি মে'রাজ [এছয়া] হইয়াছিল; তাহার কথার কোন মর্ম্মই হইতে পারে না, কেননা যদি উহা হইত, তবে উহা তাঁহার নবুয়ত ও রেছালাতের প্রমাণ হইত না এবং যে মোশরেকেরা এই মে'রাজকে অস্বীকার করিয়াছিল, তাহারা এতদ্দ্বারা তাঁহার সত্যতার উপর সন্দেহের সৃষ্টি করিত না. কেননা তাহাদের নিকট এবং আদম সন্তানদিগের মধ্যে কোন খাঁটী বিবেক সম্পন্ন লোকের নিকট যদি তাহাদের মধ্যে কেহ স্বপ্নযোগে এক বৎসরের পথ ভ্রমণ করিতে দেখে, তবে উহা দুষিত বিষয় বলিয়া গণ্য হইতে পারে না কাজেই স্বপ্নযোগে এক মাসের কিম্বা কিছু কম-বেশী পথ ভ্রমণ করা দুষিত বিষয় বলিয়া কিরূপে গণ্য হইতে পারে ?

আল্লাহতায়ালা পবিত্র কোরআনে সংবাদ দিয়াছেন যে, তিনি নিজের বান্দাকে রাত্রে লইয়া গিয়াছিলেন, আর তিনি ইহা বলেন নাই যে, তাঁহার রুহকে লইয়া গিয়াছিলেন, এক্ষেত্রে আল্লাহ যাহা বলিয়াছেন তদ্ব্যতীত অন্য কথা বলা কাহারও পক্ষে জায়েজ হইতে পারে না। বরং সুস্পষ্ট দলীল ও নবি [ছাঃ] হইতে ধারাবাহিক উল্লিখিত হাদিছগুলিতে আছে যে, আল্লাহ তাঁহাকে বোরাক নামীয় পশুর উপর আরোহণ করাইয়া রাত্রে লইয়া গিয়াছিলেন, যদি রুহানি মে'রাজ হইত তবে রুহ বোরাকের উপর আরোহণ করিবে কিরূপে? পশুর উপর স্থুলদেহ আরোহন করিয়া থাকে। সুক্ষ্ম যাবতীয় রুহ কোন কিছুর উপর সওয়ার হওয়ার কল্পনা করা যায় না। এইরূপ বিশিষ্ট মতে কোরাণের স্পষ্ট মর্ম্ম রাছুলুল্লাহ [ছাঃ]এর ধারাবাহিক ছনদে উল্লিখিত হাদিছগুলি এবং ছাহাবা তাবেয়ি এমামগণের মতগুলি অমান্য করা হইবে।

তফছিরে এবনো কছির ৬।৪১।৪১ পৃষ্ঠা ;—

হজরত নবি (ছাঃ) রুহানিভাবে মেরাজে গিয়াছিলেন কিম্বা সশরীরে মে'রাজে গিয়াছিলেন, ইহাতে লোকেরা মতভেদ করিয়াছেন। অধিকাংশ আলেম বলিয়াছেন; ইহা স্বপ্ন নহে বরং সশরীরে চৈতন্যাবস্থাতে ইহা হইয়াছিল। ইহা মেরাজ অস্বীকার্য্য নহে, যে তিনি উহা পূর্ব্বে স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন পরে উহা চৈতন্যাবস্থাতে দেখিয়াছিলেন। কেননা তিনি যে কোন স্বপ্ন দেখিতেন উহা প্রভাত কালীন আলোকের ন্যায় প্রকাশিত হইত। ইহার দলীল কোরাণের আয়ত—"ঐ খোদা পবিত্র যিনি নিজের বান্দাকে রাত্রে মছজেদোল-হারাম হইতে মছজেদে আকছা পর্য্যন্ত লইয়া গিয়াছেন—যাহার

চতুর্দ্দিকে আমি বরকত প্রদান করিয়াছি। বৃহৎ বৃহৎ ব্যাপার স্থলে তছবিহ পড়া হয়, যদি মেরাজ নিছক স্বপ্ন হইত, তবে উহার বৈশিষ্ট্য কি হইত? এবং ইহা কোন বিস্ময়কর ব্যাপার হইত না, কোরেশ কাফেরগণ উহার উপর অসত্যারোপ করিতে অগ্রসর হইত না, একদল মুছলমান মোরতাদ্দ হইয়া যাইত না। আরও আল্লাহ বলিয়াছেন, আমি নিজের বান্দাকে রাত্রিতে লইয়া গিয়াছিলাম; কোরআনের ভাষা অনুসারে বান্দা বলিতে গেলে, রুহ ও শরীর উভয়কে বলা হয়। আরও আল্লাহ বলিয়াছেন وما جعلنا الرؤيا التى اريناك الا فتنة للناس "আমি যে رؤيا (চক্ষু-দর্শন) তোমাকে দেখাইয়াছি, উহা লোকদিগের ফাছাদের কারণ করিয়াছি। এবনো-অব্বাছ رؤيا শব্দের অর্থে বলিয়াছে, যাহা (মেরাজ) রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)কে চর্ম্মচক্ষে দেখান হইয়াছিল।

আরও আল্লাহ বলিয়াছেন, مازاغ البصر وما طغى (হজরতের) চক্ষু ইতস্ততঃ ফেরে নাই এবং অন্য দিকে আকৃষ্ট হয় নাই। চক্ষু শরীরের অঙ্গ, উহা আত্মা নহে। আরো তাঁহাকে বোরাকে আরোহণ করান হইয়াছিল। বোরাক একটী শ্বেত জ্যোতির্ম্ময় পশু, এই বোরাকে আরোহণ শরীরের কার্য্য, ইহা রুহের কার্য্য নহে, কেননা রুহ ভ্রমণ করিতে কোন যান বাহনের মুখাপেক্ষী হয় না।

কেহ কেহ বলেন, হজরতের রুহানি মে'রাজ হইয়াছিল, মোহাম্মদ বেনে ইছহাক নিজের ইতিহাসে হজরত মোয়া'বিয়া হইতে উহা সত্য স্বপ্ন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, এবং হজরত আএশার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি বলিতেন হজরতের শরীর স্থানান্তরিত হয় নাই, তাঁহার রুহের মে'রাজ হইয়াছিল। এবনো-এছহাক বলিয়াছেন, তাঁহার কথা অস্বীকার করার মত নহে, কেননা হাছান বলিয়াছেন, وما جعلنا الرؤيا التى اريناك الا فتنة للناس এই আয়ত নাজেল হইয়াছে। আরও হজরত এবরাহিম (আঃ)এর সংবাদ আসিয়াছে, انى ارى فى المنام انى اذبحك فانظر ماذا ترى "নিশ্চয় আমি স্বপ্নে দেখিতেছি যে, আমি তোমাকে জবহ করিতেছি, তুমি দেখ, এবিষয়ে কি মত প্রকাশ কর।" তৎপরে এই কার্য্যে ব্রতী হইলেন। ইহাতে আমি বুঝিতে পারিলাম যে, নবিগণের অহি চৈতন্যাবস্থাতে এবং নিদ্রিত অবস্থাতে হইয়া থাকে।

নবি (ছাঃ) বলিতেন, আমার চক্ষুদ্বয় নিদ্রিত হয়, কিন্তু আমার অন্তর জাগরিত থাকে। আল্লাহ জানেন মে'রাজ কি অবস্থাতে হইয়াছিল। তাঁহার নিকট ফেরেশতা আগমণ করিয়াছিলেন এবং আল্লাহ হইতে যাহা দেখিয়াছিলেন তাহা দেখিয়াছিলেন, নিদ্রিত অবস্থাতে হউক, আর চৈতন্যাবস্থাতে হউক, প্রত্যেকটী সত্য। (এমাম) আবু জাফর তাবারি নিজ তফছিরে

তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং তাঁহার উপর এনকার ও দোষারোপ করিয়া বলিয়াছেন যে, ইহা কোরাণ শরিফের স্পষ্ট মর্ম্মের বিপরীত এবং উহার প্রতিবাদে উল্লিখিত কতক দলীল প্রকাশ করিয়াছেন।

আরও উহার ৪৩ পৃষ্ঠা;—

হাফেজ আবু-খাত্তাব ওমার বেনে দেহইয়া تنوير فى مولد السراج المنير নামক কেতাবে আনাছের রেওয়াএতে মে'রাজের হাদিছে অতি উৎকৃষ্ট বাদ প্রতিবাদ করিয়াছেন, তৎপরে তিনি বলিয়াছেন, মেরা'জের হাদিছ সম্বন্ধে মোতাওয়াতের রেওয়াএত আসিয়াছে, ওমার বেনেল খাত্তাব, আলি, এবনো-মছউদ, আবুজার, মালেক বেনে-ছায়া'ছায়া, আবুহোরায়রা, আবি ছইদ, এবনো-আব্বাছ, শাদ্দাদ বেনে আওয়াছ, ওবাই বেনে-কা'ব, আবদুর রহমান বেনে কোরাজ, আবিগাব্বা, আবু লায়লা, আবদুল্লাহ বেনে আমর, জাবের, হোজায়ফা, বোরায়দা, আবু আইউব, আবু ওমামা, ছোমরা বেনে-জোন্দব, আবুল-হামরা, ছোহাএব রুমি, উম্মে-হানি, আএশা ও আছমা মেরা'জের হাদিছ রেওয়াএত করিয়াছেন, কেহ বিস্তৃত ভাবে, আর কেহ সংক্ষিপ্ত ভাবে, যদিও কতক রেওয়াএতে ছহিহ হওয়ার শর্ত্ত পাওয়া যায় নাই, তবু মে'রাজের হাদিছের উপর মুছলমানগণ এজমা করিয়াছেন, কঠিন কাফের ও মোলহেদগণ ব্যতীত কেহ ইহা অস্বীকার করেন না, তাহারা আল্লাহতায়ালার প্রদত্ত নুরকে নিজেদের মুখের দ্বারা নির্ব্বাপিত করিতে চাহেন। যদিও কাফেরেরা না পছন্দ করে, তবু আল্লাহ তাহার প্রদত্ত নুরকে পূর্ণ করিবেন।

মজহাব অমান্যকারিদের নেতা কাজিশওকানি "তফছিরে-ফৎহোল-কাদির'এর ৩।১৯৯।৩০০ পৃষ্ঠায় ও তাঁহাদের অন্যনেতা নবাব ছিদ্দিক হাছান সাহেব ফৎহোল-বায়ানের ৫।২০৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

"হজরতের মে'রাজ সশরীরে হইয়াছিল, কিম্বা রুহানিভাবে হইয়াছিল, ইহাতে বিদ্বানগণের মতভেদ হইয়াছে, প্রাচীন ও পরবর্ত্তী বিদ্বানগণের বিরাট দল সশরীরে মে'রাজ হওয়ার কথা স্বীকার করিয়াছেন। একদল বিদ্বান রুহানিভাবে মে'রাজ হওয়ার মত ধারণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে আএশা, মোয়াবিয়া, হাছান, এবনো-এছহাক ও এবনো-জরিরের রেওয়াএত অনুসারে হোজায়ফা বেনেল-ইমাম আছেন। একদল বলেন, বয়তুল-মোকাদ্দছ পর্য্যন্ত সশরীরের মেয়া'রাজ হইয়াছিল, যদি বয়তুল-মোকাদ্দছ হইতে আছমান পর্য্যন্ত সশরীরে মে'রাজ হইত, তবে আল্লাহ উহা বর্ণনা করিতেন।

প্রাচীন ও পরবর্ত্তী বিরাট দল এইমত ধারণ করিয়াছেন যে, হজরতের মেরাজ সশরীরে চৈতন্যাবস্থাতে বয়তুল মোকাদ্দাছ পর্য্যন্ত, তৎপরে তথা হইতে আসমান সমূহ পর্য্যন্ত হইয়াছিল, এই মতের দলীল বহু ছহিহ হাদিছে পাওয়া যায়। সুতরাং কোরানের শব্দের এবং এই মর্ম্মের হাদিছসমূহের শব্দগুলির প্রকৃত অর্থ ত্যাগ করতঃ অন্য অর্থ গ্রহণ করার কোন দরকার নাই। বিবেক উহা অসম্ভব ধারণা করিলেই যে উহার কূটার্থ গ্রহণ করিতে হইবে, ইহার কোন কারণ নাই, সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার পক্ষে কোন বস্তু অসম্ভব নহে। যাহারা রুহানী মে'রাজের দাবী করেন এবং নবিগণের স্বপ্ন সত্য বলিয়া প্রকাশ করেন, তাহাদের মতানুযায়ী মেরাজ কেবল স্বপ্ন হইলে, হজরতের এই সংবাদ প্রচারকালে কাফেরেরা তাঁহার উপর অসত্যারোপ করিত না এবং কতকগুলি অপরিপক্ক নব ইছলামধারি মোরতাদ্দ হইয়া যাইত না, কেননা মনুষ্য দুর্ব্বোধ্য, বরং অসম্ভব সপ্ন দেখিয়া থাকে, কেহই ইহার প্রতি এনকার করিয়া থাকে না।

যাহারা রুহানি ভাবে স্বপ্নযোগে মে'রাজের দাবি করেন তাহারা উহার দলীল স্বরূপ এই আয়ত উপস্থিত করেন ;—

و ما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس *

আর আমি যে رؤيا তোমাকে দেখাইয়াছি, ইহা লোকদিগের ফাছাদের কারণ করিয়াছি।"

যদি এই رؤيا রোঃইয়া শব্দের অর্থ মে'রাজ গ্রহণ করা হয়, তবে যখন কোরানের سبحان الذي اسرى بعبده ليلا এই আয়তে এবং বহু ছহিহ হাদিছে স্পষ্টভাবে হজরতের রাত্রিতে লইয়া যাওয়ার কথা আছে, তখন উল্লিখিত আয়ত বর্ণিত رؤيا শব্দের অর্থ চাক্ষুষ দর্শন লইতে হইবে, কেননা চর্ম্মচক্ষে দেখাকেও رؤيا বলা হইয়া থাকে। যখন ছহিহ ছহিহ হাদিছ গুলিতে স্পষ্টভাবে আছে যে, নবি (ছাঃ) বোরাকের উপর আরোহণ করিয়াছিলেন, তখন মে'রাজ স্বপ্ন বলিয়া প্রকাশ করা কিরূপে ছহিহ হইবে ? রুহের আরোহণ করা কিরূপে ছহিহ হইবে ? আরও যখন স্পষ্টভাবে উল্লিখিত

হইয়াছে যে, হজরতকে রাত্রে লইয়া যাওয়ার সময় তিনি নিদ্রা ও চৈতন্য এতদুভয়ের মধ্যে ছিলেন, তখন উহাকে স্বপ্ন বলা কিরূপে ছহিহ্ হইবে ?

নবাব সাহেব এতটুকু বেশী লিখিয়াছেন যে, কাজেই অধিকাংশ বিদ্বানের মত সমধিক উৎকৃষ্ট, কেননা স্বপ্ন-দর্শক ও নিদ্রিত ব্যক্তির কোন শ্রেষ্ঠত্ব হইতে পারে না।

শেকায় কাজিএয়াজ, ১।১১৩।১১৪ পৃষ্ঠা ;—

প্রাচীন বিদ্বান্‌গণের ও মুছলমানগণের বিরাট দল বলিয়াছিলেন, হজরতের মে'রাজ সশরীরে জাগরিত অবস্থাতে হইয়াছিল, ইহা এবনো-আব্বাছ, জাবের, আনাছ, হোজায়ফা, ওমর, আবু হোরায়রা, মালেক বেনে-ছায়া'ছায়া, আবিহাব্বা বাদারি, এবনো-মছউদ, জোহাক, ছইদ বেনে জোবাএর, কাতাদা, এবনোল-মোছাইয়েব, এবনো-শেহাব, এবনো-জায়েদ, হাছান, এবরাহিম, মছরুকে মোজাহেদ, একরামা, এবনো-জোরাএজের মত, ইহা আএশার কথা হইতে বুঝা যায়, ইহা তাবারি, (আহমদ) বেনে হাম্বল বৃহৎ দল মুছলমান, অধিকাংশ মোতায়াখেরিণ ফকিহ মোহাদ্দেছ মোফাছ্‌ছের ও আফায়েদ তত্ত্ববিদ বিদ্বানের মত।

তফছিরে-বয়জবি, ৩।১৯৬ পৃষ্ঠা ,—

নবি (ছাঃ) কোরেশদিগকে মে'রাজের সংবাদ দিলেন, ইহাতে তাহারা ইহা অসম্ভব বোধে আশ্চর্য্যান্বিত হইল, কতক ইমানদার মোরতাদ্দ হইয়া গেল এবং কতকগুলি লোক হজরত আবুবকরের (রাঃ) নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিল, ইহাতে তিনি বলিলেন, যদি তিনি বলিয়া থাকেন, তবে সত্য বলিয়াছেন, ইহাতে একজন বলিল, তাহা হইলে আপনি কি তাঁহার এই কথা বিশ্বাস করেন ? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, ইহা অপেক্ষা সমধিক অসম্ভব কথাতেও তাঁহাকে সত্যবাদী বলি। এই হেতু তিনি ছিদ্দিক নামে অভিহিত হইলেন। একদল লোক বয়তুল-মোকাদ্দছের দিকে প্রবাসী হইয়া ছিলেন, কোরাএশগণ হজরতের নিকট বয়তল-মোকাদ্দছের লক্ষণ জানিতে চাহিল, তখন উহার অবস্থা কাশফ ভাবে হজরতকে প্রকাশ করা হইল, তিনি উহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তাহাদিগকে উহার লক্ষণ প্রকাশ করিতেছিলেন। ইহাতে তাহারা বলিলেন, বয়তুল মোকাদ্দছের চিহ্ন ঠিক হইয়াছে। তৎপরে তাহারা বলিলেন, আমাদের সওদাগরদিগের দলের অবস্থা প্রকাশ করুন। হজরত তাহাদের

উটের সংখ্যা ও অবস্থাগুলি বলিয়া দিলেন, আরও বলিয়া দিলেন যে, উক্ত কাফেরা অমুক দিবস সূর্য্য উদয় হওয়া কালে উপস্থিত হইবে, তাহারা উচ্চ জমির দিকে ধাবিত হইয়া কাফেরার অবস্থা ঐরূপ দেখিলেন, যেরূপ হজরত বলিয়াছিলেন। মে'রাজ রুহানি, কিম্বা সশরীরে হইয়াছিল, ইহাতে মতভেদ হইলেও অধিকাংশের মত এই যে, তিনি সশরীরে বয়তুল মোকাদ্দছের দিকে, তৎপরে আছমান সমূহের দিকে, এমন কি ছেদরাতল-মোন্তাহার দিকে নীত হইয়াছিলেন। এইহেতু কোরেশগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিল এবং উহা অসম্ভব ধারণা করিয়াছিল।

সপ্রমাণ হইয়াছে যে, সূর্য্যের পরিধি পৃথিবীর পরিধি অপেক্ষা একশত ষাটগুণের কিছু অধিক হইবে, সূর্য্য উদয় হওয়া কালে সূর্য্য এক সেকেণ্ড অপেক্ষা অল্প সময় এত অধিক পথ অতিক্রম করিতে দেখা যায়, আরও এলমে-আকায়েদে ইহা সপ্রমাণ হইয়াছে যে, সমস্ত বস্তু তুল্য কাজেই আল্লাহ নবি (ছাঃ)এর শরীরে কিম্বা বোরাকে এইরূপ দ্রুতগতি সৃষ্টি করিতে সক্ষম, অলৌকিক ব্যাপার (মো'জেজা) গুলির লক্ষণ ত আশ্চর্য্যান্বিত হওয়া। এমাম-রাজি তফছিরে কবিরের ৫।৩৭৮।৩৭৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

(১) যখন হজরত জিবরাইলের পক্ষে এক নিমিষের মধ্যে আরশের উপর হইতে জমিতে নামিয়া আসা সম্ভব, তখন হজরত (ছাঃ) এর একরাত্রে মে'রাজ গমণ এবং তথা হইতে প্রত্যাগমণ অসম্ভব হইবে কিরূপে ?

(২) শয়তান অল্প সময়ের মধ্যে সূর্য্য উদয় হওয়ার স্থল পর্য্যন্ত আদম সন্তানদিগের অন্তরে কুমন্ত্রনা নিক্ষেপ করিতে যাতায়াত করিয়া থাকে, কাজেই বড় বড় নবিদিগের পক্ষে এরূপ দ্রুতগতি অসম্ভব হইবে কিরূপে ?

(৩) হজরত ছোলায়মান (আঃ) বায়ুযানের উপর অল্প সময়ে বহুপথ অতিক্রম করিতেন, তাহা হইলে হজরত (ছাঃ)এর অল্প সময়ে মে'রাজ গমণ অসম্ভব হইবে কেন ?

(৪) কোরাণ শরিফে আছে, হজরত ছোলায়মান (আঃ)এর এছমে-আজম অভিজ্ঞ জনৈক পরিষদ চক্ষের পলকের মধ্যে বিলকিছের সিংহাসনকে ইমনদেশ হইতে শামদেশের শেষপ্রান্তে আনিয়াছিল, এক্ষেত্রে হজরতের অল্প সময়ের মধ্যে মে'রাজ গমন অসম্ভব হইবে কিরূপে ?

এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, হজরত আএশা ও মোয়া'বিয়া (রাঃ) কেন হজরতের মেরাজে গমন অস্বীকার করিয়াছেন ?

উঃ—রুহোল-মায়ানি, ৪।৪৭ পৃষ্ঠা ;—

و روى عن عايشة و معاوية رضى الله تعالى عنهما و لعله لا يصح عنها كما فى البحر و كانت رضى الله تعالى عنها ان ذالك صغيرة و لم تكن زوجته عليه الصلاة و السلام و كان معاوية كافرا يومئذ ◆

"আএশা ও মোয়াবিয়া (রাঃ) হইতে হজরতের স্বপ্নযোগে মেরাজের রেওয়াএত করা হইয়াছে, সম্ভবতঃ আএশা হইতে এই রেওয়াএত ছহিহ প্রমানিত হয় নাই, ইহা বাহরে আছে। আরও হজরত আএশা (রাঃ) সেই সময়ে শৈশবাবস্থাতে ছিলেন এবং তখন তিনি হজরতের বিবি হন নাই। সেই সময় হজরত মোয়াবিয়াও কাফের ছিলেন।"

শেফায়-কাজি এয়াজ, ১।৮ পৃষ্ঠা ;

و اما قول عايشة ما فقد جسده فعايشة لم تحدث به عن مشاهدة لانها لم تكن حينئذ زوجة و لا فى سن من يضبط و لعلها لم تكن ولدت بعد على الخلاف فى الاسراء متى كان فان الاسراء كان فى اول الاسلام على قول الزهري و من وافقه بعد المبعث بعام و نصف و كانت عايشة في الهجرة بنت نحو ثمانية اعوام و قد قيل كان الاسراء لخمس قبل الهجرة و قد قيل قبل الهجرة بعام و الا شبه انه لخمس و الحجة لذالك تطول ليست من غرضنا فاذا لم تشاهد ذلك عايشة دل على انها حدثت بذالك عن غيرها فلم يرجح خبرها على خبر غيرها و غيرها يقول خلافه مما وقع ◎ نصا فى حديث ام هانى غيرها و ايضا فليس حديث عايشة رضى الله عنها بالثابت و الاحاديث الاخر اثبت و ايضا فقد روى فى حديث عايشة ما فقدت و لم يدخل بها النبي صلى الله عليه وسلم الا بالمدينة و كل هذا يوهنه بل الذين يدل عليه صحيح قولها انه بجسده لانكارها ان تكون رؤياه لربه رؤيا عين ◆

হজরত আএশার এই কথা যে, হজরতের শরীর স্থানচ্যুৎ হয় নাই, ইহা আএশা দেখিয়া বর্ণনা করেন নাই, কেননা সেই সময় তিনি হজরতের বিবি হন নাই এবং কোন কথা সঠিকভাবে স্মরণ রাখিতে পারেন এরূপ বয়স প্রাপ্ত হন নাই, সম্ভবতঃ তিনি সেই সময় পয়দা হন নাই, যেহেতু মে'রাজ কোন সময় সংঘটিত হইয়াছিল, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। জুহরি ও তাঁহার অনুরূপ মতধারিদিগের কথা অনুসারে ইছলামের প্রারম্ভে নবুয়ত প্রাপ্তির দেড় বৎসর পরে উহা সংঘটিত হইয়াছিল আএশা (রাঃ) হেজরত কালে প্রায় ৮ বৎসর বয়স্কা বালিকা ছিলেন। কেহ বলিয়াছিলেন, হেজরতের ৫ বৎসর পূর্ব্বে ইহা ঘটিয়াছিল। আর কেহ কেহ বলেন, হেজরতের এক বৎসর পূর্ব্বে ইহা ঘটিয়াছিল। হেজরতের ৫ বৎসর পূর্ব্বে হওয়াই সমধিক ছহিহ মত। এই দলীল প্রমাণ বহু বিস্তৃত, এস্থলে উহা প্রকাশ করা আমার উদ্দেশ্য নহে, যখন আএশা (রাঃ) নিজে উহা দর্শন করেন নাই, তখন বুঝা যাইতেছে যে, তিনি উহা অন্যের নিকট হইতে শ্রবণ করতঃ বর্ণনা করিয়াছেন। কাজেই তাঁহার সংবাদ অন্যের সংবাদ অপেক্ষা সমধিক গ্রহণ যোগ্য হইবে না। অন্যে ইহার বিপরীত কথা বলিয়াছেন, যথা স্পষ্টভাবে ওম্মে-হানি প্রভৃতির রেওয়াএতে বর্ণিত হইয়াছে। কাজেই আএশার হাদিছ ছহিহ নহে। অন্যান্য হাদিছ সমধিক ছহিহ। আরও আএশা (রাঃ)র কোন রেওয়াএতে আছে, আমি নবি (ছাঃ)এর শরীর স্থানান্তরিত হইতে দেখি নাই। কিন্তু নবি (ছাঃ) তাঁর সহিত মদিনা শরিফে সহবাস করিয়াছিলেন। এই সমস্ত বিবরণ উক্ত হাদিছটী জইফ প্রতিপন্ন করে। বরং তাঁহার ছহিহ কথাতে বুঝা যায় যে, নিশ্চয় উক্ত মে'রাজ সশরীরে হইয়াছিল। কেননা তিনি মে'রাজে হজরতের আল্লাহতায়ালাকে চর্ম্মচক্ষে দেখার কথা অস্বীকার করিয়াছেন, যদি তাঁহার মতে উহা স্বপ্ন হইত, তবে এই অস্বীকার করার কোনই অর্থ হইতে পারে না। আল্লামা জারকানি, মাওয়া হেবে-লাদুন্নিয়া'র টীকার ৬।৪।৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

আএশার হাদিছে দুইটী রেওয়াএত আছে, একটী হজরতের শরীর স্থানান্তরিত হয় নাই, অন্যটী আমি তাঁহার শরীরকে স্থানান্তরিত হইতে দেখি নাই, শেফাতে উভয় রেওয়াএত উল্লিখিত হইয়াছে। হজরত মদিনা শরিফে তাঁহার সহিত সহবাস করিয়াছিলেন, কাজেই ইহাতে হাদিছটী

জইফ প্রতিপন্ন হয়। এই হাদিছের মতনে দোষ বর্ত্তমান রহিয়াছে, উহার ছনদ মোনকাতা, উহাতে একজন অপরিচিত রাবি আছে। এবনো-দেহইয়া বলিয়াছেন, এই হাদিছটী তাঁহার নামে জাল করা হইয়াছে। তিনি "মেরাজে-ছগিরে" লিখিয়াছেন যে, শাফিয়িদের এমাম আবুল আব্বাস বেনে ছোরাএজ বলিয়াছেন, এই হাদিছটী ছহিহ নহে। ছহিহ হাদিছ রদ করা উদ্দেশ্যে ইহা জাল করা হইয়াছে।

যদি নবুয়তের এক বৎসর পরে মে'রাজ হইয়া থাকে, তবে তখন আয়েশা (রাঃ) পয়দা হন নাই। আর যদি হেজরতের এক বৎসর পূর্ব্বে মে'রাজ হইয়া থাকে, তবে তিনি তখন ৭ বৎসরের বালিকা ছিলেন। আর ইহার পূর্ব্বে হইলে, তিনি তখন ৭ বৎসর অপেক্ষা কম বয়স্কা ছিলেন। ইহাতে বুঝা যায় যে, তিনি উহা চক্ষে দেখেন নাই, কোন লোকের মুখে শুনিয়া বলিয়াছেন। ইনি সেই রাবির নাম উল্লেখ করেন নাই, কাজেই এস্থলে একজন অপরিচিত রাবির নাম অব্যক্ত রহিয়াছে, এই হেতু উক্ত হাদিছ ছহিহ হইতে পারে না।

আরও একটী কথা, হজরত মোয়াবিয়া ও হজরত আএশার রেওয়াএত তফছিরে এবনো জরিরে মোহম্মদ বেনে ইছহাক কর্ত্তৃক উল্লিখিত হইয়াছে।

মোল্লা আলি কারি শেফার টীকার ১।৪১৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

فليس حديث عايشة رض بثابت اى عند أئمة الحديث
لقادح فى سنده عنها انه فيه ابن اسحق وقد تكلم فيه مالك وغيره *

"আএশার হাদিছ হাদিছের এমামগণের নিকট ছহিহ নহে, কেননা উহার ছনদে দোষ আছে, যেহেতু উহার রাবি (মোহাম্মদ) এবনে-এছহাক (এমাম) মালেক তাহার প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন। মিজানোল-এ'তেদাল ৩।২১।২২ পৃষ্ঠা;—

দারকুৎনি' নাছায়ি তাহাকে জইফ বলিয়াছেন।

আবুদাউদ তাহাকে [ভ্রান্ত] মো'তাজেলি কদরি বলিয়াছেন। ছোলায়মান হেশাম বেনে ওরাওয়া, এহইয়া বেনে ছইদ কাত্তান তাহাকে দাজ্জাল বলিয়াছেন।

আরও ২৩ পৃষ্ঠা;—

"মোহাম্মদ বেনে-ইছহাক রেওয়াএত করিয়াছেন। এবনো-আব্বাছ বলিয়াছেন' হজরত [ছাঃ] আল্লাহতায়ালাকে স্বর্ণের কুরছির উপর দেখিয়াছিলেন। চারিজন ফেরেশতা উহা বহন করিয়া লইয়া যাইতেছিলেন।

ইহা বাতীল হাদিছ। ইহাতে বুঝা গেল, মোহাম্মদ বেনে-ইছহাক হজরত আএশা ও মোয়াবিয়ার নামে যে হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন, উহা বাতীল।

ছিরাতে-হালাবী, ১৩২৮।

فی روایة انه صلعم نام فی بیت ام هانی قالت فقدته من اللیل فامتنع منی النوم مخافة ان یکون عرض له بعض قریش •

"এক রেওয়াএতে আছে, নিশ্চয় হজরত [ছাঃ] উম্মে-হানীর গৃহে নিদ্রিত ছিলেন, তিনি বলিয়াছেন, আমি রাত্রে তাঁহাকে খুঁজিয়া পাই নাই। ইহাতে এই ভয়ে আমার নিদ্রা রহিত হইয়া গেল যে কোন কোরাএশ তাঁহাকে বিপন্ন করিয়া ফেলিয়াছে।

حکی ابن سعد ان النبی فقد تلك اللیلة فتفرقت بنو عبد المطلب یلتمسونه و وصل العباس الی ذی طوی و جعل یصرخ یا محمد فاجابه لبیك لبیك فقال یا ابن اخی عنیت قومك فاین کنت قال ذهبت الی بیت المقدس قال من لیلتك قال نعم قال هل اصابك الا خیر قال ما اصابنی الا خیر ◎

এবনো-ছা'দ বর্ণনা করিয়াছেন, নিশ্চয় নবি (ছাঃ) উক্ত রাত্রে নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছিলেন, ইহাতে আবদুল-মোত্তালেবের বংশধরগণ তাঁহাকে সন্ধান করিতে লাগিলেন, আব্বাছ (ছাঃ) জি-তাওয়া'র নিকট উপস্থিত হইয়া হে মোহম্মদ বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন, ইহাতে তিনি উত্তর দিলেন, হাজির আছি, হাজির আছি, তখন তিনি বলিলেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র, তুমি নিজের স্বজাতিকে কষ্টে নিক্ষেপ করিয়াছ, তুমি কোথায় ছিলে? ইহাতে তিনি বলিলেন' আমি বয়তুল-মোকাদ্দছে গিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, অদ্য রাত্রিতেই? হজরত বলিলেন, হাঁ। আব্বাছ (রাঃ) বলিলেন, তুমি কি কল্যান প্রাপ্ত হইয়াছ? হজরত বলিলেন; কল্যানই প্রাপ্ত হইয়াছি।"

ইহাতে হজরত আএশা'র রেওয়াএত ভ্রান্তিমূলক বলিয়া প্রমাণিত হইল।

প্র :—ছহিহ বোখারির ২।১।১২০।১১২১ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে; শরিফ বেনে আবদুল্লাহ আনাছ হইতে যে হাদিছ রেওয়াএত করিয়াছেন; উহাতে বুঝা যায় যে, হজরত নিদ্রিত অবস্থাতে ছিলেন, এমতাবস্থায় তাহাকে বয়তুল-মোকাদ্দছে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, এই হাদিছের শেষে আছে فاستيقظ و هو في المسجد الحرام ◎ "তিনি মছজেদোল হারামে আসিলেন এমতাবস্থায় জাগরিত হইলেন।" ইহাতে ত মে'রাজ স্বপ্ন বলিয়া বুঝা যায়।

উ ;—এমাম নাবাবী ছহিহ মোছলেমের টীকায় ১১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

অধিকাংশ লোক, প্রাচীনদিগের বিরাটদল, অধিকাংশ মোতায়াক্কেরিণ ফকিহ মোহাদ্দেছ ও আকায়েদ তত্ত্ববিদ এই মত ধারণ করিয়াছেন; হজরত সশরীরে মে'রাজে নীত হইয়াছিলেন, ইহাই সত্যমত; হাদিছ সকল এই মতের দলীল, যে ব্যক্তি তৎসমস্ত দর্শন ও আলোচনা করিয়াছে, সেই উহা বুঝিতে পারিবে। বিনা দলীলে তৎসমস্তের প্রকাশ্য অর্থত্যাগ করা যায় না, তৎসমস্তের প্রকাশ্য মর্ম্ম গ্রহণে কোন অসম্ভব ব্যাপার সংঘটিত হয় না, কাজেই তৎসমুদয়ের অন্য অর্থ গ্রহণের কোন আবশ্যকতা নাই।

শরিফের রেওয়াএতে অনেকগুলি ভ্রমঘটিয়াছে; বিদ্বান্‌গণ তৎসমস্তের উপর এনকার করিয়াছেন, এমাম মোছলেম ইহার জন্য সতর্ক বাণী প্রকাশ করিয়াছেন, যেহেতু তিনি বলিয়াছেন, শরিফ পশ্চাতের কথা অগ্রে অগ্রের কথা পশ্চাতে বর্ণনা করিয়াছেন, কতক কথা যোগ করিয়াছেন, কিছু কম করিয়াছেন। তন্মধ্যে এই একটী ভুল হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, হজরতের উপর অহি নাজিল হওয়ার পূর্ব্বে (নবুয়তের পূর্ব্বে) এই মে'রাজ হইয়াছিল ইহা এরূপ ভ্রমণে, কেহই তাহার সমর্থন করে নাই। কারণ মে'রাজ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, ন্যূনকল্পে নবুয়তের ১৫ মাস পরে হইয়াছিল। হরবি বলিয়াছেন, হজরতের একবৎসরে পূর্ব্বে হইয়াছিল। জুহরি বলিয়াছেন, নবুয়তের ৫ বৎসর পরে হইয়াছিল। ইহা সমধিক সহিহ মত, কেননা ইহাতে বিদ্বান্‌গণের মতভেদ নাই যে, নামাজ ফরজ হওয়ার পরে হজরত খোদায়জা (রাঃ) হজরতের সঙ্গে নামাজ পড়িয়াছিলেন, আর ইহাতে মতভেদ নাই যে, তিন [illegible] হউক আর ৫০ বৎসর হউক হেজরতের কিছু কাল পূর্ব্বে হজরত খোদা[illegible] (রাঃ) এন্তেকাল করিয়াছিলেন।

আরও বিদ্বানগণ এজমা করিয়াছেন যে, মেরা'জের রাত্রে নামাজ ফরজ হইয়াছিল। কাজেই অহি নাজেল (নবুয়তের) হইবার পূর্ব্বে কিরূপে মে'রাজ হইবে।

শরিকের এক রেওয়াএতে আছে যে, হজরত নিদ্রিত ছিলেন। অন্য রেওয়াএতে আছে, যে, হজরত নিদ্রা ও চৈতন্য এতদুভয়ের মধ্যে ছিলেন কেহ কেহ ইহার প্রমাণে বলেন যে, মে'রাজ স্বপ্ন অবস্থায় হইয়াছিল, ইহাতে এই দাবির প্রমাণ হয় না, কেননা ইহা ত তাঁহার নিকট ফেরেশতার আগমনের প্রথম অবস্থা ছিল, ইহাতে ইহা বুঝা যায় না যে, মে'রাজের সমস্ত ঘটনাতে হজরত নিদ্রিত ছিলেন, ইহা কাজি এয়াজের কথা। তিনি এইরূপ বলিয়াছেন, বিদ্বানগণ শরিকের রেওয়াএতের উপর এনকার করিয়াছেন, অন্য অন্য লোকও ইহা বলিয়াছেন, এমাম বোখারি শরিকের রেওয়াএত তওহিদের অধ্যায়ে বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, হাফেজ আবদুল হক كتاب الجمع بين الصحيحين এর মধ্যে শরিকের এই রেওয়াতটী উদ্ধৃত করার পরে বলিয়াছেন যে, তিনি ইহাতে কতকগুলি অজ্ঞাত ও অতিরিক্ত কথা যোগ করিয়াছেন এবং উহাতে কতকগুলি অপরিচিত শব্দ উল্লেখ করিয়াছেন। এবনো-শেহাব, ছাবেত বানানি ও কাতাদা এইরূপ একদল সুদক্ষ হাফেজে-হাদিছ ও প্রসিদ্ধ এমাম (হজরত) আনাছ হইতে মে'রাজের হাদিছ বর্ণনা করিয়ছেন। তাঁহাদের কেহই শরিক যাহা রেওয়াএত করিয়াছেন, তাহা রেওয়াএত করেন নাই। শরিক মোহাদ্দেছগণের নিকট স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন ছিলেন না ইতিপূর্ব্বে যে হাদিছগুলি উল্লিখিত হইয়াছে তাহাই বিশ্বাসযোগ্য।

তফছিরে-এবনো-কছির, ৬১৫ পৃষ্ঠা:—

এমাম মোছলেম, শরিকের রেওয়াএত বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন, ইনি কতক কথা যোগ-বিয়োগ, অগ্র-পশ্চাৎ করিয়াছেন, এমাম মোছলেমের কথা সত্য, কেননা শরিক বেনে আবদুল্লাহ হাদিছে اضطراب পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধন করিয়াছেন, তাঁহার স্মৃতিশক্তি হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং তিনি উহা সঠিক ভাবে স্মরণ রাখিতে পারেন নাই। হাফেজ আবুবকর বয়হকি বলিয়াছেন, শরিকের হাদিছে একটি কথা অতিরিক্ত আছে, অন্য কোন রাবি উহা বর্ণনা করেন নাই, ইহা উক্ত ব্যক্তির মতের সহিত খাপ খায়—যে ব্যক্তি দাবি

করিয়াছেন যে, নবি (ছাঃ) আল্লাহতায়ালাকে দেখিয়াছিলেন।

তিনি লিখিয়াছেন ;—

ثم دنی الجبار رب العزة فتدلی فكان قاب قوسين او ادنی ◎

তৎপরে গৌরবের প্রভু মহা পরাক্রমশালী (আল্লাহ) নিকটবর্ত্তী হইলেন, পরে নামিয়া আসিলেন, ইহাতে দুই ধনুক পরিমাণ কিম্বা তদপেক্ষা নিকটবর্ত্তি হইলেন। হজরত আএশা, এবনো-মছউদ ও আবু হোরায়রা এই আয়তগুলির অর্থে বলিয়াছেন, হজরত (ছাঃ) জিবরাইল (আঃ)কে দেখিয়াছিলেন। এই মছলাতে ইহাই সমধিক ছহিহ মত। ثم دنی فتدلی এর অর্থ—'জিবরাইল' নিকটবর্ত্তী হইলেন, তৎপরে নামিয়া আসিলেন, ইহা ছহিহ-বোখারি ও মোছলেমে উম্মুল মো'মেনিন হজরত আএশা ও এবনো-মছউদ কর্ত্তৃক ও ছহিহ মোছলেমে আবুহোরায়রা কর্ত্তৃক উল্লিখিত হইয়াছে। এই আয়তের ব্যাখ্যাতে কোন ছাহাবা ইহার বিপরীত মত ধারণ করেন নাই।

আল্লামা এবনো-হাজার আস্কালানি ফৎহোলবারীর ১৩।৩৬৮ পৃষ্ঠা ও এমাম বদরদ্দিন ছহিহ বোখারির টীকা আয়নির ১১।৬০২।৬০৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, এমাম খাত্তাবি এবনো হজম, আবদুল হক, কাজি এয়াজ ও নাবাবী শরিফের হাদিছের উপর এনকার করিয়াছেন। ফৎহোল বারি ১৩।৩৭৩।৩৭৭ পৃষ্ঠা ;—

শরিফ ১২টী স্থলে প্রসিদ্ধ হাফেজে-হাদিছগণের বিপরীত কথা লিখিয়াছেন। (১) নবিগণের স্থান সম্বন্ধে, (২) নবুয়ত-প্রাপ্তির প্রথমে মে'রাজ হওয়া। (৩) উহা স্বপ্নযোগে হওয়া, (৪) ছেদরাতুল মোন্তাহার স্থান সম্বন্ধে। (৫) নীল ও ফোরাত নদীদ্বয় সম্বন্ধে। (৬) ছিনাচাক সম্বন্ধে। (৭) কওছর সম্পর্কে (৮) ثم دنی و فتدلی এই ক্রিয়া দুইটীর কর্ত্তা সম্বন্ধে। (৯) নামাজ কম করার জন্য কয় বারের পরে তাহার পুনঃ ছওয়াল করা হইতে বিরত থাকা সম্বন্ধে, (১০) فعلا به الی الجبار فقال و هو مكانه এই কথা সম্বন্ধে (১১) তশতরীতে পানিপানের কথা ইত্যাদি।

যদিও আল্লামা এবনো-হাজার এই বিরোধগুলি মীমাংসা করার চেষ্টা করিয়াছেন, তবুও ইহা স্বীকার্য্য বিষয় যে, শরিফের স্মৃতিশক্তি তত বেশী ছিল না, এইহেতু তিনি এত যোগ-বিয়োগ, ও হ্রাস-বৃদ্ধি করিয়াছেন

তফছিরে-রুহোল-মায়ানি, ৭।৪৬০ পৃষ্ঠা ;—

ওয়াহেদী বলিয়াছেন, রাত্রিকালে চৈতন্যাবস্থাতে মে'রাজ হইয়াছিল, শরিফের হাদিছ গ্রহণযোগ্য নহে, যেরূপ আবদুল হক বর্ণনা করিয়াছেন। নাবাবি বলিয়াছেন, শরিফের হাদিছে যে, নিদ্রিত অবস্থাতে, অথবা নিদ্রা ও চৈতন্য এতদুভয়ের মধ্য অবস্থাতে মে'রাজ গমনের কথা আছে, উহা মে'রাজের প্রথম অবস্থার কথা—যখন প্রথমে ফেরেশতা তাঁহার নিকট আগমণ করিয়াছিলেন। হজরত মে'রাজের সমস্ত সময় যে, উক্ত অবস্থাতে ছিলেন, ইহা হাদিছে বুঝা যায় না।

একদল বিদ্বান শরিফের হাদিছটী বজায় রাখার জন্য বলিয়াছিলেন যে, মেরাজ দুইবার হইয়াছিল, একবার নিদ্রিত অবস্থাতে নবুয়তের পূর্ব্বে, দ্বিতীয়বার জাগরিত অবস্থাতে নবুয়তের পরে।

কোস্তোলানি ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৯ পৃষ্ঠা ;—

استشكل بان الاسراء كان بعد المبعث بلا ريب فكيف يقول قبل ان يوحي اليه فهو غلط من شريك لم يوافق عليه و ليس هو بالحافظ و قد انفرد بذلك عن انس و لم يرو ذالك غيره من الحفاظ ◉

"শরিফের কথার উপর এই প্রশ্ন হয় যে, মে'রাজ বিনা সন্দেহে নবুয়ত প্রাপ্তির পরে হইয়াছিল, সুতরাং তিনি কিরূপে বলেন যে, তাঁহার নিকট অহি নাজেল হওয়ার পূর্ব্বে ইহা হইয়াছিল, কাজেই শরিফ উহা ভ্রমবশতঃ বলিয়াছেন, ইহার সমর্থক কেহ নাই। শরিফ স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন ছিলেন না তিনি একা উহা আনাছ [রাঃ] হইতে বর্ণনা করিতেছেন, অন্যান্য হাফেজে হাদিছগণ [তাঁহা হইতে] উহা রেওয়াএত করেন নাই।"

রুহোল-মায়ানি, ৪।৪৭০ পৃষ্ঠা ;—

কাজি আবুবকর, বাগাবি প্রভৃতি বলিয়াছেন, শরিফ ও অন্যান্য রাবিদের উভয় প্রকার হাদিছ ছহিহ, কেননা মে'রাজ দুইবার হইয়াছিল, একবার নবুয়তের পূর্ব্বে নিদ্রিত অবস্থাতে তাঁহার রুহানি মে'রাজ হইয়াছিল,

কেননা মে'রাজের ঘটনা সহ্য করা মনুষ্যের ক্ষমতাতীত, তাই ধৈর্য্যধারণ করার শক্তি অর্জ্জন করা উদ্দেশ্যে এই রুহানি মে'রাজ হইয়াছিল। তৎপরে সশরীরে চৈতন্যাবস্থাতে নবুয়তের পরে তাঁহার দ্বিতীয়বার মেরাজ হয়, কাশফে আছে, ইহাই সত্যমত, ইহাতে বিভিন্ন প্রকার হাদিছগুলির মধ্যে সমতা রক্ষিত হইয়া যায়।

অধিকাংশ আলেম বলেন, মক্কা হইতে বয়তুল-মোকাদ্দছ এবং তথা হইতে আছমানে যাওয়া উভয়টী সশরীরে হইয়াছিল. ইহা অসম্ভব নহে।

ফৎহোল-বারি, ৭।১৩৬।১৩৭ পৃষ্ঠা ;—

মে'রাজ সম্বন্ধে মতভেদ হইয়াছে, মক্কা শরিফ হইতে বয়তুল মোকাদ্দছ পর্য্যন্ত اسرا (রাত্রে নীত হওয়া) এবং তথা হইতে আছমান পর্য্যন্ত মে'রাজ একই রাত্রে সশরীরে জাগরিত অবস্থাতে নবুয়তের পরে সংঘটিত হইয়াছিল, ইহা অধিকাংশ মোহাদ্দেছ, ফকিহ ও আকায়েদতত্ত্ববিদ আলেমগণের মত, ধারাবাহিক ভাবে স্পষ্ট স্পষ্ট ছহিহ হাদিছগুলি এ সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপ ছহিহ হাদিছগুলির স্পষ্ট মর্ম্ম পরিত্যাগ করা উচিত নহে. কেননা বিবেক ইহা অসম্ভব ধারণা করে না, কাজেই ইহার অন্য অর্থ গ্রহণ করার আবশ্যক নাই। অবশ্য কতক হাদিছ এই হাদিছগুলির বিপরীত দেখিতে পাওয়া যায়, এই হেতু কতক আলেম বলিয়াছেন, মে'রাজ দুইবার হইয়াছিল, একবার নিদ্রিত অবস্থাতে ভূমিকা স্বরূপ. দ্বিতীয়বার চৈতন্যাবস্থাতে। বোখারির টীকাকার মোহাল্লব এইমত ধারণ করিয়াছেন, ইহা আবু নছর বেনেল কোশায়রি ও আবু ছইদের মত, ছোহায়লি ইহা এবনোল আরাবীর মত বলিয়া মনোনীত মত স্থির করিয়াছেন, কোন ব্যক্তি শুরিকের মতানুসারে বলেন যে, নবুয়তের প্রথমে স্বপ্নযোগে মে'রাজ হইয়াছিল, কিন্তু আমি (৬ষ্ঠ ভাগের ৩৭৫ পৃষ্ঠায়) নবি (ছাঃ) এর ছেফাতের অধ্যায়ে লিখিয়াছি যে, নবুয়তের পূর্ব্বে স্বপ্নযোগে—তিনজন ফেরেশতা হজরতের নিকট আগমন করিয়াছিলেন। তৎপরে অর্থাৎ নবুয়তের পরে) তাহার মে'রাজ হইয়াছিল, ইহাতে নবুয়তের পূর্ব্বে মে'রাজ হওয়ার দাবি রহিত হইয়া গেল।

আমরা যদি এইমত ধারণ করি, তবু হজরতের সশরীরে মে'রাজ গমন সাব্যস্ত হয়।

কুংহোল-বারি, উক্ত পৃষ্ঠা ;—

একদল আলেম বলেন, বয়তুল-মোকাদ্দছ পর্য্যন্ত 'এছরা' চৈতন্যাবস্থাতে দুইবার হইয়াছিল, একবার তথায় পৌঁছিয়া মক্কা শরিফে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, আর একবার তথায় পৌঁছিয়া আছমানে নীত হইয়াছিলেন।

এবনো-হাজার বলিয়াছেন, এইমত গ্রহণীয় নহে, কেননা মোছলেম শরিফে আনাছের রেওয়াএতে, আবু ছইদ খুদরির রেওয়াএতে ও মালেক বেনে ছা'ছা'-আর রেওয়াএতে বুঝা যায় যে, একই রাত্রে 'এছরা' ও মে'রাজ হইয়াছিল।

অন্য একদল আলেম বলেন বয়তুল মোকাদ্দছ পর্য্যন্ত 'এছরা' চৈতন্যাবস্থাতে হইয়াছিল, এইহেতু ছুরা এছরাতে বয়তুল-মোকাদ্দছ পর্য্যন্ত এছরার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। সাত আছমান পর্য্যন্ত সশরীরে চৈতন্যাবস্থাতে মে'রাজ হইলে আল্লাহ উহা প্রকাশ করিতেন।"

ইহার জওয়াব শেফায়-কাজি এয়াজের ১১৪—১১৬ পৃষ্ঠার এইরূপ লিখিত আছে ;—

কাজি বলিয়াছেন, সত্য ও সহিহ মত এই যে, সমস্ত ঘটনাতে সশরীরে মে'রাজ হইয়াছিল, আয়ত ও ছহিহ হাদিছ সকল ও কেয়াছ হইতে ইহা বুঝা যায়, স্পষ্ট ও প্রকৃত অর্থ অসম্ভব হইলে, অস্পষ্ট অর্থ গ্রহণ করিতে হয়, এস্থলে সশরীরে জাগরিত অবস্থাতে মে'রাজ হইলে কোন অসম্ভব বিষয় সম্ভব ধারণা করা হয় না, যদি উহা স্বপ্ন হইত, তবে নিজের বান্দাকে না বলিয়া বান্দার রুহকে বলা হইত, আর বলা হইয়াছে, চক্ষু অন্যদিকে ফেরে নাই, অন্য কোন বিষয়ের দিকে আকৃষ্ট হয় নাই, ইহা শরীরের অবস্থা, যদি উহা স্বপ্ন হইত, তবে নিদর্শন ও মো'জেজা হইত না, কাফেরেরা উহা অসম্ভব ধারণা করিত না এবং এতৎসম্বন্ধে তাঁহার উপর অসত্যারোপ করিত না, দুর্ব্বলচেতা মুছলমানগণ এজন্য মোরতাদ্দ হইত না, ফাছাদে নিক্ষিপ্ত হইত না, কেননা এইরূপ স্বপ্নের প্রতি কেহই এনকার করিয়া থাকে না, তাহাদের দ্বারা ইহা ঘটিয়াছিল, ইহার একমাত্র কারণ এই যে, তাহারা জানিয়াছিল যে, হজরত তাহাদিগকে সশরীরে জাগরিত অবস্থাতে মে'রাজ ও নিম্নলিখিত ব্যাপারগুলি সংঘটিত হওয়ার সংবাদ দিয়াছিলেন যথা—বয়তুল-মোকাদ্দছে নবিগণের সহিত নামাজ পড়া, অন্য রেওয়াএত অনুসারে আছমানেও তাঁহাদের সহিত নামাজ পড়া, হজরত জিবরাইলের বোরাক আনয়ন করতঃ মে'রাজের সংবাদ দেওয়া, আছমানের

দ্বার খুলিতে বলা, কে তোমার সঙ্গে আছে ? এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হওয়া তদুত্তরে মোহম্মদ সঙ্গে আছেন বলা; তথায় নবিগণের সহিত সাক্ষাৎ করা, তাহাদিগের মারহাবা বলা, নামাজ ফরজ হওয়া, মুছা (আঃ) এর নিকট প্রত্যাগমণ করা। কোন রেওয়াএত অনুসারে (হজরত) জিবরাইল কর্তৃক তাঁহার হাত ধরিয়া আছমানে লইয়া যাওয়া, তৎপরে সমতল ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া, কলমের আওয়াজ শুনা, ছেদরাতুল-মোন্তাহার নিকট উপস্থিত হওয়া, বেহেশতের মধ্যে প্রবেশ করা, উহার মধ্যে কতিপয় বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করা, হজরত এবনো-আব্বাছ বলিয়াছেন, মেরা'জের দৃশ্য হজরত চর্ম্মচক্ষে দেখিয়াছিলেন, অন্তর চক্ষে নহে।

হাছানের রেওয়াএতে আছে, হজরত হেজর নামক স্থানে নিদ্রিত ছিলেন, তিনি চরণের পশ্চাতের অংশ গোড়ালী দ্বারা আমাকে আঘাত করিলেন, ইহাতে আমি দাঁড়াইলাম, তৎপরে বসিয়া পড়িলাম, কিন্তু কিছু দেখিতে পাইলাম না, পরে আমি শয়ন করিলাম, এইরূপ তিনবার হইল। তৃতীয়বারে তিনি আমার দুইবাজু ধরিয়া মছজেদের দ্বারের দিকে লইয়া গেলেন, হঠাৎ বোরাক নামীয় একটী পশু দেখিতে পাইলাম।

উম্মে-হানির রেওয়াএতে আছে, সেই রাত্রে তিনি আমার গৃহে এশার নামাজ পড়িয়া শুইয়াছিলেন, এমতাবস্থায় তিনি মে'রাজে নীত হইয়াছিলেন, ফজরের একটু পরে তিনি আমাদিগকে জাগাইলেন, যখন তিনি ফজর পড়িলেন এবং আমরা ফজর পড়িলাম, তিনি বলিলেন, হে উম্মে-হানি, আমি তোমাদের সহিত এই ময়দানে এশা পড়িয়াছিলাম, তৎপরে বয়তুল মোকাদ্দেছে গিয়া তথায় নামাজ পড়িয়াছি; তৎপরে এক্ষণে তোমাদের সহিত ফজর পড়িলাম যেরূপ তোমরা দেখিতেছ; ইহা অতি স্পষ্ট যে, ইহা সশরীরে হইয়াছিল। আওছ রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) কে বলিয়াছিলেন, যে রাত্রে আপনার মে'রাজ হইয়াছিল, আমি আপনাকে আপনার স্থানে খুঁজিয়া পাই নাই। তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন জিবরাইল আমাকে মছজেদে-আকছাতে লইয়া গিয়াছিলেন।

ওমারের রেওয়াএতে আছে, হজরত বলিয়াছেন, আমি মে'রাজের রাত্রে মাছজেদুল-আকছার প্রথমাংশে নামাজ পড়িয়া ছাখরাতে প্রবেশ করিলাম, তথায় একজন ফেরেশতাকে দেখিলাম, তাঁহার নিকট তিনটী পানপত্র ছিল। এই হাদিছগুলির অর্থ স্পষ্ট, অধিকন্তু অসম্ভব নহে, কাজেই তৎসমস্তের স্পষ্ট অর্থ গ্রহণ

করা হইবে। আবুজরের রেওয়াএতে আছে, আমি মক্কাতে ছিলাম, আমার ঘরের ছাদ ফাটিয়া গেল, জিবরাইল নাজেল হইয়া আমার ছিনাচাক করিয়া জমজমের পানি দ্বারা ধৌত করিলেন। তিনি আমার হাত ধরিয়া মে'রাজে লইয়া গেলেন। আনাছের রেওয়াএতে আছে, আমাকে জমজমের নিকট লইয়া গিয়া আমার ছিনাচাক করিলেন। আবু হোরায়রার রেওয়াএতে আছে, আমি নিজেকে হেজরের নিকট দেখিলাম, কোরাএশগণ আমার মে'রাজ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, আমাকে এরূপ কয়েকটী কথা জিজ্ঞাসা করিলেন যে, উহা আমার স্মরণে ছিলনা, ইহাতে আমি এরূপ দুঃখিত হইলাম যে, কখনও ঐরূপ দুঃখিত হই নাই। ইহাতে আল্লাহ বয়তুল-মোকাদ্দছকে আমার নিকট উত্থাপন করিলেন, আমি উহার দিকে দেখিতেছিলাম। ওমারের রেওয়াএতে আছে, তৎপরে আমি বিবি খোদায়জার নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম, তিনি পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করেন নাই এই সমস্ত ঘটনাতে বুঝা যায় যে, মে'রাজ সশরীরে জাগরিত অবস্থাতে হইয়াছিল। জারকানি, ৬৮ পৃষ্ঠা ;—

যাহারা বলেন যে, বয়তুল মোকাদ্দছ পর্য্যন্ত চৈতন্যাবস্থাতে এছরা' ।,—। হইয়াছিল এবং তথা হইতে সাত আছমান পর্য্যন্ত রুহানি মে'রাজ হইয়াছিল. তাহারা বলেন, আল্লাহ ছুরা 'এছরা'তে কেবল বয়তুল মোকাদ্দছ পর্য্যন্ত 'এছরা' করার কথা বলিয়াছিলেন, যদি আছমান পর্য্যন্ত চৈতন্যাবস্থাতে মে'রাজ হইত, তবে খোদা তথায় উহা উল্লেখ করিতেন। যদি বয়তুল মোকাদ্দছ পর্য্যন্ত 'এছরা' স্বপ্নযোগে হইত, তবে কাফেরেরা এজন্য তাঁহার উপর অসত্যারোপ করিত না।

এবনোল মনির ইহার উত্তরে বলিয়াছেন যে, কোরাএশগণ বয়তুল-মোকাদ্দছে গমণ করিয়াছিল উহার অবস্থা তাহারা অবগত ছিল, তাহাদের ধারণা ছিল যে, তিনি তথায় গমণ করেন নাই, এইহেতু পরীক্ষা করা উদ্দেশে তাহারা তথাকার অবস্থা জিজ্ঞাসা করিতেছিল। যদি তাহাদের জানা মতে তিনি উত্তর দেন, তবে ইহা তাহাদের পক্ষে দলীল স্বরূপ হইবে। তাহারা আছমান সমূহের অবস্থা অবগত ছিল না, এইহেতু তথাকার অবস্থা সম্বন্ধে তাহারা জিজ্ঞাসা করে নাই। তাহাদের ছওয়ালের অনুপাতে ছুরা 'এছরার আয়ত নাজিল হইয়াছিল।

আরও এমামগণ বলিয়াছেন, আল্লাহতায়ালা ক্রমশঃ তাহাদের ইমান পরীক্ষা করিয়াছেন, প্রথমে বয়তুল-মোকাদ্দছ পর্য্যন্ত 'এছরা'র উপর ইমান আনিতে হুকুম দিলেন, যখন হজরতের সত্যতার লক্ষণগুলি ও তাঁহার রেছালতের প্রমাণগুলি প্রকাশ হইয়া পড়িল এবং উক্ত আয়তের উপর ইমান সুদৃঢ় হইল, তখন ইহা অপেক্ষা বৃহৎ নিদর্শন আছমানি মে'রাজের সংবাদ প্রদান করিলেন এবং ছুরা 'নজম' নাজেল করিলেন। হাফেজ এবনো-হাজার বলিয়াছেন, 'এছরা'র পরে আছমানি মে'রাজ যে একই রাত্রে হইয়াছিল, তাহা মোছলেম শরিফের উক্ত হাদিছ হইতে সপ্রমাণ হয়— যাহা ছাবেত আনাছ হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন। হজরত বলিয়াছেন, আমার নিকট বোরাক আনা হইল। আমি উহার উপর আরোহণ করতঃ বয়তুল মোকাদ্দছে নীত হইলাম। তৎপরে তথা হইতে আছমানে নীত হইলাম।

এক্ষণে শরিকের রেওয়াএতে ছহিহ বোখারির ২।১১২১ পৃষ্ঠায় যে শব্দটী আছে, উহার আলোচনা করা যাউক ;—

فاهبط بسم الله فاستيقظ وهو في المسجد الحرام ◎

"তৎপরে তুমি আল্লাহতায়ালার নামে জমিতে নামিয়া যাও, পরে মছজেদেল-হারামে জাগরিত হইলেন।"

ফৎহোল বারি, ৭।৩৭৫ পৃষ্ঠা ও আয়নি, ১১।৬০৫ পৃষ্ঠা ;

قال القرطبي يحتمل ان يكون استيقاظا من نومة نامها بعد
الاسراء لان الاسراء لم يكن طول ليلة وانما كان في بعضها ويحتمل
ان يكون المعنى افقت مما كنت فيه مما خامر باطنه من مشاهدة
الملاء الاعلى لقوله تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى فلم يرجع
الى حال بشرية صلعم الا وهو بالمسجد الحرام ◎

কোরতবি বলিয়াছেন, ইহা সম্ভব যে, মে'রাজ হইতে ফিরিয়া আসার পরে ... সামান্যভাবে নিদ্রিত হইয়াছিলেন, সেই স্বল্প নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়াছি... ন. কেননা মে'রাজ সমস্ত রাত্রিব্যাপি হইয়াছিল না, উহার কতকাংশে ইহা সংঘটিত হইয়াছিল ।

আর জাগরিত হওয়ার দ্বিতীয় অর্থ এই যে, উৰ্দ্ধজগতের মোশাহাদাতে তাঁহার অন্তর আত্ম-বিস্মৃতিতে নিমগ্ন হইয়াছিল, উহা হইতে তিনি চেতনা লাভ করিলেন। যথা কোরআনে আছে—"নিশ্চয়ই তিনি নিজের প্রতিপালকের বৃহৎ বৃহৎ নিদর্শনাবলী দর্শন করিয়াছিলেন।" তিনি মছজেদোল-হারামে উপস্থিত হইয়া উক্ত আত্ম-বিস্মৃতি হইতে প্রাকৃতিক ভাব লাভ করিলেন।

কাজি এয়াজ 'শেফা' কেতাবের ১।১১৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

فلعل قوله استيقظت بمعنى اصبحت او استيقظ من نوم آخر بعد وصوله بيته و يدل عليه ان مسراه لم يكن طول ليله و انما كان في بعضه و قد يكون قوله استيقظت و انا في المسجد الحرام لما كان غمره من عجائب ما طالع من ملكوت السموات و الارض و خامر باطنه من مشاهدة الملاء الاعلى و ما رأى من آيات ربه الكبرى فلم يستفق و يرجع الى حال البشرية الا و هو في المسجد الحرام ◉

استيقظت শব্দের অর্থ আমি প্রভাত করিলাম।

দ্বিতীয় অর্থ এই যে, তিনি গৃহে উপস্থিত হইয়া নিদ্রিত হইয়াছিলেন, এবং এই দ্বিতীয় নিদ্রা হইতে তিনি জাগরিত হইয়াছিলেন। ইহার প্রমাণ এই যে, তাঁহার মে'রাজ সমস্ত রাত্রি ব্যাপি ছিল না, বরং উহার কতকাংশে সংঘটিত হইয়াছিল।

তৃতীয় অর্থ এই যে, তিনি আছমান ও জমিনের রাজ্য সমূহের বিস্ময়কর ব্যাপারগুলি দর্শনে আত্ম-বিস্মৃতির সাগরে নিমজ্জিত হইয়াছিলেন, উৰ্দ্ধজগতের মোশাহাদাতে ও খোদার বৃহৎ বৃহৎ নিদর্শনাবলী দর্শনে তাঁহার অন্তর মুগ্ধ ও বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিল। তিনি মছজেদোল হারামে উপস্থিত হইয়া প্রাকৃতিক চেতনা লাভ করিয়াছিলেন। এক্ষণে আসুন ছুরা বনি-ইস্রাইলের নিম্নোক্ত আয়তের আলোচনা করা যাউক ;—

وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس ●

"আমি তোমাকে যে رؤيا 'রোই'য়া' প্রদর্শন করাইয়াছি, ইহা লোক দিগের পরীক্ষার কারণ স্থির করিয়াছি।"

এই رؤيا শব্দের অর্থ স্বপ্ন কিম্বা চর্ম্মচক্ষে দর্শনের কোন্‌টী হইবে, তাহাই এক্ষণে বিবেচ্য বিষয়।

জরকানি, ৬।৩।৪ পৃষ্ঠা ;—

এই আয়তের তফছিরে মতভেদ হইয়াছে, কেহ কেহ বলেন, ইহা হোদায়বিয়ার বৎসরের স্বপ্ন-সংক্রান্ত ব্যাপারের জন্য নাজেল হইয়াছিল, হজরত (ছাঃ) স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন যে, তিনি যেন মছজেদোল-হারামে প্রবেশ করিয়াছেন। এই জন্য তিনি মক্কাশরিফের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন, কিন্তু তাঁহাকে তথায় প্রবেশ করিতে বাধা প্রদান করা হয়। ইহাতে লোকেরা বিব্রত হইয়া পড়ে, যেহেতু হজরতের স্বপ্ন অহি হইয়া থাকে। হজরত সেই সময় বলিয়াছিলেন, আমি কি তোমাদিগকে বলিয়াছি যে, এই বৎসরেই মক্কা-শরিফে দাখিল হইব? কেহ কেহ বলিয়াছেন, ইহা বদরযুদ্ধের স্বপ্ন সংক্রান্ত ব্যাপার।

কোরতবি বলিয়াছেন, হজরত জিবরাইল (আঃ) নবি (ছাঃ)'কে বদর যুদ্ধে কাফেরদিগের বধ্যভূমি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিয়াছিলেন, নবি (ছাঃ) নিহত মোশরেকদিগের বধ্যভূমি ছাহাবাগণকে দেখাইয়াছিলেন, কোরেশগণ ইহা শ্রবণে বিদ্রূপ করিতেছিল, কিন্তু যুদ্ধকালে হজরত যাহা যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই সংঘটীত হইয়াছিল।

আর যদি ইহা মেরাজ সংক্রান্ত ব্যাপার হয়, তবে হজরত আবদুল্লাহ বেনে আব্বাছের ব্যাখ্যাই বিশ্বাসযোগ্য হইবে।"

ছহিহ বোখারি, ২।২৮৬ পৃষ্ঠা ;—

عن ابن عباس و ما جعلنا الرؤيا التى اريناك الا فتنة للناس
قال هى رؤيا عين اريها رسول الله صلعم ليلة اسرى به ○

হজরত এবনো-আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ মে'রাজের রাত্রে হজরত (ছাঃ)কে চর্ম্মচক্ষে যাহা দেখাইয়াছিলেন, তাহা লোকদিগের পরীক্ষা স্বরূপ স্থির করিয়াছিলেন।

শেকায়-কাজি এয়াজ, ১।১১৬ পৃষ্ঠা ;—

একদল ইহাতে স্বপ্ন যোগে মে'রাজ হওয়ার দলীল বুঝিয়াছেন। ইহার উত্তর এই যে, سبحان الذى اسرى بعبده এই আয়ত উক্ত মতের অসারতা প্রকাশ করিতেছে, কেননা স্বপ্ন হইলে, রাত্রিতে লইয়া যাওয়া বলা হয় না। আরও فتنة للناس অর্থাৎ লোকদিগের পরীক্ষা উদ্দেশ্যে কথাটা চর্ম্মচক্ষে দর্শন করার ও সশরীরে মে'রাজ গমন করার মতের সমর্থন করে, কেননা-স্বপ্নে পরীক্ষা হয় না এবং কেহই উহার উপর অসত্যারোপ করে না, যেহেতু মানুষ স্বপ্নযোগে এইরূপ এক ঘণ্টাতে বিভিন্ন অঞ্চলে পরিভ্রমণ ও বিচরণ করা দেখিয়া থাকে। আরও তফছিরকারকগণ এই আয়ত সম্বন্ধে মতভেদ করিয়াছেন, কেহ কেহ বলেন উহা—হোদায়বিয়ার ব্যাপার সম্বন্ধে নাজেল হইয়াছিল, এজন্য লোকদিগের অন্তরে সন্দেহের সৃষ্টি হইয়াছিল। কেহ কেহ অন্য প্রকার শানে নজুল বর্ণনা করিয়াছেন।

ফৎহোল-বারি, ৭।১৫৮ পৃষ্ঠা ;—

এমাম আবুশামা কয়েকবার মে'রাজ হওয়ার মত ধারণ করিয়াছেন, এ সম্বন্ধে তিনি বাজ্জাজ ও ছইদ বেনে মনছুরের যে রেওয়াএতটী উপস্থিত করিয়াছেন, দারকুৎনি উহা মোরছাল সপ্রমাণ করিয়াছেন। যে মে'রাজে প্রত্যেক নবীর সম্বন্ধে ছওয়াল করা হইয়াছে, প্রত্যেক আছমানের দ্বাররক্ষকের নিকট শেষ নবী প্রেরিত হইয়াছেন কিনা, জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের ফরজ হওয়ার কথা আছে, এইরূপ মে'রাজ একাধিক বার হওয়া সঙ্গত হইতে পারে না, এক্ষেত্রে বিভিন্ন রেওয়াএত গুলির মধ্যে সমতা স্থাপন করিতে হইবে, অসম্ভব হইলে, একটীকে প্রবল সপ্রমাণ করিয়া অপরটীকে জইফ স্থির করিতে হইবে। অবশ্য ইহা সম্ভব যে, মে'রাজের সমস্ত ঘটনা একবার স্বপ্নযোগে সংঘটীত হইয়াছিল, পরে উহা চৈতন্যাবস্থাতে সংঘটীত হইয়াছে।

২০ জনের অধিক ছাহাবা মে'রাজের হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন, ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ মে'রাজের কতক অবস্থা অসম্পূর্ণভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, ইহাতে কতক লোক বুঝিয়াছেন যে, মে'রাজ একাধিকবার হইয়াছিল। ছিরাতে-হালবির ১।৩৭৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, শেখ আবদুল অহাব শায়রানি বলিয়াছেন যে, ৩৪ বার তাঁহার মেরাজ হইয়াছিল, একবার সশরীরে, অবশিষ্টগুলি রুহানিভাবে হইয়াছিল।

ফৎহোল-বারি, ৭।১৩৭ পৃষ্ঠা ;—

কতক মোতায়াক্কেরিণ বলিয়াছেন, এছরা اسرى একরাত্রে ঘটিয়াছিল, এবং মে'রাজ معراج অন্য রাত্রে ঘটিয়াছিল, কেননা আনাছ হইতে শরিফ যে রেওয়াএত করিয়াছেন, উহাতে বয়তুল মোকাদ্দছের 'এছরা'র কথা নাই। কিন্তু ইহাতে এছরা ও মে'রাজ পৃথক পৃথক হওয়া বুঝা যায় না বরং উহার অর্থ এই যে, কোন রাবি এরূপ কথা উল্লেখ করিয়াছেন যাহা অন্য রাবি উল্লেখ করেন নাই।

(১ম) تعارض বিরোধ ভাব ভঞ্জন।

এক্ষণে হজরত কি অবস্থাতে মে'রাজে গিয়াছিলেন, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে।

ছহিহ বোখারি ১।৫৪৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ;—

اسرى به بينما انا فى الحطيم مضطجعا

"তাঁহার মেরাজ এই অবস্থাতে হইয়াছিল যে, আমি হাতিমে শায়িত অবস্থাতে ছিলাম।"

আরও উহার ১।৪৫৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ;—

بينما انا عند البيت بين النائم و اليقظان

"আমি এই অবস্থায় কা'বার নিকট নিদ্রিত ও চৈতন্য এতদুভয়ের মধ্যে ছিলাম।"

উহার ৫০ পৃষ্ঠার হাদিছে বুঝা যায় যে, তিনি চৈতন্যাবস্থাতে ছিলেন।

ছহিহ বোখারি, ২।৬৮৬ পৃষ্ঠা ; —

عن ابن عباس هى رؤيا عين اريها رسول الله صلعم ليلة اسرى به *

হজরত এবনো-আব্বাছ বলিয়াছেন, মে'রাজের রাত্রে হজরত চর্ম্মচক্ষে (চৈতন্যাবস্থাতে) দেখিয়াছিলেন।"

ছহিহ বোখারির ১১২০ পৃষ্ঠায় শরিকের রেওয়াএতে আছে ;—

أتوه ليلة اخرى فيما يرى قلبه و تنام عينه

ইহাতে বুঝা যায় যে, তিনি নিদ্রিত অবস্থাতে ছিলেন ; ইহার মীমাংসা ফৎহোল-বারির ৭।১৪১ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ;—

(مضطجعا) زاد فى بدء الخلق بين النائم و اليقظان فرمو مجهول على ابتداء الحال ثم لما خرج به الى باب المسجد فاركبه البراق استمر في يقظته و اماما و قع في رواية الشريك الابتية في التوحيد فى آخر الحديث فلما استيقظت قلت فان قلنا بالتعدد فلا اشكال و الا حمل على ان المراد باستيقظت افقت اى انه افاق مما كان فيه من شغل البال بمشاهدة الملكوت ورجع الى العالم الدنيوى ◎

এই রেওয়াএতে আছে যে, তিনি শায়িত অবস্থাতে ছিলেন, 'সৃষ্টির প্রথম' অধ্যায়ে আছে, তিনি নিদ্রিত ও চৈতন্য এতদুভয়ের মধ্যে ছিলেন, ইহা মে'রাজের প্রথম অবস্থা, তৎপরে যখন তাঁহাকে মছজেদের দ্বারদেশে লইয়া গিয়া বোরাকের উপর অরোহণ করান হইল, তখন তিনি জাগরিত অবস্থাতে ছিলেন। তওহিদের অধ্যায়ে শরিকের রেওয়াএতে হাদিছের শেষ ভাগে আছে, "তৎপরে আমি চৈতন্য লাভ করিলাম;" যদি আমি বলি, মে'রাজ একাধিকবার হইয়াছিল, তবে ইহাতে কোন প্রশ্ন হইতে পারে না। নচেৎ উহার অর্থ এইরূপ হইবে আলমে-মালাকুৎ দর্শনে তাঁহার অন্তর নিমগ্ন হইয়াছিল, তিনি ইহা হইতে চৈতন্য লাভ করিয়া আলমে-দুনইয়ার দিকে রুজু করিলেন।

কোস্তোলানি, ৬।২৯ পৃষ্ঠা ;—

تمسک بهذا من قال انه رويا منام و لا حجة فيه ان قديكون ذلک حاله اول وصول الملک اليه و ليس فى الحديث ما يدل على كونه نائما فى القصة كلها و قد قال عبد الحق رواية الشريک انه كان نائما زيادة مجهولة *

কেহ কেহ ইহার প্রমাণে বলিয়াছেন উহা স্বপ্ন ছিল, এই কথাতে মে'রাজ স্বপ্ন হওয়ার দলীল হইতে পারে না, কেননা ইহা তাঁহার নিকট ফেরেশতা আগমনের প্রথম অবস্থা ছিল। হাদিছে এমন কথা নাই যাহাতে বুঝা যাইতে পারে যে, সমস্ত ঘটনাতে তিনি নিদ্রিত ছিলেন। আবদুল হক বলিয়াছেন, শরিফের রেওয়াএতে এই কথা যে তিনি নিদ্রিত ছিলেন, দলীলহীন অতিরিক্ত কথা।"

শেফায় কাজি-এয়াজ, ১।১১৭ পৃষ্ঠা ;—

يعني بالنوم ههنا عن هيئة النائم من الاضطجاع و يقويه قوله رواية عبد بن حميد عن همام بينا انا نائم في الحطيم و ربما قال في الحجر مضطجع و قوله في الرواية الاخرى بين النائم و اليقظان فيكون سمي هيئته بالنوم لما كانت هيئة النائم غالبا و ذهب بعضهم الي ان هذه الزيادات من النوم انما هو من رواية شريك عن انس فهو منكرة من رواية ●

"এস্থলে নিদ্রার অর্থ নিদ্রাকারির ভাব অর্থাৎ শয়ন, আব্দ বেনে হোমাএদ হাম্মাম কর্ত্তৃক এই রেওয়াএত করিয়াছেন, এমতাবস্থায় যে আমি নিদ্রিত ছিলাম, অনেক সময় রাবি বলিয়াছেন "শয়নকারী ছিলাম"। হোদবা তাহা হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন, এমতাবস্থায় যে আমি হাতিমে নিদ্রিত ছিলাম, অনেক সময় রাবি বলিয়াছেন, আমি হেজরে শয়নকারি ছিলাম।

তাহার কথা অন্য রেওয়াএতে আছে, আমি নিদ্রিত ও জাগরিত এতদুভয় অবস্থার মধ্যে ছিলাম, ইহা উক্ত কথার সমর্থন করে। কাজেই নিদ্রিতের ভাবকে (শয়নের ভাবকে) নিদ্রা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। কেন না নিদ্রিতের ভাব অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঐরূপ হইয়া থাকে।

কেহ কেহ বলিয়াছেন, নিদ্রা শব্দ আনাছ হইতে শরিফের রেওয়াএত, ইহা তাহার রেওয়াএতে দূষিত কথা।"

(২) تعارض তিনি কোথায় নিদ্রিত ছিলেন, ইহাতে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়।

ফৎহোল-বারি, ৭।১৪১ পৃষ্ঠা ;—

কোন রেওয়াএতে আছে, তিনি হাতিমে ছিলেন, কোন রেওয়াএতে আছে, তিনি হেজরে ছিলেন, হাতিম বলিয়া হেজর অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। (এই দুইটী কা'বার অন্তর্গত) সৃষ্টির প্রারম্ভ অধ্যায়ে বয়তুল্লাহর নিকট আছে। কোন রেওয়াএতে আছে, আমি মক্কাতে ছিলাম, এমতাবস্থাতে আমার গৃহের ছাদ ফাটীয়া গেল। ওয়াকেদীর রেওয়াএতে আছে, আবু-তালেবের ঘাটীয়াতে ছিলেন। তেবরানির ছনদে আছে, তিনি উম্মে-হানির গৃহে ছিলেন। এই সমস্ত রেওয়াএতের সামঞ্জস্য এইরূপ হইবে যে, তিনি

উম্মে-হানির গৃহে ছিলেন, উহা আবুতালেবের খাটীর নিকট ছিল। সেই ঘরের ছাদ ফাটীয়া গেল, যেহেতু তিনি উক্ত ঘরে থাকিতেন, এই হেতু নিজের ঘর বলিয়াছিলেন, তৎপরে ফেরেশতা নাজিল হইয়া তথা হইতে তাঁহাকে মছজেদে লইয়া গিয়াছিলেন, তিনি তথায় শায়িত হইলেন, তাঁহার চক্ষে নিদ্রার চিহ্ন ছিল। তৎপরে তাঁহাকে মছজেদের দ্বার দেশে লইয়া বোরাকে আরোহন করান হইয়াছিল।

(৩) تعارض—নবিগণের স্থান সম্বন্ধে বৈষম্যভাব।
ছহিহ বোখারির ১।৪৫৫।৪৫৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, হজরত প্রথম আছমানে হজরত আদম (আ:)কে, দ্বিতীয় আছমানে হজরত ইছা ও হজরত এহইয়া (আলায়-হেমাচ্ছালাম)কে, তৃতীয় আছমানে হজরত ইউছফ (আ:)কে, চতুর্থ আছমানে হজরত ইদরিছ (আ:)কে. পঞ্চম আছমানে হজরত হারুন (আ:)কে, ষষ্ঠ আছমানে হজরত মুছা (আ:)কে এবং সপ্তম আছমানে হজরত এবরাহিম (আ:)কে দেখিয়াছিলেন।

ছহিহ মোছলেমের ১৯১ পৃষ্ঠায় ছাবেত বোনানি, হজরত আনাছ হইতে যে হাদিছ রেওয়াএত করিয়াছেন, তাহাতেও উপরোক্ত প্রকার নবিগণের স্থানের সম্বন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে। ছহিহ মোছলেমের ১।৯৩ পৃষ্ঠায় এবনো-শেহাব [জুহরি] আবুজারের ছনদে ও ছহিহ বোখারির ১৫১ পৃষ্ঠায় উক্ত ছনদে যে হাদিছটি আছে উহাতে আছে, আবুজর নবিগণের নাম ও স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলেন নাই, কিন্তু তিনি হজরত এবরাহিমকে ষষ্ট আছমানে থাকার কথা বলিয়াছেন।

ইহাতে বুঝা যায় যে, কাতাদা ও ছাবেত বোনানির রেওয়াএত সমধিক ছহিহ।

এইরূপ ছহিহ বোখারির ২। ১২০ পৃষ্ঠায় শরিক কর্ত্তৃক যে হাদিছটী উল্লিখিত হইয়াছে. উহাতে আছে, প্রথম আছমানে আদম, দ্বিতীয় আছমানে ইদরিছ, চতুর্থ আছমানে হারুণ, পঞ্চম আছমানে কোন্ নবী তাহা স্মরণে নাই, ষষ্ঠতে এবরাহিম ও সপ্তমে মুছা (আ:) ছিলেন, তাঁহার কথায় বুঝা যায় যে, তিনি নবিদের দরজা স্মরণ রাখিতে পারেন নাই। এমাম মোছলেম বলিয়াছেন, শরিক অগ্র পশ্চাৎ করিয়াছেন।

এবনো-হাজার বলিয়াছেন, প্রথম মতই অগ্রগণ্য। ফৎহোল-বারি ৭।১৪৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

আরও তিনি উহার ১৩শ খণ্ডের ৩৭১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ইহাতে বুঝা যায় যে, শরিক মুছা (আঃ) এর সপ্তম আছমানে থাকার কথা স্মরণ রাখিয়াছেন, আবুজরের রেওয়াএত ইহার সমর্থন করে, কিন্তু প্রসিদ্ধ রেওয়াএত এই যে, হজরত এবরাহিম (আঃ) সপ্তম আছমানে ছিলেন এবং মালেক বেনে-ছায়া-ছায়ার হাদিছে ইহার সমর্থন পাওয়া যায়, কেননা উহাতে আছে, হজরত এবরাহিম (আঃ)এর পৃষ্ঠ বায়তুল-মা'মুরের দিকে ফিরান ছিল, যদি একাধিকবার মে'রাজ স্বীকার করা হয়, তবে কোন প্রশ্নই হইতে পারে না, আর যদি একবার মে'রাজ হওয়ার কথা স্বীকার করা হয়, তবে সামঞ্জস্য এইরূপ হইবে যে, হজরতের উর্দ্ধে যাওয়া কালে হজরত মুছা (আঃ) ষষ্ঠ আছমানে ছিলেন, এবং হজরত এবরাহিম (আঃ) সপ্তম আছমানে ছিলেন, যেরূপ মালেক বেনে ছায়া'ছায়ার হাদিছে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় এবং নামিবার সময় হজরত মুছা (আঃ) সপ্তম আছমানে ছিলেন, কেননা এই ঘটনাতে হজরত এবরাহিম (আঃ) এর হজরত নবি (ছাঃ) এর উম্মতের উপর নামাজ ফরজ হওয়া সম্বন্ধে কোন আলোচনা করার কথা নাই, যেরূপ হজরত মুছা (আঃ) আলোচনা করিয়াছিলেন, আর উর্দ্ধ হইতে নামিয়া আসা কালে প্রথমেই সপ্তম আছমানে আসিতে হয়, কাজেই মুছা (আঃ) এর তথায় থাকা যুক্তি সঙ্গত, কেননা সমস্ত রেওয়াএত অনুসারে তিনিই উক্ত নামাজ সম্বন্ধে তাহার সহিত আলোচনা করিয়াছিলেন।

আর সম্ভব যে, হজরত মুছাকে তিনি প্রথমে ৬ষ্ঠ আছমানে দেখিয়াছিলেন, তৎপরে তাঁহাকে হজরতের সহিত সপ্তমস্তরে উত্তোলন করা হইয়াছিল, ইহাতে তিনি আল্লাহতায়ালার সহিত কথা বলিয়াছিলেন, তাঁহার অন্যদের উপর এই শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশিত হইয়াছিল এবং নবি (ছাঃ) এর সহিত তাঁহার উম্মতের উপর নামাজ ফরজ হওয়া সংক্রান্ত ব্যাপারে কথা বলার সুযোগ হইয়াছিল।

(৪) تعارض ছেদরাতেল-মোন্তাহার স্থল কোথায়, ইহাতে বিরোধ পরিলক্ষিত হয়।

ছহিহ বোখারির ।৫১,৪৭১।৫৪৯ পৃষ্ঠায় আছে ;—

সপ্তম আছমানের উপর ছেদরাতল-মোন্তাহা আছে। ইহা আনাছ বর্ণিত হাদিছ।

ছহিহ মোছলেমের ১।৯৭ পৃষ্ঠায় হজরত এবনো-মছউদ হইতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ছেদরাতল মোন্তাহা ষষ্ঠ আছমানে আছে।

ফৎহোল বারি, ৭ ১৫০ পৃষ্ঠা ;—

আনাছের হাদিছ অধিকাংশ বিদ্বানের মত, ইহা উহার মর্ম্ম হইতে বুঝা যায়, কেননা মোন্তাহা শব্দের অর্থ—তথায় প্রত্যেক নবি রাছুল ও নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতার এলম শেষ হইয়া যায়, ইহা (হজরত) কা'ব (রাঃ) বলিয়াছেন। ইহার পরে গায়েব, আল্লাহ ব্যতীত কিম্বা আল্লাহ যাহাকে অবগত করাইয়াছেন, তাঁহা ব্যতীত কেহ তথাকার সংবাদ জানে না। এছমাইল বেনে আহমদ ইহার উপর আস্থা স্থাপন করিয়াছেন। অন্যান্য বিদ্বান্ বলিয়াছেন, উহা শহিদগণের রুহের শেষ সীমা। হজরত আনাছের হাদিছ হজরতের কথা, হজরত এবনে মছউদ উহা নিজের ব্যক্তিগত মত বলিয়াছেন, কাজেই হজরত আনাছের হাদিছ প্রবল (গ্রহণ যোগ্য) প্রতিপন্ন হইল।

আমি বলি, উভয় হাদিছের মধ্যে বৈষম্য ভাব নাই, কেননা ছেদারাতল-মোন্তাহার মূল ষষ্ট আছমানে এবং উহার শাখা প্রশাখাগুলি সপ্তম আছমানে পৌছিয়াছে। কাজেই উভয় রেওয়াএত ছহিহ। এমাম নাবাবী ঠিক উপরোক্ত প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন।

ছেদরাহ سدرة একটী কুল বৃক্ষ, উহার কল হাজর নামক স্থানের মাইটের তুল্য বড়, উহাব পত্র হস্তীর কানের তুল্য।

কোরাণে আছে, ছেদরাকে এরূপ বস্তু পরিবেষ্টন করিতেছিল যাহা পরিবেষ্টন করিতেছিল, হজরত এবনো-মছউদ বলিয়াছেন, উহাকে স্বর্ণের পতঙ্গরাশি আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছিল। আবুজারের হাদিছে আছে, উহাকে

এইরূপ রং সকল আচ্ছন্ন করিতেছিল, আমি বলিতে পারি না, উহা কি? বয়জবি বলিয়াছেন, ইহা রূপক ভাবে বলা হইয়াছে, বৃক্ষ হইলে উহার উপর পতঙ্গকুল বেষ্টন করিয়া থাকে, সেইরূপ সোনালী রংএর পরিচ্ছন্ন ও চকচকে বস্তু সকল উহাকে আচ্ছন্ন করিতেছিল। প্রকৃত স্বর্ণের পতঙ্গ হইতেও পারে, আল্লাহ তৎসমুদয়কে উড়িবার শক্তি দিয়াছেন। আবুছইদ ও এবনো-আব্বাছের হাদিছে আছে; ফেরেশতাগণ উহা বেষ্টন করিয়া ফেলিতেছিল। বয়হকির হাদিছে আছে, উহার প্রত্যেক পত্রে এক এক জন ফেরেশতা থাকেন। মোছলেমের হাদিছে আছে, উহার উপর তাজালিয়াতে-এলাহিয়া পতিত হইতেছিল, ইহাতে ছেদারাতোল-মোন্তাহার অবস্থা উন্নত হইতে উন্নততর হইতেছিল, কেহই ইহার সৌন্দর্য্যের বর্ণনা করিতে সক্ষম হইতে পারে না। উক্ত সোনালী পতঙ্গ সকল ফেরেশতাগণ হইবেন।—ফৎহোল বারি, ৭।১৫০, ফৎহোলমোলহেম, ১।৩২০।

ছহিহ বোখারীর ২।১১২০ পৃষ্ঠায় শরিকের রেওয়াএতে আছে,—"তৎপরে জিবরাইল হজরত (ছাঃ)কে এতউর্দ্ধে লইয়া গেলেন যে, আল্লাহ ব্যতীত কেহ উহার অবস্থা অবগত নহে, এমন কি তিনি ছেদরাতল-মোন্তাহাতে উপস্থিত হইলেন।"

ফৎহোল বারি, ১৩।৩৭ পৃষ্ঠা;—

শরিফের এই রেওয়াএত অন্যান্য রাবিগণের বিপরীত, কেন না অধিকাংশ বিদ্বান্ বলেন, ছেদরা' সপ্তম আছমানে আছে, কেহ উহা ষষ্ঠ আছমানে থাকার কথা বলিয়াছেন, আর আমি এই উভয় মতের মধ্যে সমতা স্থাপন করিয়া দেখাইয়াছি, সম্ভবতঃ শরিক এস্থলে হাদিছের শব্দগুলি অগ্র পশ্চাৎ করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, মূলে এইরূপ ছিল, তৎপরে ছেদরাতে উপস্থিত হইলেন, অবশেষে আল্লাহতায়ালা তাঁহাকে এত উর্দ্ধে লইয়া গেলেন যে, উহার অবস্থা খোদা ব্যতীত কেহ অবগত নহে।

এইরূপ আবু জারে'র হাদিছে আছে, তৎপরে আমাকে উর্দ্ধে লইয়া গেলেন, এমন কি আমি এরূপ সমতল ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলাম যে, কলমের শব্দ শ্রবণ করিতেছিলাম। তাবারী যে রেওয়াএত বর্ণনা করিয়াছেন, উহা অধিকাংশ বিদ্বানের মতের অনুরূপ।

ইহাও সম্ভব হইতে পারে যে, শরিকের রেওয়াএতে ছেদরার শেষ উচ্চ সীমার কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

(৫) تعارض পান পাত্র সংক্রান্ত ব্যাপার।

ছহিহ বোখারির ১।৪৮১ পৃষ্ঠায় আছে, মে'রাজের রাত্রে আমার নিকট দুইটী পানপাত্র নীত হইয়াছিল, একটীতে দুধ, দ্বিতীয়টীতে মদ, আমি দুধ পান করিলাম, আমাকে বলা হইল, যদি আপনি মদ পান করিতেন, তবে আপনার উম্মতেরা ভ্রান্ত হইয়া যাইত। ইহা কোথায় ঘটিয়াছিল, তাহা লিখিত হয় নাই।

উহার ১।৫৪৯ পৃষ্ঠায় আছে, বয়তুল-মা'মূরে পৌঁছিবার পরে তাঁহার নিকট তিনটী পানপাত্র নীত হইয়াছিল, একটী মদের, দ্বিতীয়টী দুধের এবং তৃতীয়টী মধুর, আমি দুধের পাত্র লইয়া পান করিলাম।

উহার ২।৮৩৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে;—

আমার নিকটে মে'রাজের রাত্রে ইলিয়াতে (বয়তুল মোকাদ্দছে) দুইটি পিয়ালা নীত হইয়াছিল, একটী শরাবের এবং দ্বিতীয়টী দুধের। তিনি দুধ গ্রহণ করিলেন।

উহার ২।৮৩৯ পৃষ্ঠায় আছে,—তাঁহার নিকট তিনটী পিয়ালা নীত হইয়াছিল, একটী দুধের, একটী মধুর ও তৃতীয়টী শরাবের। তিনি দুধটী লইয়াছিলেন।

ছহিহ মোছলেমের ১।৯১ পৃষ্ঠায় আছে;—

বয়তুল-মোকাদ্দছে তাঁহার নিকট দুইটী পাত্র নীত হইয়াছিল, একটী শরাবের, দ্বিতীয় দুগ্ধের।

ছহিহ মোছলেম ১।৯৪ পৃষ্ঠায় আছে;—

বয়তুল মা'মুরের পরে তাঁহার নিকট দুইটী পাত্র নীত হইয়াছিল, একটী শরাবের, দ্বিতীয়টী দুধের। ইহা আনাছের রেওয়াএত।

ছহিহ মোছলেমের ১।৯৫ পৃষ্ঠায় আছে;—

এছরার রাত্রে আমার নিকট দুইটী পাত্র নীত হইয়াছিল, একটী দুধের ও দ্বিতীয়টী শরাবের। ইহা আবু হোরায়রার রেওয়াএত।

ফৎহোল-বারি, ১১৫২।১৫৩ পৃষ্ঠা;—

কোন রেওয়াএতে বয়তুল মোকাদ্দছে তিনটী পিয়ালা নীত হওয়ার কথা আছে, দুধ, শরাব ও পানি, কোন রেওয়াএতে দুধ ও মধু এই দুইটী পিয়ালা আনার কথা আছে।

কতক রাবি একটী কথা বর্ণনা করিয়াছেন, অন্যে তাহা বাদ দিয়াছেন। তাঁহার নিকট দুইবার পিয়ালা আনা হইয়াছিল, একবার বয়তুল মোকাদ্দছে, দ্বিতীয়বার ছেদরার নিকট, ছেদরার মূল দেশ হইতে চারিটী নদী প্রবাহিত হইয়াছে, একটী দুধের, একটী শরাবের, একটী মধুর ও একটী পানির, এইহেতু তাঁহার নিকট চারিটী পিয়ালা আনা হইয়াছিল।

(৫) تعارض ৫০ ওয়াক্ত নামাজ কয়বার যাতায়াতে ও অনুরোধে ৫ ওয়াক্তে পরিণত হইয়াছে।

মালেক বেনে ছায়াছায়া ও শরিকের রেওয়াএতে আছে, প্রত্যেক বারে ১০ ওয়াক্ত করিয়া কম করিয়া দিয়াছিলেন। আবু জারে'র রেওয়াএতে আছে, প্রত্যেক বারে কতকাংশ করিয়া হ্রাস করিয়া দিয়াছিলেন। মোছলেম শরিফে ছাবেত-বোনানীর রেওয়াএতে আছে যে, প্রত্যেক বারে পাচ ওয়াক্ত করিয়া হ্রাস করিয়াছিলেন।

ফৎহোল-বারি, ১৷৩১৬, ফৎহোল-মোলহেম, ১৷৩২১ পৃষ্ঠা ;—

ছাবেত-বোনানীর রেওয়াএতে পাচ ওয়াক্ত করিয়া হ্রাস করার কথা সপ্রমাণ হইয়াছে, এই কথা বিশ্বাসযোগ্য, কাজেই যে হাদিছে দশ দশবার কিম্বা কতকাংশ করিয়া হ্রাস করার কথা আছে, উহা পাচ পাচ করিয়া দুই বারের অনুরোধে সংঘটিত হইয়াছিল।

(৬) تعارض ছহিহ বোখারির ১৷৫১ পৃষ্ঠায়—আবুজারে'র হাদিছে, উহার ১৷৪৫৬ পৃষ্ঠায় মালেক বেনে, ছায়াছায়া'র হাদিছে ও ছহিহ মোছলেমের ১৷৯১ পৃষ্ঠায় ছাবেত-বোনানীর হাদিছে আছে, ৫ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ হওয়ার পরেও হজরত মুছা (আঃ) তাঁহাকে খোদার দরবারে যাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি যান নাই।

ছহিহ বোখারির ২৷১১২১ পৃষ্ঠায় শরিকের হাদিছে আছে যে, হজরত পাচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ হওয়ার পরেও হজরত মুছা (আঃ)এর অনুরোধে খোদার দরবারে অনুরোধ করিতে গিয়াছিলেন।

ফৎহোল-বারি, ১৩৷৩৭৪৷৩৭৫ পৃষ্ঠা ;—

ইহা কেবল শরিকের হাদিছ. তাঁহা অপেক্ষা সমধিক স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের হাদিছে আছে, হজরত (ছাঃ), হজরত মুছা (আঃ)কে বলিয়াছেন, পুনরায় খোদার দরবারে যাইতে লজ্জা অনুভব করিতেছি।

দাউদী বলিয়াছেন, শরিকের এই কথা ছহিহ নহে, অন্যান্য রেওয়াএতে আছে, যখন হজরত বলিলেন, আমি খোদার দরবারে যাইতে লজ্জা বোধ করিতেছি, তখন শব্দ হইল, আমি আমার ফরজকে জারী করিয়াছি এবং আমার বান্দাগণের কষ্ট লাঘব করিয়া দিয়াছি।

দাউদী বলিয়াছেন, এই শরিকের রেওয়াএতে আছে, আল্লাহ বলিয়াছিলেন, আমার নিকট কথা পরিবর্ত্তন করা হইবে না।

ইহার পরেও হজরত মুছা (আঃ), হজরত (ছাঃ)কে আল্লাহতায়ালার দরবারে রুজু করিতে বলিয়াছিলেন। অন্যান্য বহু রেওয়াএত ইহার বিপরীত হওয়ার জন্য উহা ছহিহ হইতে পারে না এবং আল্লাহতায়ালার উক্ত কথার পরে হজরত মুছা (আঃ)এর উক্ত কথা বলা সম্ভব হইতে পারে না।

(৬) تعارض—ছহিহ বোখারির ১।৫৪৯ পৃষ্ঠায় মালেক বেনে ছায়াছায়া'র হাদিছে আছে, হজরত "ছিদরাতল মোন্তাহা"তে গিয়া চারিটী নদী দেখিয়াছিলেন, দুইটী অপ্রকাশ্য, আর দুইটী প্রকাশ্য। অপ্রকাশ্য দুইটী বেহেশতী নদী, আর প্রকাশ্য দুইটী নীল ও ফোরাত। ছহিহ মোছলেমের ১।৯৪ পৃষ্ঠায় আনাছের রেওয়াতে আছে, উক্ত চারিটী নদী ছিদরাতল মোন্তাহার মূল দেশ হইতে প্রবাহিত হইতেছে। প্রকাশ্য দুইটী নীল ও ফোরাত এবং অপ্রকাশ্য দুইটী বেহেশতী নদী।

নাবাবীর টীকা, ১।৯৭ পৃষ্ঠা ;—

মোকাতেল বলিয়াছেন, অপ্রকাশ্য নদী দুইটী ছলছবিল ও কওছর।

ছহিহ বোখারি, ২।১১২০ পৃষ্ঠা ;—

শরিকের রেওয়াএতে আছে। হজরত প্রথম আছমানে নীল ও ফোরাতের মূল দেখিয়াছিলেন। উহাতে কওছর নদী দেখিয়াছিলেন, উহার মৃত্তিকা মনোরম সুগন্ধি মৃগনাভি যুক্ত। উহার উপর মুক্তা ও নীলকান্তমনি

হইতে প্রস্তুত অট্টালিকাসমূহ ছিল।

ফৎহোল-বারী ১৩।৩৭০ পৃষ্ঠা ;—

ইহা মালেক বেনে ছায়াছায়ার হাদিছের বিপরীত, উহাতে আছে, 'ছেদরা' বৃক্ষের মূল হইতে চারিটী নদী প্রবাহিত হইতেছে, ইহার সামঞ্জস্য এইরূপ হইতে পারে যে, নীল ও ফোরাতের মূল উৎপত্তি ছেদরা'র মূল দেশ হইতে, তথা হইতে উহা প্রথম আছমানে প্রবাহিত হইয়া জমিতে নাজেল হইয়া থাকে।

এই স্থলে যে কওছরের অস্তিত্বের কথা আছে, ইহা অসম্ভব, কেননা উহা বেহেশতে আছে। বেহেশত সপ্তম আছমানে অবস্থিত।

আহমদ, আবুদাউদ ও তাবারি কওছরের বেহেশতে থাকার হাদিছ রেওয়াএত করিয়াছেন, সম্ভবতঃ তৎপরে সপ্তম আছমানে গিয়া উহা দেখিয়াছিলেন, ইহা বাদ পড়িয়াছে।

(৭) ثم دنى فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى تعارض

এই আয়তের তফছির সম্বন্ধে মতভেদ রহিয়াছে।

এমাম বয়হকি কেতাবোল-আছমা-আছছেফাতের ৩০৬—৩০৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

হজরত এবনো-মছউদ, আএশা ও আবুহোরায়রা উক্ত আয়তের ব্যাখ্যাতে একবাক্যে বলিয়াছেন যে, হজরত জিবরাইল (আঃ) নবি (ছাঃ)এর নিকট উপস্থিত হইয়া নিজ আকৃতি তাঁহাকে দেখাইয়াছিলেন। এই হাদিছগুলি ছহিহ বোখারি ও মোছলেমে আছে। কোন কোন ছনদে নবি (ছাঃ) হইতে উপরোক্ত প্রকার ব্যাখ্যা উল্লিখিত হইয়াছে। কাতাদা, হাছান বাসারি হইতে যে রেওয়াএত করিয়াছেন, তাহাও এই মতের সমর্থন করে। কেবল (ছহিহ বোখারির ২।১১২০ পৃষ্ঠায়) শরিক হজরত আনাছ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন—

دنى الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين او ادنى

"মহা পরাক্রান্ত গৌরবের প্রভু (আল্লাহ) নিকটবর্ত্তী হইলেন, তৎপরে নামিয়া আসিলেন, এমন কি তিনি হজরত (ছাঃ)এর দুই ধনুকের পরিমাণ কিম্বা তদপেক্ষা কম ব্যবধানে ছিলেন।"

এই হজরত আনাছ (রাঃ) হইতে ছাবেত, জুহরি ও কাতাদা যে রেওয়াএত করিয়াছেন, উক্ত হাদিছগুলিতে এই শব্দগুলি নাই। এই শরিক মে'রাজের হাদিছে কয়েকটী বিষয়ে তাহা অপেক্ষা সমধিক স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন বিদ্বানগণের বিপরীত কথা বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, তিনি ভ্রমবশতঃ হাদিছটী উপযুক্ত ভাবে স্মরণ রাখিতে পারেন নাই। তিনি হজরত আনাছের ব্যক্তিগত মত বলিয়া মে'রাজের ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন, উহা নবি (ছাঃ) হইতে রেওয়াএত করেন নাই কিম্বা তাঁহার কথা বলিয়া প্রকাশ করেন নাই। পক্ষান্তরে যে কথাটী তিনি একাই বর্ণনা করিয়াছেন, উহাতে তিনি তাহা অপেক্ষা অধিকতর স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন ও বয়সে প্রবীন হজরত আএশা, এবনো মছউদ ও আবু হোরায়রার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন, বিশেষতঃ হজরত আয়েশা ও এবনো মছউদ دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى ইহার অর্থ "হজরত জিবরাইল নবি (আঃ)এর নিকটবর্ত্তী হইলেন ও নামিয়া আসিয়া নিজের প্রকৃত আকৃতি তাঁহাকে দেখাইলেন" ইহা হজরত নবি (ছাঃ)এর কথা বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

এমাম খাত্তাবি বলিয়াছেন—আল্লাহতায়ালার নিকটবর্ত্তী হওয়ার কথা প্রাচীনদিগের রেওয়াএত কর্ত্তৃক ছহিহভাবে সপ্রমান হয় নাই।

আমাদের খোদা, সৃষ্ট বস্তু সমূহের গুণাবলী ও সীমাবদ্ধ প্রতিপালিত বিষয়গুলির স্বভাব সকল হইতে পবিত্র।

এমাম খাত্তাবী আরও বলিয়াছেন, শরিক এস্থলে আরও একটী কথা বেশী বর্ণনা করিয়াছেন—যাহা অন্য কোন রাবি বর্ণনা করেন নাই। তাহা এই যে, فعلا به الى الجبار و هو مكانه "জিবরাইল তাঁহাকে আল্লাহতায়ালার স্থানে লইয়া গেলেন", কিন্তু আল্লাহতায়ালার জন্য স্থান হইতে পারে না, বরং উহা নবি (ছাঃ)এর স্থান। প্রথম যেস্থানে তিনি উপস্থিত হইয়াছিলেন, সেই স্থান হইবে।

হজরতের ছিনাচাক

(বক্ষ বিদারণ)

হজরতের কত বার ছিনাচাক হইয়াছিল, এক্ষণে তাহাই বিবেচ্য বিষয়!

আল্লামা এবনে হাজার ফৎহোল-বারির ১।৩১৪ পৃষ্ঠায় ও ১৩।৩৬৯ পৃষ্ঠার লিখিয়াছেন, হজরতের চারিবার ছিনা চাক হইয়াছিল, প্রথম শৈশবাবস্থায় যখন তিনি ধাত্রী হালিমার নিকট ছিলেন। দ্বিতীয় বার তাঁহার ছিনা চাক্ হয় মে'রাজের রাত্রে। আবু দাউদ তায়ালাছি, আবু নঈম বয়হকি প্রভৃতি বর্ণনা করিয়াছেন—তাঁহার নবুয়ত প্রাপ্তির সময়ে ছিনা চাক হইয়াছিল। আবদুল্লাহ বেনে আহমদ 'জিয়াদাতোল-:মোছনাদে' লিখিয়াছেন ১০ বৎসর বয়সে তাঁহার ছিনা চাক হইয়াছিল। আল্লামা জরকানি 'মাওয়াহেবের-টীকার ৬ষ্ঠ খণ্ডের ২৩।২৪ পৃষ্ঠায় ও ১ম খণ্ডের ২২৪।২২৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, হজরতের চারিবার ছিনাচাক হইয়াছিল, প্রথম শৈশবাবস্থাতে হালিমার নিকট থাকিতে, দ্বিতীয়বার দশম বৎসর বয়সে, তৃতীয়বার নবুয়ত প্রাপ্তিকালে ও চতুর্থবার মে'রাজ গমন কালে।

প্রথম বারের প্রমাণ ছহিহ মোছলেমের ১।৯২ পৃষ্ঠা ;—

عن انس بن مالك ان رسول الله صلعم اتاه جبرئيل و هو يلعب مع الغلمان فاخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم اعاده في مكانه و جاء الغلمان يسعون الى امه يعني ظئره فقالوا ان محمدا قد قتل فاستقبلوه و هو منتقع اللون قال انس و قد كنت ارى اثر ذلك المخيط في صدره *

"আনাছ বেনে মালেক বলিয়াছেন, হজরত জেবরাইল রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর নিকট এমতাবস্থাতে আসিলেন যে, তিনি বালকদের সঙ্গে খেলা করিতেছিলেন, তিনি তাঁহাকে ধরিয়া চিৎ করিয়া শয়ন করাইলেন, তৎপরে বুক চিরিয়া ফেলিয়া তাঁহার হৃৎপিণ্ড বাহির করিয়া উহার মধ্য হইতে একখণ্ড জমাট রক্ত বাহির করিয়া ফেলিলেন, ইহাতে তিনি বলিলেন, ইহা তোমার মধ্যস্থিত শয়তানের অংশ। পরে জিবরাইল উহা সোনার তশতরিতে রাখিয়া জমজমের পানি দ্বারা

ধৌত করিলেন। তৎপরে উহার অংশগুলি একত্রিত করিয়া উহা যথাস্থানে রাখিয়া দিলেন। তখন বালকেরা ধাত্রী হালিমার নিকট দৌড়িয়া গিয়া বলিল, নিশ্চয় মোহম্মদ নিহত হইয়াছেন। অতঃপর তাহারা সকলে হজরতের নিকট আসিয়া পড়িল। তখন তাঁহার চেহারা বিবর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। আনাছ বলিয়াছেন, আমি তাঁহার বুকে সিলাইয়ের চিহ্ন দেখিতে পাইতাম।"

মে'রাজের সময়ের ছিনা চাকের প্রমাণ ;—

আবু জারে'র হাদিছ ছহিহ বোখারির ১৫০ পৃষ্ঠা, ৪৭১ পৃষ্ঠা ;—ও ছহিহ মোছলেমের, ১৯২ পৃষ্ঠা ;—

كان ابو ذر يحدث ان رسول الله قال فرج عن سقف بيتى و انا بمكة فنزل جبرئيل عليه السلام ففرج صدرى ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئى حكمة و ايمانا فافرغه فى صدرى ثم اطبقه *

(হজরত) আবুজার' বর্ণনা করিতেন যে, নিশ্চয় রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, আমার (বাস) গৃহের ছাদ ফাটিয়া গেল, তখন আমি মক্কাতে ছিলাম, তৎপরে জিবরাইল (আঃ) নাজেল হইলেন, এবং আমার ছিনা চাক করিলেন, পরে তিনি উহা জমজমের পানি দ্বারা ধৌত করিলেন, হেকমত ও ইমানে পূর্ণ একটী সোনার তশতরি আনিলেন, এবং উহা আমার ছিনাতে ঢালিয়া দিয়া উহা জোড়া লাগাইয়া দিলেন।"

মালেক বেনে ছায়াছায়া'র হাদিছ, ছহিহ বোখারি ১৪৫৫ পৃষ্ঠায় ও ১৫৪৮ পৃষ্ঠায় ও ছহিহ মোছলেমের ১৯৩ পৃষ্ঠায় ও ছোনানে-নাছায়ির ৭৬,৭৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ;—

عن مالك بن صعصعة قال قال النبى صلعم فاتيت بطست من ذهب ملآن حكمة و ايمانا فشق من النحر الى مراق البطن ثم غسل البطن بماء زمزم ثم ملي حكمة و ايمانا *

'মালেক বেনে ছায়াছায়া কর্তৃক রেওয়াএত এই যে, নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, আমার নিকট হেকমত ও ইমানে পরিপূর্ণ একটী সোনার তশতরি আনা হইল, তৎপরে আমার বুকের প্রথম ভাগ হইতে পেটের নীচে পর্য্যন্ত চাক করা হইল; তৎপরে জমজমের পানি দ্বারা পেট (হৃৎপিণ্ড ইত্যাদি) ধৌত করা হইল, পরে হেকমত ও ইমান দ্বারা পূর্ণ করা হইল।"

উক্ত কেতাবের ৫৪৮ পৃষ্ঠার রেওয়াএত ;—

اتاني آت فقد قال و سمعته يقول فشق ما بين هذه الى هذه فقلت للجارود و هو الي جنبي ما يعني به قال من ثغرة نحره الي شعرته و سمعته يقول من قصه الي شعرته فاستخرج قلبي ثم اتيت بطست من ذهب مملوءة ايمانا فغسل قلبي ثم حشي ثم اعيد *

"একজন আগন্তুক (ফেরেশতা) আসিলেন, তৎপরে এই স্থান হইতে এই স্থানের মধ্য পর্য্যন্ত ফাড়িয়া ফেলিলেন, আমি জারুদকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি আমার পার্শ্বে ছিলেন যে, হজরত ঐ স্থানের কি অর্থ গ্রহণ করেন, তিনি বলিলেন, বুকের উপরিভাগ হইতে নাভীর নিম্ন পর্য্যন্ত। তৎপরে তিনি আমার হৃৎপিণ্ড বাহির করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে আমার নিকট ইমানে পূর্ণ একখানা তশতরি নীত হইল, আমার হৃৎপিণ্ডকে ধৌত করা হইল, তৎপরে ইমানে পূর্ণ করিয়া যথাস্থানে স্থাপন করা হইল।"

আনাছ বেনে মালেকের রেওয়াএত। ছহিহ মোছলেমের ১। ৯২ পৃষ্ঠা;—

اتيت فانطلقوا بي الي زمزم فشرح عن صدري ثم غسل بماء زمزم ثم انزلت *

"আমার নিকট আগন্তুক উপস্থিত হইলেন, তৎপরে তাঁহারা আমাকে জমজমের নিকট লইয়া গেলেন, আমার ছিনাচাক করিলেন, তৎপরে জমজমের পানি দ্বারা ধৌত করিলেন, তৎপরে যেস্থানে ছিলাম, তথায় নীত হইলাম।

নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্ব্বে হজরতের ছিনাচাকের প্রমাণ ;—

আবুনইম দালাএলোন-নবুয়ত-এর ১।৬৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

হজরত আএশা (রাঃ) বলিয়াছেন, নবি (ছাঃ) মানশা করিয়াছিলেন যে, তিনি ও (হজরত) খোদায়জা একমাস হেরা গহ্বরে এতেকাফ করিবেন। উহা রমজান মাসে পড়িয়াছিল, এই এতেকাফ অবস্থায় নবি (ছাঃ) এক রাত্রে বাহির হইয়াছিলেন। তখন তিনি শ্রবণ করিলেন "আছছালামো-আলায়কা।" (হজরত বলিয়াছেন), আমি উহা জেনের আগমন ধারণা করিলাম, এবং ভীত ত্রস্তভাবে আসিয়া খোদায়জার নিকট উপস্থিত হইলাম, তিনি আমাকে বস্ত্র দ্বারা আবৃত করিয়া বলিলেন, হে আল্লাহতায়ালার বান্দা, আপনার অবস্থা

কি? হজরত বলিলেন, আমি আছছালামো আলায়কা শুনিয়া উহা জেনের আকস্মিক আবির্ভাব ধারণা করিলাম। ইহাতে তিনি বলিলেন, হে আল্লাহতায়ালার বান্দা, আপনার সুসংবাদ হউক, কেননা ছালাম কল্যাণ সূচক কথা। তৎপরে আর একবার বাহির হইলাম, হঠাৎ দেখিতে পাইলাম জিবরাইল সূর্য্যের নিকট উপস্থিত, তাহার একখানা পালক সূর্য্য উদয় স্থলে এবং অন্য পালক সূর্য্য অস্তমিত হওয়াস্থলে, ইহাতে আমি ভীত হইলাম। আমি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া ফিরিয়া আসিলাম, হঠাৎ দেখিলাম, তিনি আমার ও দ্বার দেশের মধ্যে, তখন তিনি আমার সহিত কথা বলিলেন, ইহাতে আমার ভয় দূর হইয়া গেল, আমি তাঁহার দ্বারা শান্তি লাভ করিলাম, তৎপরে তিনি আমার নিকট একটী ওয়াদা করিলেন, আমি সেই ওয়াদা অনুযায়ী নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলাম, তিনি বিলম্ব করিলেন, ইহাতে আমি প্রত্যাবর্ত্তন করার ইচ্ছা করিতেছি, এমন সময় হঠাৎ আমি তাঁহাকে ও মিকাইলকে দেখিলাম, তাঁহারা আকাশ প্রান্ত ঢাকিয়া রাখিয়াছেন, (হজরত) জিবরাইল (আঃ) নাজেল হইলেন, (হজরত) মিকাইল (আঃ) আছমান ও জমিনের মধ্যে থাকিলেন।

فاخذني جبرئيل فاستلقاني لحلاوة القفا ثم شق عن قلبي فاستخرجه ثم استخرج منه ما شاء الله ان يستخرج ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم اعاده مكانه ثم لامه ●

তৎপরে জিবরাইল আমাকে ধরিয়া গ্রীবাদেশের উপর চিৎ করিয়া শয়ন করাইলেন, তিনি আমার হৃৎপিণ্ড চিরিয়া উহা বাহির করিলেন, উহা হইতে আল্লাহ যাহা বাহির করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাহা তিনি বাহির করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে উহা স্বর্ণের তশতরিতে রাখিয়া জমজমের পানি দ্বারা ধৌত করিলেন, পরে যথাস্থানে উহা স্থাপন করিয়া জোড়া লাগাইয়া দিলেন। জরকানি মোওয়াহেবের টীকাতে (৬৩৪ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন, এই হাদিছটী আবুদাউদ তায়ালাছি, হারেছ বেনে আবি ওছামা ও বয়হকি বর্ণনা করিয়াছেন।

দশ বৎসর বয়সে বালেগ হওয়ার পূর্ব্বে হজরতের ছিনা চাক হওয়ার দলীল;—

আবু নইম "দালায়েলোন-নবুয়ত" এর ৭৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

ওবাই বেনে কা'ব বর্ণনা করিয়াছেন' আবু হোরায়রা (রাঃ) নবি (ছাঃ) কে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি বলিলেন, ইয়া রাছুলাল্লাহ, প্রথমে নবুয়তের কার্য্য

কিরূপে আরম্ভ করিয়াছিলেন ? তিনি বলিলেন, তুমি যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে, তখন বলি, আমি দশ বৎসর বয়সে ময়দানে চলিতেছিলাম, হঠাৎ আমার মস্তকের উপর দুইটী লোক দেখিতে পাইলাম, একজন অন্যকে বলিলেন, ইনি কি তিনি ? তিনি বলিলেন হাঁ। তাহারা উভয়ে আমাকে ধরিয়া চিৎ করিয়া শয়ন করাইলেন তৎপরে আমার পেট চিরিলেন, জিবরাইল সোনার তশতরিতে পানি আনিতে যাতায়াত করিতেছিলেন, মিকাইল আমার পেট ধৌত করিতেছিলেন। তখন একজন অন্যকে বলিলেন, তাঁহার ছিনা চিরিয়া ফেল। হঠাৎ আমি আমার ছিনা ফাড়িয়া ফেলা অবস্থাতে দেখিতে পাইলাম, উহাতে কোন যন্ত্রনা অনুভব করিলাম না। তৎপরে বলিলেন, তাঁহার হৃদপিণ্ড ফাড়িয়া ফেল, ইহাতে তিনি উহা ফাড়িয়া ফেলিলেন। তৎপরে একজন বলিলেন, উহা হইতে দ্বেষ হিংসা বাহির করিয়া ফেল। ইহাতে তিনি একখণ্ড জমাট রক্ত বাহির করিয়া ফেলিয়া দিলেন। তৎপরে একজন বলিলেন, তাঁহার অন্তরে সহানুভূতি ও অনুগ্রহ প্রবেশ করাইয়া দাও। তিনি রৌপ্যের তুল্য একটী বস্তু প্রবেশ করাইয়া দিলেন। তৎপরে তাঁহার সঙ্গে যে ঔষধ ছিল তাহা বাহির করিয়া উহার উপর ছড়াইয়া দিলেন।"

এইরূপ উক্ত কেতাবের ৭১।৭২ পৃষ্ঠায় উক্ত মর্ম্মের একটী হাদিছ আবুজার-গেফারি কর্ত্তৃক উল্লিখিত হইয়াছিল।

আল্লামা-জারকানি 'মাওয়াহেবে-লাদুন্নিয়া'র ৬।২৩।২৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

কাজি এয়াজ মেরাজের সময়ের হজরতের ছিনা-চাক হওয়া অস্বীকার করিয়া বলিয়াছিলেন—ছিনাচাক তাঁহার বাল্যাবস্থাতে ও নবুয়তের পূর্ব্বে হইয়াছিল। যখন তিনি তাঁহার ধাত্রী বনি-ছাদ সম্প্রদায়ভূক্ত হালিমার নিকট ছিলেন। আরও তিনি দাবি করিয়াছিলেন, শরিক্ব এক সময়ের অবস্থাকে অন্য সময়ের অবস্থার সহিত মিশ্রিত করিয়া ফেলিয়াছেন। হাফেজ এরাকি ইহার প্রতিবাদে বলিয়াছেন, কাজি এয়াজের দাবি ঠিক নহে, নিশ্চয় ছহি বোখারি ও মোছলেমে শরিকের রেওয়াএত ব্যতীত অন্যান্য রাবিদের রেওয়াএতে মে'রাজের সময় সময় ছিনাচাক সপ্রমান হইয়াছে। মোফহেমে আছে, কাজি এয়াজের অস্বীকার ভ্রূক্ষেপ করার যোগ্য নহে, কেননা ঐ সময়ের ছিনাচাকের রাবিগণ বিশ্বাস ভাজন ও প্রসিদ্ধ।

এতৎসম্বন্ধে অস্বীকার করার উপায় নাই, কেননা হাফেজ এবনো-হাজার আস্কালানি ফাৎহোল-বারিতে লিখিয়াছেন, এই সম্পর্কের রেওয়াএতগুলি মোতাওয়াতেরের দরজায় পৌঁছিয়াছে। ছহিহ বোখারি ও মোছলেমে মালেক বেনে ছায়াছায়া হইতে, ছহিহ মোছলেম ইত্যাদিতে আনাছ হইতে, ছহিহ মোছলেমে আবু জার হইতে উক্ত ছিনাচাক সপ্রমাণ হইয়াছে। এতৎসম্বন্ধে অন্যান্য রেওয়াএত সকল আছে।

হজরতের নবুয়ত প্রাপ্তির সময় ছিনাচাক সপ্রমাণ হইয়াছে, প্রত্যেক বারের ছিনাচাকের এক একটী সূক্ষ্মতত্ত্ব (হেকমত) রহিয়াছে। প্রথমবারের ছিনাচাকের হেকমত মোছলেমের হাদিছে একটী শব্দ কর্ত্তৃক উল্লিখিত হইয়াছে, যথা "ইহা শয়তানের অংশ"—অর্থাৎ এই স্থানের দ্বারা শয়তান লোকদিগকে কুমন্ত্রনা দিতে সক্ষম হইয়া থাকে, অর্থাৎ তোমার তুল্য আদম সন্তানকে শয়তান এইস্থানে থাকিয়া কুমন্ত্রনা দিয়া থাকে। ইহা হজরতের শৈশবাবস্থায় ঘটিয়াছিল। ইহাতে তিনি শয়তান প্রভৃতির চক্র হইতে পূর্ণ মা'ছুম (সুরক্ষিত) অবস্থাতে বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। উক্ত জমাটরক্ত এইহেতু সৃজিত হইয়াছিল যে, উহা মনুষ্যের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলির অন্তর্গত, কাজেই মানব প্রকৃতি পূর্ণ করার জন্য উহা সৃজিত হইয়াছিল। উহা সৃষ্টি না করা অপেক্ষা সৃষ্টি করিয়া অপসারিত করাই সমধিক খোদা প্রদত্ত মহত্ব ও গৌরবের লক্ষণ। ইহা তকিউদ্দিন ছুবকি বলিয়াছেন। অন্যান্য বিদ্বানগণ বলিয়াছেন, যদি তিনি উক্ত অংশ হইতে পবিত্র হইতেন, তবে লোকেরা হজরতের স্বরূপ অবগত হইতে পারিত না। কাজেই আল্লাহতায়ালা জিবরাইল কর্ত্তৃক উহা প্রকাশ করিয়া দিলেন, যেন লোকেরা তাঁহার আত্মীক শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে অবগত হইতে পারে, যেরূপ তাঁহার বাহ্য শ্রেষ্ঠত্ব (কামালিএত) অবগত হইতে পারিয়াছে। এই হেতু তাঁহার সঙ্গে নিয়োজিত জেন (শয়তান) মুছলমান হইয়া গিয়াছিল। বাজ্জাজ হজরত এবনো আব্বাছের ছনদে হজরতের এই হাদিছটী রেওয়াএত করিয়াছেন, হজরত বলিয়াছেন—"আমি দুইটী বিষয় দ্বারা অন্যান্য নবিগণের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছি, তন্মধ্যে একটী এই—আমার সঙ্গে নিয়োজিত শয়তানটী কাফের ছিল, তৎপরে আল্লাহ তাহার সম্বন্ধে

সহায়তা করিয়াছেন, ইহাতে সে মুছলমান হইয়া গিয়াছে।" ইহাও সম্ভব যে, শয়তানের অংশের অর্থ বাহিরের শয়তানের অছওয়াছাও হইতে পারে, যেরূপ হাদিছে আছে, একটী দৈত্য হজরতের নামাজ নষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেছিল, তখন আল্লাহ হজরতকে তাহার উপর পরাক্রান্ত করিয়াছিলেন।

দশ বৎসর বয়সে তাঁ'র যে ছিনাচাক হইয়াছিল, ইহার হেকমত এই যে, এই সময় হইতে সাধারণতঃ মানুষের মনে নব যৌবনের চাঞ্চল্য দেখা যায়। তখন মানুষ বিভ্রান্তির পথে ছুটিয়া চলে। সুতরাং আল্লাহতায়ালা এই সময় ছিনাচাক করিয়া হজরতকে পুরুষদের অসৎ স্বভাবগুলি হইতে পবিত্র করেন। নবুয়তের সময় ছিনাচাক হওয়ার হেকমত এই যে, যেন তিনি সরল অন্তরে অতি মাত্রায় পবিত্র অবস্থায় অহি গ্রহণ করিতে পারেন।

মে'রাজে গমণকালে এই হেতু ছিনাচাক করা হইয়াছিল যে, যেন তিনি উর্দ্ধ জগতে উন্নীত হইতে পারেন, উচ্চ উচ্চ গৌরব ও দরজা লাভে স্থির থাকিতে এবং আল্লাহতায়ালার দর্শন লাভ করিতে সক্ষম হন। হজরত মুছা (আঃ) এইরূপ যোগ্যতা লাভ করিতে পারেন নাই, খোদার দর্শন লাভে আকাঙ্খা করিয়াও উহা লাভ করিতে ত পারেন নাই, অধিকন্তু পাহাড়ের ন্যায় তিনি স্থির থাকিতে পারেন নাই।

শাহ আবদুল আজিজ তফছিরে আজিজির আম্‌পারার এনশেরাহ ছুরার ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, ফেরেশতাগণ চারিবার হজরতের বক্ষঃদেশকে বিদীর্ণ করিয়াছিলেন। প্রথম চারি বৎসর বয়সে—যে সময় তিনি তাঁহার দুগ্ধমাতা হজরত হালিমা বিবির নিকট ছিলেন, সেই সময় হজরত জিবরাইল (আঃ) তাঁহার বক্ষঃদেশ বিদীর্ণ করিয়া তাঁহার হৃৎপিণ্ড বাহির করিয়া ছিলেন, তৎপরে হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ করিয়া উহা হইতে এক প্রকার গাঢ় কাল রক্ত বাহির করিয়া বলিলেন, এই রক্তখণ্ডে শয়তানের কুমন্ত্রনা স্থান পাইবে না। তৎপরে উহা ধৌত করিয়া পরিষ্কার করতঃ পুনরায় বক্ষঃদেশে স্থাপন করিলেন। এই বক্ষ বিদীর্ণ হইয়ার উদ্দেশ্য এই যে, বালকের হৃদয়ে স্বভাবতঃ বালকসুলভ ক্রীড়া কৌতুকের বাসনা উদিত হয়, তাহা হইতে হজরত নিষ্কৃতি পাইবেন।

দ্বিতীয়, দশ বৎসর বয়সে তাঁহার বক্ষঃদেশ বিদীর্ণ করা হয়। উদ্দেশ্য এই যে, তাঁহার হৃদয় যেন দয়া ও অনুগ্রহে পরিপূর্ণ হয় এবং কাম, ক্রোধ, দ্বেষ হিংসা স্বার্থপরতা ইত্যাদি যৌবনের কুপ্রবৃত্তি হইতে পবিত্র থাকে।

তৃতীয়, ওহির (প্রত্যাদেশের) জ্যোতিঃ আকর্ষণ করিতে সক্ষম হওয়ার জন্য নবুয়ত লাভের সময় তাঁহার বক্ষঃ বিদীর্ণ করা হইয়াছিল।

চতুর্থ – আকাশ, বেহেশত, আরশ ভ্রমণ ও আত্মীক জ্যোতিঃ দর্শনে সক্ষম হওয়ার জন্য মে'রাজের রাত্রে তাহার বক্ষঃ বিদীর্ণ করা হয়।

আরও জরকানি, ৬২৪।২৫ পৃষ্ঠা ;—

কাহারও উদর চিরিয়া হৃৎপিণ্ড বাহির করিলে, তৎক্ষণাৎ মরিয়া যাওয়া স্বভাবের ও প্রকৃতির নিয়ম, আল্লাহতায়ালার এই নিয়ম হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) এর বেলায় পরিবর্ত্তন করিয়া দিলেন। যেরূপ হজরত এবরাহিম (আঃ) অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলে, খোদাতায়ালা অগ্নির স্বভাব দাহন শক্তিকে পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছিলেন, এই স্বভাব ও প্রকৃতির নিয়মের বিপরীত কার্য্যকে خرق عادت বলা হয়। ইহা অলিগণের জন্য কারামত ও নবিগণের জন্য মো'জেজা বলা হইয়া থাকে। এই সমস্ত আল্লাহতায়ালার অসীম ক্ষমতার অধীন, সুতরাং ইহা আদৌ অসম্ভব নহে। কাজেই এই সমস্তের 'হাকিকি' (প্রকৃত) অর্থ গ্রহণ করিয়া মানিয়া লওয়া ও উহার বিপরীত কূট অর্থ গ্রহণ না করা ওয়াজেব। এইরূপ কোরতবি, তিবি, তুরপুস্তি, হাফেজ এবনো-হাজার ও ছিউতি প্রভৃতি বর্ণনা করিয়াছেন। ছহিহ হাদিছ এই মতের সমর্থন করে। তাঁহারা হজরতের বুকে সিলাইয়ের চিহ্ন দেখিতেন।

ছিউতি বলিয়াছেন, কতিপয় জাহেল সমসাময়িক উহা অস্বীকার করিয়া থাকে। উহার রূপক অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকে এবং উহার সমর্থনকারিকে প্রকৃতির বিপরীতাচরণ-কারী বলিয়া থাকে, ইহা বিশুদ্ধ নির্ব্বুদ্ধিতা ও কদর্য্য ভ্রান্তি, আল্লাহতায়ালা তাহাদিগকে সহায়তা হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। ফিলোসোফি (দর্শন বিজ্ঞান) শাস্ত্রের আলোচনার কুফলে ও হাদিছের সূক্ষ্মতত্ব হইতে দূরে থাকা হেতু এইরূপ ঘটিয়াছে।

কৎহোল-বারী, ৭।১৪২ পৃষ্ঠা ;—

ويحتمل ان تكون الحكمة في انفراج سقف بيته الاشارة الى
ما سيقع من شق صدره و انه سيلتئم بغير معالجة يتضرر بها الخ ٭

"ইহাও সম্ভব যে, তাঁহার (বাস) গৃহের ছাদ ফাটিয়া যাওয়ার হেকমত এই যে, ইহাতে ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, অচিরে তাঁহার ছিনাচাক করা হইবে এবং উহা বিনা যন্ত্রণাদায়ক চিকিৎসাতে সত্বর জোড়া লাগিয়া যাইবে।

ছিনাচাক, হৃৎপিণ্ড বাহির করা ইত্যাদি যে সমস্ত স্বভাবের বিপরীত ব্যাপার গুলি হাদিছে আসিয়াছে, তৎসমস্তের অন্য 'মাজাজি' (অপ্রকৃত) অর্থ লইবার চেষ্টা না করিয়া উহা মানিয়া লওয়া ওয়াজেব, কেননা তৎসমস্ত আল্লাহতায়ালার ক্ষমতাধীন, উহার কোনটীও অসম্ভব নহে।

এবনো-কাইয়েম 'জাদোল-মায়াদ'এর ১৩০৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

لما كان رسول الله صلعم في مقام خرق العوائد حتى شق بطنه وهو حي لا يتألم بذلك *

"যেহেতু রাছুলুল্লাহ (দাঃ) স্বভাবগুলির বিপরীত কার্য্য করার স্থানে ছিলেন, এই হেতু তাঁহার পেট চিরিয়া ফেলা হইয়াছিল, অথচ তিনি জীবিত ছিলেন এবং কোন প্রকার যন্ত্রনা অনুভব করেন নাই।"

উল্লিখিত ছহিহ বোখারি ও মোছলেমের হাদিছে আছে; মে'রাজের রাত্রে যখন ফেরেশতাগণ তাঁহার নিকট আগমণ করিয়াছিলেন, তখন হজরতের বাসগৃহের (অর্থাৎ উম্মে-হানির গৃহের) ছাদ ফাটীয়া গিয়াছিল, এবং উহা তৎক্ষণাৎ জোড়া লাগিয়া গিয়াছিল।

এইরূপ মেশকাতের ৫৩১ পৃষ্ঠার সহিহ বোখারির একটী হাদিছে আছে;—হজরত নবি (ছাঃ) একদল লোককে আবু রাফের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন, রাত্রিযোগে আবদুল্লাহ বেনে ওতাএক তাহার গৃহে প্রবেশ করে, এবং শায়িত অবস্থায় তাহাকে হত্যা করিয়া সিড়ির নিকট উপস্থিত হইলে, তাহার চরণ লক্ষ্যস্থল ভ্রষ্ট হওয়ায় সে ভূ পতিত হইল, ইহাতে তাহার পায়ের নলা ভাঙ্গিয়া গেল। তখন সে হজরতের নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি বলিলেন, তুমি তোমার পা লম্বা করিয়া দাও। সে পা লম্বা করিয়া দিলে, হজরত উহা স্পর্শ করিলেন অমনি তাহার পা সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া গেল, যেন কখন উহা অসুস্থ ছিল না।

আরও মেশকাতের ৫৩৩ পৃষ্ঠার ছহিহ বোখারির একটী হাদিছে আছে, ছালামা বেনে আকওয়াব খয়বরের যুদ্ধে পায়ের নলাতে এইরূপ ভীষণ আঘাত

পাইয়াছিল যে, লোকেরা ধারণা করিয়াছিল যে, তিনি মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছেন। হজরতের নিকট উপস্থিত হইলে, হজরত ক্ষত স্থানে তিনবার ফুক দিলেন, ইহাতে উহা তৎক্ষণাৎ সুস্থ হইয়া গেল।"

মো'জেজা বিশ্বাসী মুছলমানগণ নিশ্চয় ইহা বিশ্বাস করিবেন যে, হজরত জিবরাইল হজরতের ছিনা চাক করার পরেই উহা তৎক্ষণাৎ সুস্থ হইয়া গিয়াছিল, যেরূপ উল্লিখিত দুইটী ব্যাপারে ঘটিয়াছিল।

জরকানি, ৬।২৩ পৃষ্ঠা ; -

"এই ছিনা চাকের সময় হজরতের কোন প্রকার যন্ত্রনা বোধ হইয়াছিল কিনা? হাফেজ এবনো হাজার বলেন, তাঁহার কোন যন্ত্রনাবোধ হয় নাই। এবনোল জওজিও এই মত সমর্থন করিয়াছেন।

এক্ষণে ইহাই আলোচ্য বিষয় যে, তস্তরিতে "ইমান ও হেকমতে পূর্ণ" থাকার অর্থ কি?

জরকানি, ৬।২৮—৩৩ পৃষ্ঠা ;—

"তস্তরিতে এরূপ বস্তু স্থাপন করা হইয়াছিল যে, তদ্দ্বারা পূর্ণ ইমান ও হেকমত লাভ হইত, এইহেতু 'মাজাজি' ভাবে উহাকে হেকমত ও ইমান বলা হইয়াছে। ছোহায়লি বলিয়াছেন, ইমান ও হেকমতের ন্যায় সূক্ষ্ম পদার্থ কিরূপে সোনার তস্তরির মধ্যে রাখা সম্ভব? উহাত কোন জেছম (আকৃতি ধারি বস্তু) নহে যে, তস্তরিতে স্থাপন করা হইবে এবং উহা হইতে হজরতের অন্তরে ঢালিয়া দেওয়া হইবে?

ইহার উত্তর এই যে, তস্তরিতে রক্ষিত বস্তুকে হেকমত ও ইমান বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে, যেরূপ হজরত ওমারকে যে দুধের অবশিষ্টাংশ পান করিতে দেওয়া হইয়াছিল, হজরত (ছাঃ) উহার তা'বির এলম বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। এইরূপ নবি (ছাঃ) এর অন্তরে যাহা কিছু ঢালিয়া দেওয়া হইয়াছিল, উহার তা'বির ইমান ও হেকমত বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে।

শৈশবাবস্থাতে ছিনা চাক হওয়া কালে হজরত তস্তরিতে তুষার ও বরফ দেখিতে পাইয়াছিলেন, নবি হওয়ার পরে তস্তরি নিহিত পানি হেকমত ও ইমান বলিয়া তা'বির করিয়াছিলেন।

উহার 'হাকিকি' অর্থ গ্রহণ করা এবং উক্ত রুহানি (আত্মীক) বিষয়গুলি আকৃতিধারী হওয়া সম্ভব, যেরূপ ছুরা বাক্বারা মেঘ আকৃতিতে মৃত্যু মেষের আকৃতিতে ও আমলগুলি বিভিন্ন আকৃতিতে কেয়ামতের দিবসে প্রকাশিত হইবে।

তাছাওয়ফ ও তরিকত পন্থিগণ নিজেদের 'কলব' (হৃৎপিণ্ড) ও সমশ্রেণী-দিগের কলব, নিজেদের ও সমশ্রেণিগণের ইমানকে অন্তর চক্ষে দেখিয়া থাকেন, তাঁহাদের কেহ কেহ ইমানকে প্রজ্জলিত প্রদীপের তুল্য, কেহ কেহ প্রজ্জলিত মোমবাত্তির তুল্য এবং কেহ কেহ প্রজ্জলিত ফানুছের তুল্য দেখিয়া থাকেন। এইরূপ তফরিতে নিহিত ইমান ও হেকমতের কথা বুঝিতে হইবে।

এস্থলে আর একটী প্রশ্ন হয়, হজরতের অন্তরে ইমান ও হেকমত পূর্ব্ব হইতে ছিল, পুনরায় উহা দ্বারা পূর্ণ করার অর্থ কি? ইহার উত্তর এই যে, ইহাতে ইমান শক্তিশালী হইয়াছিল। উদর ও হৃৎপিণ্ড চিরিয়া ফেলা দেখাতে মারাত্মক ঘটনা গুলিতে নির্ভীক হওয়া ফলোদয় হইল, ইহাতে আল্লাহতায়ালার উক্ত অন্তরের ইমানের শক্তি অধিক হইতে অধিকতর হইয়াছিল এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ভয় দূরীভূত হইয়া গিয়াছিল, এই হেতু তিনি সবচেয়ে বড় বীর স্থির প্রতিজ্ঞ এবং কার্য্য ও কথাতে অবিচলিত ছিলেন। আর যখন তিনি ছেদরাতোল মোন্তাহাতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন হজরত জিবরাইল (আঃ) বলিয়াছিলেন, আমি স্থান অতিক্রম করিতে পারিব না, এখন আপনি আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহে স্থাপিত হইলেন। হজরত স্থিরতা ও অন্তরের শক্তিতে উর্দ্ধ জগত ভ্রমন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। জমজমের পানিতে তাঁহার অন্তর ধৌত করার কারণ এই যে, ইহাতে অন্তর শক্তিশালী হয় এবং অন্তরের ত্রাস দূরীভূত হয়।

হাফেজ জাএন এরাকি বলিয়াছেন, মে'রাজের রাত্রে তাঁহার অন্তর ধৌত করার হেকমত এই যে তিনি আলমে-মালাকুত দর্শন করিতে সক্ষম হইবেন। কোন রেওয়াএতে ছিনা ধৌত করার কথা আছে, অন্য রেওয়াএতে হৃৎপিণ্ড ধৌত করার কথা আছে, উভয়টী ধৌত করা হইয়াছিল, ইহাতে সন্দেহ নাই যে, হজরতের অন্তর পবিত্র, পবিত্রীকৃত ও ইমান ও হেকমত ইত্যাদি সমস্ত প্রকার কল্যাণের আধার ছিল, আর শৈশবাবস্থাতে উহা ধৌত করা হইয়াছিল এবং উহাতে শয়তানের কুমন্ত্রনা স্থল জমাট রক্তটী বাহির করিয়া ফেলা

হইয়াছিল, উহা সম্মান বৃদ্ধির জন্য ও আলমে-মালাকুতের অবস্থা পরিদর্শনে ক্ষমতা সঞ্চয় করার জন্য; ইহা উদ্দেশ্য নহে যে, উহা হইতে কোন অপবিত্র বস্তু বাহির করিতে হইবে, কেননা তাঁহার স্বভাব পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল, যে জমাট রক্ত বাহির করা হইয়াছিল, উহা বাহির না করা হইলেও ইহার মধ্যে শয়তানের আধিপত্য বিস্তার করার কোন শক্তি ছিল না, উহা বাহির করিয়া আদম সন্তান দিগের মধ্যে তাঁহার গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করার সমধিক চেষ্টা করা হইয়াছিল। অনেক স্থলে এইরূপ হেকমত প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, যথা— শরীর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিলেও ওজু করার আদেশ দেওয়া হইয়াছে, যদিও তাহার বাহ্য শরীরে কোন নাপাকি না থাকে, এই ওজু কেবল আল্লাহ-তায়ালার দরবারে দণ্ডায়মান হওয়ার ও তাঁহার দরবারে মোনাজাত করার সম্মান ও তা'জিমের জন্য এই নিয়ম পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এইরূপ হজরতের উদর (হৃৎপিণ্ড ও বক্ষঃ) ধৌত করা উহার অযোগ্যতার জন্য নহে, বরং আল্লাহতায়ালার দরবারে মোনাজাত করার উদ্দেশ্যে।

খাঁসাহেব মোস্তফা চরিত্রের ১৯৭ পৃষ্ঠায় লিখিতেছেন ;—

"হজরতের শৈশবকালের ঘটনা বর্ণনা কালে, তাহার বক্ষ-বিদারণ বা 'শক্কোচ্ছাদর' সংক্রান্ত ব্যাপারটী উপলক্ষ করিয়া খ্রীষ্টান লেখকগণ হজরতের চরিত্রের উপর নানাপ্রকার অপ্রীতিকর দোষের আরোপ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে আজিকালিকার নব্যশিক্ষিত মুছলমান যুবকগণ এই সকল ঘটনার কথা শ্রবণ করিয়া স্বধর্ম্মের প্রতি অবশ্য অজ্ঞতা বশতঃ অনাস্থা প্রকাশ করিয়া থাকেন।"

আমাদের উত্তর ;—

খাঁ সাহেব খ্রীষ্টান্ দিগের ও নব শিক্ষিতদের আক্রমনের জন্য শেষ মন্তব্য প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, এই ছিনা চাক গল্পটী অমূলক, খাঁ সাহেব যদি বীর পুরুষ হইতেন, তবে' বিরুদ্ধদলকে পরাস্ত করিয়া মাটিতে আছাড় দিয়া ফেলিয়া দিতেন, তাহাদের আক্রমনে খাঁ সাহেব নিজেই ডিগবাজী খাইলেন, ইহাকে বীরত্ব বলে না কাপুরুষতা, তাহাই আমাদের জিজ্ঞাস্য।

খ্রীষ্টানগণ ত আমাদের হজরতকে নবী বলিয়া ও কোরআনকে খোদার কালাম বলিয়া ও দীন ইছলামকে সত্য ধর্ম্ম বলিয়া মানে না! এখন খাঁ

সাহেব তাহাদের মতে মত দিবেন কি? খ্রীষ্টান দিগের বাইবেলে কত অলৌকিক ব্যাপারের কথা আছে, নাস্তিকগণ তৎসমস্ত অস্বীকার করিয়া থাকে, এক্ষেত্রে কি খ্রীষ্টানেরা তৎসমস্ত অস্বীকার করিয়া বসিবেন?

হজরতের শৈশবাবস্থায় যে ছিনা চাকের কথা আছে, উহাতে আছে, শয়তানের মন্ত্রনাস্থল জমাট রক্ত বাহির করিয়া দেওয়া হইল, ইহাতে তাহারা কি হজরতের গোনাহগার হওয়া বুঝিলেন?

চারিবৎসরের শিশু নিষ্পাপ হইয়া থাকে, আর সেই সময়ে হইতে যখন পাপের আধারটী নির্ম্মূল করিয়া দেওয়া হইল, তখন কিরূপে হজরতের শানে পাপী হওয়া সাব্যস্ত হইল।

খৃষ্টানদের মার্ক পুস্তকের ১ অধ্যায় ৪-৫ পদে আছে, ৪ যোহন উপস্থিত হইলেন ও প্রান্তরে অবগাহন করাইতে লাগিলেন এবং পাপ মোচনের জন্য মনঃ পরিবর্ত্তনের অবগাহন প্রচার করিতে লাগিলেন। ৫। তাহাতে সমস্ত যিহুদিয়া দেশ ও যিরূশালেম-নিবাসী সকলে বাহির হইয়া তাঁহার নিকট যাইতে লাগিল, আর আপন আপন পাপ স্বীকার করিয়া যর্দ্দন নদীতে তাঁহা দ্বারা অবগাহিত হইতে লাগিল।

আরও ৯ পদ, সেই সময়ে যীশু গালীলের নাসরৎ হইতে আসিয়া যোহনের দ্বারা যর্দ্দনে অবগাহিত হইলেন। খ্রীষ্টানদিগের নিজেদের পুস্তকে ইহা লিখিত আছে, ইহা সত্বেও যীশুখ্রীষ্ট নিষ্পাপ হইলে, হজরতের হৃৎপিণ্ড ধৌত করায় তাঁহার নিষ্পাপ হওয়ার বিঘ্ন হইবে কেন?

মথি, ৪ অধ্যায়, ১ পদ; তখন যীশু দিয়াবল (শয়তান) দ্বারা পরীক্ষিত হইবার জন্য আত্মাদ্বারা প্রান্তরে নীত হইলেন।

১১ পদ; তখন দিয়াবল তাঁহাকে ছাড়িয়া গেল। লুক, ৪।১৩ পদ, সমস্ত পরীক্ষা সমাপন করিয়া দিয়াবল কিয়ৎকালের জন্য তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া গেল। যদি শয়তান ৪০ দিবস যীশুর শরীরে থাকিয়া পরীক্ষা করিলেও, আর কিছু কালের জন্য চলিয়া গিয়া পুনরায় তাঁহার নিকট আসিলেও যীশুর নিষ্পাপ হওয়ার বিঘ্ন উপস্থিত না হয়, তবে ৭ বৎসর বয়সে হজরতের অন্তর্গত যে শয়তানের কুমন্ত্রনার স্থল জমাট রক্ত ছিল তাহা বাহির করিয়া দেওয়াতে তাঁহার নিষ্পাপ হওয়ার বিঘ্ন হইবে কিরূপে? মার্ক, ১।৯।১০ পদ;—

"৯ যীশু গালীলের নাসরৎ হইতে আসিয়া যোহনের দ্বারা যর্দ্দনে অবগাহিত হইলেন। ১০ আর তখনই জলের মধ্য হইতে উঠিবার সময়ে দেখিলেন, আকাশ দুই ভাগ হইল।"

প্রাচীন দার্শনিকগণ আকাশ ফাটিয়া যাওয়া ও জোড়া লাগা অসম্ভব ধারণা করেন, যদি বাইবেলের মতে যীশুর অবগাহন শেষ করা কালে আকাশ ফাটিয়া গিয়া থাকে, তৎপরে জোড়া লাগিয়া থাকে; তবে হজরতের বক্ষঃ চিরিয়া ফেলা ও পরক্ষণেই জোড়া লাগান যে সম্ভব ব্যাপার, ইহাতে সন্দেহ করিবার কি আছে?

মার্ক, ১০ অধ্যায়, ১৭।১৮ পদ ;—

"১৭ এমন সময়ে একজন দৌড়িয়া আসিয়া তাঁহার সম্মুখে জানু পাতিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে সদ্‌গুরু! অনন্ত জীবনের অধিকারী হইবার জন্য আমি কি করিব? ১৮ যীশু কহিলেন, আমাকে সৎ কেন বলিতেছ? একজন ব্যতিরেকে সৎ আর কেহ নাই, তিনি ঈশ্বর।"

যীশুর নিজে অসৎ স্বীকার করাতেও যদি তাঁহার নিষ্পাপ হওয়ার বিঘ্ন না হয়, তবে হজরতের ছিনা চাকে তাহার নিষ্পাপ হওয়া কেন স্বীকার্য্য হইবে না?

এখন বর্ত্তমান নব্য শিক্ষিত যুবকগণের রীতিনীতি এবং চাল-চলন সম্পর্কে আলোচনা করা যাউক, তাহারা ত বলেন, নামাজ, রোজা, হজ্জ ও জাকাত ইত্যাদি শরিয়তের যাবতীয় কর্ম্মগুলি বৃদ্ধদিগের কার্য্য, বেহেশত, দোজখ কিছুই নহে, কোরআন সেকালের জন্য ছিল, একালের জন্য নহে, গান বাদ্য, আমোদ; প্রমোদ, সুরা, বেশ্যা, থিয়েটার-বায়স্কোপ, অর্দ্ধনগ্ন ছবি পরস্ত্রীদের সঙ্গে ইডেন গার্ডেনে বায়ু সেবন সবই জায়েজ। খাঁ সাহেব যখন যে দিকে পানি পড়ে, সেই দিকে ছত্র ধরিতে শিখিয়াছেন, তখন উপরোক্ত বিষয় গুলিতে তাহাদের মতে মত দেন না কেন?

ছিনা চাকের নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিতে পারিলে, কোন বিবেক সম্পন্ন ইমানদার যুবক উহা অস্বীকার করিবে না এবং ইছলামের উপর তাহাদের আস্থা নষ্ট

হইবে না। এইরূপ কোন মুছলমান যুবক বলিয়াছেন, বা প্রকাশ করিয়াছেন, বলিয়া আমার ধারণা হয় না, একমাত্র সেইরূপ যুবক খাঁ সাহেব হইবেন, তিনি আরবি শিক্ষায় অজ্ঞ যুবকদিগকে এইরূপ বাতীল মত পোষণ করিতে শিক্ষা দিতেছেন।

আবু দাউদের হাদিছে আছে।

ما ترك رسول الله صلعم من قائد فتنة الى ان تنقضى الدنيا يبلغ من معه ثلثمائة فصاعدا الا قد سماه لنا باسمه و اسم ابيه و اسم قبيلته •

মূল মর্ম্ম, হজরত বলিয়াছেন, দুনইয়া শেষ হওয়া পর্য্যন্ত তিন শতের অধিক লোক প্রকাশিত হইবে, তাহারা লোকদিগকে বেদয়াত মতের দিকে আহ্বান করিয়া ভ্রান্ত করিবে, হজরত তাহাদের নাম, তাহাদের পিতার নাম ও তাহাদের সম্প্রদায়ের নাম প্রকাশ করিয়াছিলেন।—মেশকাত, ৪৬৩ পৃষ্ঠা।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, খাঁ সাহেব সারা জীবন যেরূপ আছমানকে জমি ও জমিকে আছমান বলিয়া প্রকাশ করিয়া লক্ষ লক্ষ লোককে গোমরাহ করিতেছেন, তখন হজরত তিন শতের মধ্যে খাঁ সাহেবের নামও সম্ভবতঃ করিয়াছিলেন।

খাঁ সাহেবের উক্তি ;—

"উল্লেখযোগ্য ও বিশ্বস্ত হাদিছ গ্রন্থে এই ঘটনা সম্বন্ধে যতগুলি বিবরণ পাওয়া যায় তাহার মধ্যে মোছলেমের এই বিবরণটীতে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, এই ব্যাপার ধাত্রী হালিমার তত্ত্বাবধানে অবস্থান কালে সংঘটিত হইয়াছিল, অথচ এই আনাছ কর্ত্তৃক মে'রাজের যে সকল বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে এবং বোখারি ও মোছলেমে তৎসংক্রান্ত তাঁহার যে সকল হাদিছ বর্ণিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, এই ঘটনা মে'রাজ রজনীতে সংঘটিত হইয়াছিল। বোখারি ও মোছলেমে এই আনাছ হইতে বর্ণিত একটী হাদিছে ইহাও জানা যাইতেছে যে, হজরত মক্কায় কাবা গৃহে নিদ্রিত ছিলেন। এই অবস্থায় এই ঘটনা সম্বন্ধে তিনি স্বপ্ন দেখেন, পরে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়; সুতরাং এই রেওয়াএতগুলিকে প্রমাণ স্বরূপে গ্রহণ করিতে হইলে, স্বীকার করিতে হইবে যে, হজরতের বক্ষঃ বিদারণের ঘটনা মে'রাজের রাত্রে মক্কা

নগরে সংঘটিত হইয়াছিল। ঐসব বিবরণের প্রধান রাবি আনাছের বর্ণনা মতে ইহাও সপ্রমাণ হইতেছে যে, ইহা তাঁহার নিদ্রাবস্থার ঘটনা বা স্বপ্ন মাত্র। তাহা হইলে বিবি হালিমার গৃহে অবস্থানকালে জাগ্রত অবস্থায় হজরতের বক্ষঃ বিদারণ ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া যে অভিমত পোষণ করা হইয়া থাকে, তাহা একেবারে মাঠে মারা যাইবে।"

আমাদের উত্তর ;—

আমি ইতি পূর্ব্বে সপ্রমাণ করিয়াছি যে, চারিবার হজরতের ছিনা চাক হইয়াছিল, এই সমস্তের বিভিন্ন নিগূঢ় তত্ত্বের কথা ইতিপূর্ব্বে লিপিবদ্ধ করিয়াছি, এক্ষণে খাঁ সাহেব যে বলিতেছেন, মে'রাজের রাত্রের ছিনাচাক স্বপ্ন মাত্র, এই বাতীল কথা ক্ষণকালের জন্য সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও অন্য তিনবারের ছিনাচাক স্বপ্ন হইবে কিরূপে? আর ইহাতে তাঁহার বিবি হালিমার গৃহে থাকা কালীন শৈশবাবস্থার ছিনাচাক মাঠে মারা যাইবে কেন? নিজেই যখন খাঁ সাহেব লিখিয়াছেন যে, বিশ্বস্ত হাদিছ গ্রন্থ ছহিহ মোছলেমে তাঁহার শৈশব কালীন ছিনাচাকের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তখন উহা বাতীল কথা হইবে কিরূপে?

এমাম এবনো-হাজার আস্কালানির ফৎহোল বারির ৭ম খণ্ডের ১৪২ পৃষ্ঠায় ও আবু নইমের দালাএলোন্নবুয়তের ১।১৪৯ পৃষ্ঠায়, জরকানির 'মাওয়াহোবয় টীকার ১।১৪৯ পৃষ্ঠায়, কোস্তোনালীর 'মাওয়াহেবে-লাদুন্নিয়া'র ১।২৯ পৃষ্ঠায়, এমামজালালুদ্দিন ছিউতির "খাছায়েছে-কোবরা'র ১।৫৫।৫৬ পৃষ্ঠায়, মাওলানা আবদুর রহমান জামির 'শাওয়া হেদন্নবুয়ত'এর ২৭ পৃষ্ঠায়, হালাবীর 'ছিরাতে হালাবীর ১।১০৩ পৃষ্ঠায়, সৈয়দ মোহম্মদ দেহলামের 'ছিরাতে-দেহলামের ১।৫৭ পৃষ্ঠায়, শেখ হোছাএন বিকরির তারিখোল-খামিছ'এর ১।২৫৫ পৃষ্ঠায়, এবনো-ছা'দের 'তাবাকাতে-এবনে-ছা'দ'এর ১।৭০ পৃষ্ঠায়, জাদোল-মায়াদের হাশিয়াতে মুদ্রিত ছিরাতে বেনে হেশামের ১।৯০ পৃষ্ঠায়, জাদোল-মায়াদের ১।১৯ পৃষ্ঠায়, মাদারেজোন্নবুয়তের ১।১৫৯ পৃঠায়, রওজাতোছ-ছাফাতের ২।২৭ পৃষ্ঠায় ও তারিখে-তাবাবির ২।১২৭-১৩০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, যখন হজরত শৈশবাস্থাতে বিবি হালিমার নিকট ছিলেন, তখন দিবসে চৈতন্যাবস্থাতে তাঁহার একবার ছিনাচাক হইয়াছিল, আর খাঁ সাহেব আবল তাবল কিছু

বলিয়া এই সত্য ঘটনাটী মাঠে মারিয়া ফেলিতে চাহিতেছেন, এখন আমার বোধ হইতেছে, খাঁ সাহেবের লিখিত মোস্তফা চরিত খানা এইরূপ অবাস্তব কথাতে পরিপূর্ণ রহিয়াছে।

এস্থলে আমরা এবনো-জরির তাবারির রেওয়াএতের মর্ম্ম উদ্ধৃত করিতেছি ;—

(১) হালিমা বিবি বলিয়াছেন, খোদার শপথ, হজরতকে মক্কা হইতে ফিরাইয়া আনিবার কয়েক মাস পরে একদিন তিনি তাঁহার (দুধ) ভ্রাতার সঙ্গে আমাদের গৃহের পশ্চাতে আমাদের ছাগী শাবকগুলির মধ্যে ছিলেন, হঠাৎ তাঁহার (দুধ) ভ্রাতা দৌড়িতে দৌড়িতে আসিয়া আমাকে ও তাহার পিতাকে বলিল, আমার কোরায়শী ভাইর নিকট শুভ্র বস্ত্র পরিহিত দুইটী লোক আসিয়া তাঁহাকে চিৎ করিয়া শয়ন করাইয়া তাঁহার পেট ফাড়িয়া ফেলিলেন, তাঁহারা হজরতের পেটের মধ্যে হাত প্রবেশ করাইয়া দিলেন। তখন আমি ও তাহার (দুধ) পিতা ধাবমান অবস্থায় বাহির হইয়া তাঁহাকে ধূলি মিশ্রিত চেহারায় দণ্ডায়মান দেখিতে পাইলাম।............

(২) শাদ্দাদ বেনে-আওছ বলিয়াছেন, আমরা নবি (ছাঃ)এর নিকট বসিয়া ছিলাম, হঠাৎ বনু-আমের বংশের একজন নেতৃস্থানীয় অতিবৃদ্ধ লোক যষ্টির উপর ভর করিয়া হজরতের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন, আপনি নাকি এবরাহিম, মুছা ও ইছার তুল্য নবি হওয়ার দাবি করিয়াছেন, আপনি বড় কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন, বনি ইছরাইলগণের দুই শাখা হইতে নবি ও খলিফাগণ হইয়া আসিয়াছেন, আপনি'ত পৌত্তলিক বংশের লোক, আপনি প্রকৃত ঘটনা সূচনা হইতে বলুন। হজরত বলিলেন, আমি এবরাহিম (আঃ)এর দোয়া, আমার ভাই ইছা (আঃ)এর সুসংবাদ, তৎপরে হালিমার গৃহে দুধ পানের ও ফেরেশতাগণ তাঁহার ছিনাচাক করার কথা বিস্তৃত ভাবে বলিলেন।

(৩) একদল ছাহাবা হজরতকে বলিলেন, আপনি নিজের অবস্থা বলুন, ইহাতে তিনি বলিলেন, আমি আমার পিতা এবরাহিমের দোয়া, ঈছা (আঃ)এর সুসংবাদ, তৎপরে ছিনাচাকের কথা বিস্তৃত ভাবে প্রকাশ করিলেন।"

আরও এবনো-জরির তাবারি 'তারিখে,র ২।২০৯ পৃষ্ঠায়। বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পূর্ব্বে তাঁহার চিনাচাক হওয়ার কথা এবং উহার ২১০ পৃষ্ঠায় মে'রাজের সময় ছিনাচাক হওয়ার কথা প্রকাশ করিয়াছেন।

তাবাকাতে এবনে-ছা'দের ১।৭০ পৃষ্ঠা ;—

তিনি তাঁহার ভাই ভগ্নিদের সঙ্গে মহাল্লার নিকটে বক্‌রি শাবকগুলির মধ্যে ছিলেন, হঠাৎ তথায় দুই জন ফেরেশতা আসিয়া তাঁহার পেট ফাড়িয়া এক খানা কাল জমাট রক্ত বাহির করিয়া ফেলিয়া দিলেন এবং এক খানা সোনার তশতরিতে রাখিয়া উহা বরফের পানি দ্বারা ধৌত করিলেন।

ছিরাতে-এবনো হেশামে অবিকল ঐরূপ রেওয়াএত আছে।

ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হইল যে, মুছলমানদিগের হাদিছ ও ইতিহাস এক-বাক্যে হজরতের শৈশব কালীন ছিনাচাক স্বীকার করিতেছে। খাঁ সাহেব এইরূপ অকাট্য সত্য ঘটনাকে অসত্যে পরিণত করার বৃথা প্রয়াস পাইয়াছেন। খাঁ সাহেবের ইহা জানিয়া রাখা উচিত, এখনও অনেক ছেন্দাদেল আলেম ভূপৃষ্ঠে আছেন, যাঁহারা তাঁহার এইরূপ ধাপ্পাবাজি ধরাইয়া দিতে পারেন।

তৎপরে খাঁ সাহেব দাবি করিয়াছেন যে, মে'রাজের সময় তাঁহার যে ছিনাচাক হইয়াছিল, ইহা স্বপ্নের ব্যাপার, খাঁ সাহেবের ইহাও বাতীল দাবি।

ছহিহ বোখারির কয়েক স্থলে মে'রাজের হাদিছ বর্ণিত হইয়াছে, উহার ১।৫০ পৃষ্ঠায় হজরত আবু-জারের হাদিছে আছে ;—

كان ابو ذر يحدث ان رسول الله صلعم قال فرج عن سقف بيتى
و انا بمكة فنزل جبرئيل عليه السلام ففرج صدرى ثم غسله بماء
زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة و ايمانا فافرغه فى صدرى
ثم اطبقه ◎

"আবু-জার বর্ণনা করিতেন, নিশ্চয় রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, আমার (বাস) গৃহের ছাদ এমতাবস্থায় ফাটিয়া গেল যে, আমি মক্কাতে ছিলাম, তৎপরে জিবরাইল (আঃ) নাজেল হইলেন, তখন তিনি আমার ছিনাচাক করিলেন, তৎপরে উহা জমজমের পানি দ্বারা ধৌত করিলেন। তৎপরে হেকমত ও ইমানে পূর্ণ একখানা সোনার তশতরি লইয়া আমার বক্ষে ঢালিয়া দিলেন, তৎপরে উহা জোড়া লাগাইয়া দিলেন।"………তৎপরে মে'রাজে লইয়া যাওয়া হয়। ইহাতে নিদ্রিত থাকার কোন কথাই নাই।

উহার ১।৪৫৫ পৃষ্ঠা ;—

عن مالك بن صعصعة قال قال النبي صلعم بينا انا عند البيت بين النائم و اليقظان اذكر رجلا بين الرجلين فاتيت بطست من ذهب ملآن حكمة و ايمانا فشق من النحر الى مراق البطن ثم غسل البطن بماء زمزم ثم ملئ حكمة و ايمانا الخ ◎

"মালেক বেনে ছায়াছায়া বলেন, নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, আমি বয়তুল্লাহর নিকট নিদ্রিত ও জাগরিত এতদুভয়ের মধ্যে ছিলাম, তৎপরে হজরত দুই ব্যক্তির মধ্যস্থলে এক ব্যক্তির কথা (তিন জন ফেরেশতার কথা) উল্লেখ করিলেন, আমার নিকট হেকমত ও ইমানে পূর্ণ একখানা সোনার তশতরি আনা হইল, সেই ব্যক্তি (জিবরাইল) আমার বক্ষঃ হইতে পেটের নিম্নদেশ পর্য্যন্ত ফাড়িয়া ফেলিলেন, তৎপরে উহা জমজমের পানি দ্বারা ধৌত করা হইল, শেষে হেকমত ও ইমানে উহা পূর্ণ করিয়া দেওয়া হয়। তৎপরে খচ্চর অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর ও গর্দ্দভ অপেক্ষা বৃহত্তর বোরাক নামীয় একটী পশুর উপর আরোহন করান হয়।" ইহাতে বুঝা যায় যে, ফেরেশতাগণের আগমনের পূর্ব্বে হজরত অর্দ্ধ জাগরিত ছিলেন, তৎপরে ছিনাচাক করান হয়, বোরাকে আরোহণ করাইয়া মে'রাজে লইয়া যাওয়া হয়। ইহা যে পূর্ণ চৈতন্যাবস্থাতে হইয়াছিল তাহা বলাই বাহুল্য।

উহার ১।৫৭১ পৃষ্ঠায় আবু-জারের উল্লিখিত যে হাদিছ বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে নিদ্রার কোন কথাই নাই।

উহার ১।৫৪৮ পৃষ্ঠায় উক্ত মালেক বেনে ছায়াছার হাদিছে আছে ;—

ان نبي الله صلعم حدثهم عن ليلة اسري به و بينما انا في الحطيم و ربما قال في الحجر مضطجعا اذ اتى آت فقد قال و سمعته فشق ما بين هذه الي هذه الخ ◎

"নবি (ছাঃ) তাহাদের নিকট মেরাজের রাত্রের সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়াছেন, এমতাবস্থাতে যে, আমি হাতিমে (কিম্বা হেজরে) শায়িত অবস্থাতে ছিলাম, একজন আগন্তুক আমার নিকট আসিলেন, তৎপরে তিনি এই হইতে এই পর্য্যন্ত অর্থাৎ বক্ষের উপরি অংশ হইতে নাভীর নিম্নে কেশ উৎপত্তি স্থল পর্য্যন্ত ফাড়িয়া ফেলিলেন।............

ইহাতে বুঝা যায় যে, ৪৫৫ পৃষ্ঠার হাদিছে যে, নিদ্রিত ও জাগরিত এতদুভয়ের মধ্যে থাকার অর্থ শায়িত অবস্থাতে থাকা, কেননা উভয় হাদিছের রাবি একই ব্যক্তি।

এইরূপ ছহিহ মোছলেমের ১৯২ পৃষ্ঠায় আনাছ বেনে মালেক ও আবুজারে'র যে হাদিছে ছিনাচাকের কথা আছে, উহাতে নিদ্রার কথা নাই।

তফছিরে-এবনো কছির, ৫।১৬ পৃষ্ঠা ;—

كان أبي بن كعب يحدث ان رسول الله صلعم قال فرج سقف بيتي و انا بمكة فنزل جبرئيل ففرج صدري ثم غسله من ماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة و ايمانا فافرغها في صدري ثم اطبقه ◎

"ওবাই বেনে কা'ব বর্ণনা করিতেন, নিশ্চয়ই রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন. আমি মক্কা শরিফে ছিলাম, এমতাবস্থায় আমার বাসগৃহের ছাদ ফাটিয়া গেল, জিবরাইল নাজেল হইলেন এবং আমার ছিনাচাক করিলেন, তৎপরে উহা জমজমের পানি দ্বারা ধৌত করিলেন, তিনি হেকমত ও ইমানে পূর্ণ একখানা সোনার তশতরি আনিয়া উহা আমার ছিনাতে ঢালিয়া দিলেন, তৎপরে উহা জোড়া লাগাইয়া দিলেন।"

আরও তফছিরে এবনো-কছির, ৫।১৯ পৃষ্ঠা ;—

قال الحافظ ابو بكر البيهقي في كتاب دلائل النبوة عن ابى سعيد الخدرى (رض) عن النبي صلعم انه قال له اصحابه يا رسول الله اخبرنا عن ليلة اسري بك فيها قال فبينما انا نائم عشاء في المسجد الحرام اذ اتى آت فايقظني فاستيقظت ◎

"হাফেজ আবুবকর বয়হকি 'দালাএলোন্নবুয়াত' কেতাবে বলিয়াছেন, আবু ছইদ খুদরি (রাঃ) নবি (ছাঃ) হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন তাঁহার ছাহাবাগণ তাঁহাকে বলিলেন, ইয়া রাছুলাল্লাহ, আপনি আমাদিগকে উক্ত রাত্রের সংবাদ দিন যে রাত্রে আপনি মে'রাজে নীত হইয়াছিলেন। হজরত বলিলেন, আমি মছজেদোল হারামে নিদ্রিত ছিলাম, এমতাবস্থাতে একজন

আগন্তুক আমার নিকট আসিয়া আমাকে জাগ্রত করিলেন, ইহাতে আমি জাগরিত হইলাম।" এইরূপ বহু রাবির রেওয়াএতে যে মে'রাজ ও ছিনাচাকের কথা আছে, উহাতে নিদ্রিত থাকার কোন কথাই নাই।

কেবল খাঁ সাহেবের উল্লিখিত ছহিহ বোখারির ২।১১২০ পৃষ্ঠায় শরিকের যে রেওয়াএত আছে, উহাতে লিখিত আছে, হজরত মছজেদোল হারামে নিদ্রিত ছিলেন, তাঁহার উপর অহি নাজেল হয় নাই। এমতাবস্থাতে তিন জন লোক (ফেরেশতা) তাঁহার নিকট আগমন করিয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহাদের প্রথম ব্যক্তি বলিলেন, তিনি ইহাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি? তদুত্তরে মধ্যম ব্যক্তি বলিলেন, ইহাদের মধ্যে উৎকৃষ্ট ব্যক্তি (আমাদের বাঞ্ছিত)। তাঁহাদের শেষ ব্যক্তি বলিলেন, তোমরা তাহাদের উৎকৃষ্ট ব্যক্তিকে গ্রহণ কর, উক্ত রাত্রে এই টুকু ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল।

পরে তিনি তাহাদিগকে দেখিতে পাইলেন না, এমন কি তাঁহারা তাঁহার নিকট অন্য রাত্রে এমতাবস্থায় আসিলেন যে, তাঁহার অন্তর দেখিতেছিল, তাঁহার চক্ষু নিদ্রিত ছিল এবং তাঁহার অন্তর নিদ্রাভিভূত হয় না, এইরূপ নবিগণের চক্ষুগুলি নিদ্রিত হয় এবং তাঁহাদের অন্তর নিদ্রিত হয় না, তখন তাঁহারা তাঁহার সঙ্গে কথা বলিলেন না, এমন কি তাঁহারা তাঁহাকে উঠাইয়া লইয়া জমজম কূপের নিকট রাখিলেন, তাঁহাদের মধ্যে জিবরাইল (আঃ) নেতৃত্ব লইয়া তাঁহার ছিনা হইতে নাভির নিম্নদেশ পর্য্যন্ত চাক করিলেন।.........

হাদিছের শেষে আছে ;—

فاستيقظ وهو في المسجد ◎

"তিনি মছজেদে চৈতন্য লাভ করিলেন।"

খাঁ সাহেব এই হাদিছ হইতে ছিনাচাক নিদ্রিত অবস্থাতে প্রমাণ করিতে চাহিতেছেন।

পাঠক, এই হাদিছটী নবি (ছাঃ)এর কথা নহে, ইহা ছাহাবা আনাছের কথা, আর নবি (ছাঃ) হইতে যে হাদিছগুলি হজরত আবুজার, মালেক বেনে ছায়াছায়া, ওবাই বেনে কা'ব, আবু ছইদ খুদরি ও বহু ছাহাবি রেওয়াএত করিয়াছেন, উহাতে চৈতন্যাবস্থাতে মে'রাজ ও ছিনাচাক হওয়ার কথা বুঝা যায়, কাজেই এই হাদিছের রাবি শরিক, হজরত আনাছের রেওয়াএত ভুল ভ্রান্তি মিশ্রিত অবস্থাতে প্রকাশ করিয়াছেন।

এমাম মোছলেম 'মোছলেম শরিফ' এর ১।৯২ পৃষ্ঠাতে লিখিয়াছেন ;—

قدم فيه شيأ و آخر و زاد و نقص ◎

"শরিক এই হাদিছে কিছু অগ্র পশ্চাৎ বর্ণনা করিয়াছেন এবং কিছু যোগ বিয়োগও করিয়াছেন।"

এমাম নাবাবী উহার টীকার ১।৯১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন।"

قد جاء في رواية شريك في هذا الحديث في كتاب اوهام انكرها عليه العلماء قد نبه مسلم على ذلك بقوله فقدم و اخر و زاد و نقص منها قوله و ذلك قبل ان يوحى اليه و هو غلط لم يوافق عليه فان الاسراء اقل ما قيل فيه انه كان بعد مبعثه صلعم بخمسة عشر شهرا - و منها ان العلماء مجمعون على ان فرض الصلوة كان ليلة الاسراء فكيف يكون هذا قبل ان يوحى اليه و اما قوله في رواية شريك و هو نائم و في الرواية الاخرى بينا انا عند البيت بين النائم و اليقظان و قد يحتج به من يجعلها رؤيا نوم و لا حجة فيه اذ قد يكون ذلك حالة اول اصول الملك اليه و ليس في الحديث ما يدل على كونه نائما في القصة كلها هذا كلام القاض و هذا الذى قاله في رواية شريك و ان اهل العلم انكروها قاله غيره - قال الحافظ عبد الحق في كتاب الجمع بين الصحيحين بعد ذكر هذه الرواية هذا الحديث بهذا اللفظ من رواية شريك بن ابى نمر عن انس و قد زاد فيه زيادة مجهولة و اتى فيه بالفاظ غير معروفة و قد روى حديث الاسراء جماعة من الحفاظ المتقنين و الائمة المشهورين كابن شهاب و ثابت البنانى و قتادة يعنى عن انس فلم يات بما اتى به شريك و شريك ليس بالحافظ عند اهل الحديث و الاحاديث التي تقدمت قبل هذا هو المعول عليها ●

এই হাদিছ সম্বন্ধে শরিকের রেওয়াএতে কতকগুলি ভ্রান্তি রহিয়াছে, যে সমস্তের উপর আলেমগণ এনকার করিয়াছেন। এমাম মোছলেম

ইহা বলিয়া উহার সম্বন্ধে সাবধান করিয়া দিয়াছেন যে, শরিক অগ্র পশ্চাৎ করিয়াছেন, কমবেশী করিয়াছেন।

উক্ত ভ্রমগুলির মধ্যে একটী ভ্রম এই যে, এই ঘটনা তাঁহার উপর অহি-নাজেল হওয়ার পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল, ইহাও ভ্রম, ইহার সমর্থন কেহই করেন নাই। কেননা এসম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তন্মধ্যে অতি নিম্ন কথা এই যে, হজরতের নবুয়ত প্রাপ্তির ১৫ মাস পরে মে'রাজ হইয়াছিল।

দ্বিতীয় ভ্রান্তি এই যে, বিদ্বানগণ এক বাক্যে বলিয়াছেন, মে'রাজের রাত্রে নামাজ ফরজ হইয়াছিল, কাজেই ইহা অহি নাজেল হওয়ার পূর্ব্বে কিরূপে সম্ভব হইবে? শরিকের রেওয়াএতে আছে, মেরাজের রাত্রে হজরত নিদ্রিত ছিলেন। অন্য রেওয়াএতে আছে, বয়তুল্লার নিকট তিনি নিদ্রা ও জাগরণের এই দুইএর মধ্যে ছিলেন (অন্য রেওয়াএতে শায়িত অবস্থাতে ছিলেন)। কেহ কেহ মেরা'জ স্বপ্ন স্থির করার জন্য শরিকের রেওয়াএতটী প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু ইহাতে কোন প্রমাণ নাই। কেননা নিশ্চয়ই উহা ফেরেশতা উপস্থিত হওয়ার প্রথম অবস্থা, এই হাদিছে এমন কোন কথা বুঝা যায় না যে, সমস্ত ঘটনাতে তিনি নিদ্রিত ছিলেন, ইহা কাজির কথা।

তিনি যে শরিকের রেওয়াএত সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, বিদ্বানগণ উহার উপর এনকার করিয়াছেন, ইহা একা তিনি বলেন নাই, অন্যেও বলিয়াছেন।

হাফেজ আবদুল হক (রঃ) كتاب الجمع بين الصحيحين এর মধ্যে এ রেওয়াএতটী উল্লেখ করার পরে বলিয়াছেন, এই হাদিছটী এই শব্দের সহিত আনাছ হইতে শরিক বেনে আবি নামর বর্ণনা করিয়াছেন, শরিক নিশ্চয় ইহাতে অজ্ঞতা বশতঃ অতিরিক্ত বিবরণ যোগ করিয়াছেন এবং কতকগুলি অপরিচিত শব্দ উল্লেখ করিয়াছেন। আনাছ হইতে এবনো-শেহাব, ছাবেত বানি কাতাদার ন্যায় একদল সুদক্ষ হাফেজে-হাদিছ ও প্রসিদ্ধ এমাম মে'রাজের হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন। শরিক যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহই তাহা বর্ণনা করেন নাই। শরিক মোহাদ্দেছগণের নিকট স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন নহেন। ইতিপূর্ব্বে যে হাদিছগুলি উল্লিখিত হইয়াছে তৎসমুদয়ই বিশ্বাস যোগ্য।

আয়নি, ১১।৬০২ পৃষ্ঠা ;—

قوله قبل ان يوحى اليه انكرها الخطابى و ابن حزم و عبدالحق والقاضى عياض و النووى و قد مضى الآن ما قال النووى *

শরিকের রেওয়াএতে আছে, অহি নাজেল হওয়ার পূর্ব্বে এইরূপ হইয়াছিল, (এমাম) খাত্তাবি, এবনো-হাজম, আবদুল হক, কাজি এয়াজ ও নাবাবী এই কথাটীর উপর এনকার করিয়াছেন।

এমাম এবনো-হাজার ফৎহোল-বারীর ১৩।৩৭৩।৩৭৪ পৃষ্ঠাতে লিখিয়াছেন, শরিক ১২টী বিষয়ে প্রসিদ্ধ এমামগণের বিপরীত কথা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি তথায় প্রত্যেকটী বিষয়ের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

এমাম বয়হকি 'কেতাবোল-আছমা অছছেফাত'এর ৩০৬-৩০৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

"হজরত এবনো-মছউদ, আএশা ও আবু হোরায়রা (রাঃ) دنى فتدلى এই আয়তের ব্যাখ্যায় এক বাক্যে বলিয়াছেন যে, হজরত জিবরাইল (আঃ) নবি (ছাঃ)এর নিকটবর্ত্তী হইয়া নিজ আকৃতি তাঁহাকে দেখাইয়া ছিলেন। এই হাদিছগুলি ছহিহ বোখারি মোছলেমে আছে। কোন কোন ছনদে নবি (ছাঃ) হইতে উপরোক্ত প্রকার ব্যাখ্যা উল্লিখিত হইয়াছে। কাতাদা হাছান বাসারি হইতে যে রেওয়াএত করিয়াছেন, তাহাও এই মতের সমর্থন করে। কেবল শরিক হজরত আনাছের নামে যে রেওয়াএতটী বর্ণনা করিয়াছেন, উহাতে আছে, আল্লাহতায়ালা নবি (ছাঃ)এর নিকটবর্ত্তী হইয়াছিলেন, কিন্তু ছাবেত বানানি, এবনো শোহাব (জুহরি) ও কাতাদা হজরত আনাছ হইতে যে রেওয়াএত করিয়াছেন, উহাতে উক্ত শব্দগুলি নাই। ইনি মে'রাজের হাদিছে কয়েকটী বিষয়ে তাহা অপেক্ষা সমধিক স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন বিদ্বানগণের বিপরীত কথা বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যায় যে, তিনি হাদিছটী উপযুক্ত ভাবে স্মরণ রাখিতে পারেন নাই, তিনি ভ্রম বশতঃ কিছু কম ও বেশী করিয়াছেন।

আরও শরিক উক্ত হাদিছটী আনাছের নিজের কথা বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, নবি (ছাঃ)এর হাদিছ বলিয়া প্রকাশ করেন নাই। পক্ষান্তরে

তাহা অপেক্ষা অধিকতর স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন ও বয়সে প্রবীন হজরত আএশা ও এবনো-মছউদ ও আবু হোরায়রা তাহার বিপরীত প্রকাশ করিয়াছেন, বিশেষতঃ হজরত আএশা ও এবনো-মছউদ উহা নবি (ছাঃ)এর কথা বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, কাজেই উহা প্রকৃত পক্ষে আনাছের কথা হইলেও তাহা ধর্ত্তব্য হইবে না।

উপরোক্ত বিবরণে বেশ প্রমাণিত হইল, খাঁ সাহেব যে হজরত আনাছের কথা দ্বারা মে'রাজ ও ছিনাচাককে স্বপ্ন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, উহা হজরতের হাদিছ নহে, কিম্বা প্রকৃত পক্ষে হজরত আনাছের কথাও নহে। বরং স্মৃতিশক্তি হীণ একদলের মতে জইফ রাবি শরিক হজরত আনাছের নামে কতকগুলি ভ্রান্তি মূলক কথা চালাইয়া দিয়াছেন। এই হাদিছ দ্বারা মে'রাজ ও ছিনাচাক স্বপ্ন সপ্রমাণ হইতে পারে না।

যদি আমরা ক্ষণেক কালের জন্য এই ভ্রান্তিমূলক হাদিছকে ছহিহ বলিয়া স্বীকার করিয়া লই, তবে অন্যান্য ছহিহ হাদিছগুলির বিপরীত হওয়ার জন্য উক্ত শব্দগুলির অন্য প্রকার অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে।

ফৎহোল-বারি, ৭।১৪১ পৃষ্ঠা ;—

وهو محمول على ابتداء الحال ثم لما خرج به الي المسجد فاركبه البراق استمر فى يقظته ◎

"(নিদ্রা ও জাগরণের মধ্যে ছিলেন), ইহা প্রথম অবস্থার কথা, তৎপরে, যখন তাঁহাকে মছজেদের দিকে লইয়া যাওয়া যায় এবং বোরাকে আরোহণ করান হয়, তখন হইতে বরাবর তিনি জাগরিত ছিলেন।"

আরও উহার ১৩।৩৬৯ পৃঠা ;—

قوله فاستيقظ وهو عند المسجد الحرام فان حمل على ظاهره جاز ان يكون نام بعد از هبط من السماء فاستيقظ وهو عند المسجد الحرام وجاز ان يؤول قوله استيقظ اى افاق مما كان فيه فانه كان اذا اوحى اليه استغرق فيه فاذا انتهى رجع الي حالته الاولى ◎

"তিনি মছজেদোল-হারামে জাগরিত হইলেন, ইহার প্রকাশ্য অর্থ লইলে, ইহাই সম্ভব যে, তিনি আছমান হইতে নামিয়া আসিয়া শুইয়াছিলেন। তৎপরে মছজেদোল-হারামে জাগরিত হইলেন। আর ইহাও অর্থ হওয়া সম্ভব যে, তিনি যে অবস্থাতে ছিলেন, উহা হইতে চৈতন্য হইলেন, কেননা যখন তাহার উপর অহি হইত, তিনি আত্ম-বিস্মৃতিতে নিমগ্ন হইতেন, পরে যখন অহির অবস্থা শেষ হইয়া যাইত, তখন প্রথম অবস্থার (সজ্ঞান অবস্থার) দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন।

আয়নি, ১১।৬০৫ পৃষ্ঠা ;—

قال القرطبي يحتمل ان يكون استيقاظا من نومة نامها بعد الاسراء لان اسراء لم يكن طول ليلة و انما كان بعضها و يحتمل ان يكون المعنى افقت مما كنت فيه مما خامر باطنه من مشاهدة الملأ الاعلى لقوله تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى فلم يرجع الي الى بشريته الا هو بالمسجد الحرام - و اما قوله في اوله بينا انا نائم فمراده في اول القصة و ذلك انه كان قد ابتدا نومه فاتاه الملك فايقظه *

কোরতবি বলিয়াছেন, ইহা সম্ভব যে, মে'রাজের পরে একটু ক্ষীণ নিদ্রা আসিয়াছিল, উহা হইতে চৈতন্য লাভ করিয়াছিলেন। কেননা মে'রাজ সমস্ত রাত্রি ব্যাপি হইয়াছিল না, উহার কতকাংশে হইয়াছিল। আর ইহাও সম্ভব যে, আলমে-মালাকুতের মোশাহাদাতে তাঁহার অন্তরে যে আত্ম-বিস্মৃতি লাভ হইয়াছিল, তিনি তাহা হইতে সজ্ঞান হইয়াছিলেন। যথা :—আল্লাহ বলিয়াছেন, তিনি তাঁহার প্রতিপালকের বৃহৎ বৃহৎ নিদর্শন সকল দেখিয়াছিলেন। তিনি নিজের প্রাকৃতিক ভাব মছজেদোল-হারামে লাভ করিয়াছিলেন। আর এই হাদিছের প্রথমে আছে যে, তিনি নিদ্রিত ছিলেন। ইহা ঘটনার প্রথম সূচনার কথা, তাঁহার নিদ্রার প্রথম অবস্থাতে ফেরেশতা আসিয়াছিলেন, তৎপরে তিনি তাঁহাকে জাগরিত করিয়াছিলেন।"

ইহাতে খাঁ সাহেবের দাবি বাতীল প্রমাণিত হইয়া গেল।

খাঁ ছাহেবের উক্তি ;—

ছহি মোছলেমের একটী হাদিছে জানা যায় যে, আনাছ এই ঘটনার বিবরণ আবুজার ছাহাবীর নিকট হইতে অবগত হইয়াছেন। আবুজার স্বয়ং হজরতের মুখে এই ঘটনার কথা জ্ঞাত হইয়াছেন। এই হাদিছ হইতে জানা যাইতেছে যে, ইহা মে'রাজের রাত্রে হজরতের নবী হওয়ার কিছু কাল পরে মক্কাতে নিজ গৃহে হইয়াছিল, সুতরাং বিবি হালিমার গৃহে বক্ষ বিদারণের কোনই প্রমাণ এই হাদিছে পাওয়া যাইতেছে না, অতএব ঐ বিবরণ ভিত্তিহীন হওয়া প্রতিপন্ন হইল।

উ ;—খাঁ সাহেবের মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয় নচেৎ একই কথা বারম্বার পৃষ্ঠা ব্যাপি লিখিতে লিখিতে বহিখানার কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছেন কেন? আবুজারের হাদিছে মে'রাজের সময় চৈতন্যাবস্থাতে ছিনাচাক হওয়া প্রমাণিত হইল।

ছহিহ মোছলেম শরিফে আনাছ বেনে মালেকের রেওয়াএতে, তারিখোল-খামিছের ১।২৫৫ পৃষ্ঠায় বিবি হালিমার রেওয়াএতে, ছিরাতে-এবনে-হেশামের ১।৮৯ পৃষ্ঠায় উক্ত বিবির রেওয়াএতে, ছিরাতে হালাবির ১।১০৩ পৃষ্ঠায় উক্ত বিবির রেওয়াএতে, তাবাকাতে-এবনে-ছা'দের ১।৭০ পৃষ্ঠায় উক্ত বিবির রেওয়াএতে ও তারিখে-তাবারির ২।১২৭—১৩০ পৃষ্ঠায় হালিমা বিবির, শাদ্দাছ বেনে আওছের ও খালেদ বেনে মে'দানের রেওয়াএতে বিবি হালিমার বাটীতে হজরতের থাকা কালীন ছিনাচাক হওয়ার প্রমাণ আছে, কাজেই আবুজারের মে'রাজের হাদিছে এই ছিনাচাক হওয়ার কথা থাকিবে কেন? আর না থাকিলে, ইহা ভিত্তিহীন হইবে কেন?

খাঁ ছাহেবের দাবির সার মর্ম্ম এই হইল যে, এক হাদিছে দুনইয়ার সমস্ত কথা না থাকিলে, তৎসমস্তই বাতীল হইবে। আবু হোরায়রার নামাজ সংক্রান্ত হাদিছে রোজার কথা না থাকিলে, রোজা ফরজ হওয়া ভিত্তিহীন হইবে, রোজার হাদিছে হজ্জ ও জাকাতের কথা না থাকিলে, হজ্জ ও জাকাত ফরজ হওয়া ভিত্তি-হীন হইবে। মোস্তফা চরিতে বহু জেহাদের কথা লিখিত হইয়াছে, বদর যুদ্ধের হাদিছে ওহোদ, খায়বার, হোনাএন, আওতাছ, তবুক ইত্যাদি যুদ্ধের বিবরণ

না থাকিলে, অন্যান্য যুদ্ধের সংবাদগুলি খাঁ ছাহেবের অভিনব মতে ভিত্তিহীন হইবে।

খাঁ ছাহেবের উক্তি ;—

মে'রাজের হাদিছগুলি সম্বন্ধে যথাস্থানে বিস্তারিতরূপে আলোচনা করা হইবে।

আমাদের উত্তর—

আমি ইতিপূর্ব্বে বিস্তারিতরূপে মে'রাজের হাদিছগুলি আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি যে, সশরীরে জাগরিত অবস্থাতে হজরতের মে'রাজ হইয়াছিল।

খাঁ ছাহেবের উক্তি ;—

এই ঘটনা সম্বন্ধে বিভিন্ন সূত্রে যে সকল বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে, সেগুলির মধ্যে স্থান, কাল ও অন্যান্য বৃত্তান্ত সম্বন্ধে এত অধিক অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয় যে, পরবর্ত্তী যুগের টীকাকারেরা এই সমস্যার সমাধান করিতে না পারিয়া অবশেষে বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, হজরতের ছিনা চাক কয়েকবার সংঘটিত হইয়াছিল, প্রথম হালিমার নিকট অবস্থান কালে, (২) একবার তাঁহার দশমবর্ষ বয়ঃক্রম কালে (৩) একবার হেরা পর্ব্বত গুহায় জিব্রিলের সহিত দেখা ও কথোপকথনের সময়ে, (৪) একবার মে'রাজের রাত্রে।

আমাদের উত্তর ;—

যখন চারি বার হজরতের ছিনা-চাক হইয়াছে, তখন স্থান ও কাল বিভিন্ন হইবেই ত! হালিমা বিবির বাটী থাকিতে প্রথম বার ছিনাচাক হয়। তখন তাঁহার বয়স তিন অথবা চারি বৎসর ছিল। ১০ বৎসর বয়সে তাঁহার যে ছিনা-চাক হইয়াছিল, ইহা বাতহায়ে-মক্কাতে সংঘটিত হইয়াছিল, আবু-নইমের দালাএলোন্নবুয়ত, ১।৭১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ইহা জরকানি, কোস্তোলানী, আল্লামা এবনে-হাজার, হালাবি প্রভৃতি সমর্থন করিয়াছেন।

নবুয়ত প্রাপ্তির সময় হেরা-গহ্বরের নিকট তাঁহার ছিনা-চাক হইয়াছিল, ইহার প্রমাণ ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি।

মে'রাজের সময় মক্কা শরিফে তাঁহার ছিনা-চাক হইয়াছিল।

যদি কেহ মোস্তফা চরিত্রে লিখিত সমস্ত যুদ্ধগুলি একই যুদ্ধে পরিণত করিতে ইচ্ছা করে, তবে সেই ব্যক্তি মহা সমস্যায় পড়িবে, উহার সমাধান

করাও সম্ভব হইবে না, কিন্তু যদি প্রত্যেক যুদ্ধটী পৃথক পৃথক যুদ্ধ বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবে ইহাতে কোনই সমস্যার উৎপত্তি হইবে না।

এইরূপ হজরতের চারিবার ছিনাচাককে একেবারে পরিণত করিতে গেলে, খাঁ সাহেবের মত অপরিণামদর্শী লোকের মহা সমস্যায় পতিত হইতে হইবে, কেয়ামত পর্য্যন্ত উহার সমাধান করা সম্ভব হইবে না, কিন্তু এমাম এবনে-হাজার আস্কালানি হালাবি, জরকানি, কোস্তোলানি, আলি কারি প্রভৃতি মহা মহা বিদ্বানগণ উহা চারিবার বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কাজেই তাঁহাদিগকে কোন সমস্যাতে পতিত হইতে হয় নাই। খাঁ সাহেব যে লিখিয়াছেন, পরবর্ত্তী যুগের টীকাকারেরা এই সমস্যা সমাধান করিতে পারেন নাই, ইহা একেবারে বাজে কথা। কোন্ কেতাবে লেখা আছে যে, ছিনাচাকের সমাস্যা সমাধান করা সম্ভব হইল না। এস্থলে ত কোন সমাস্যাই নাই তবে সমাধানের কথা উঠিবে কেন; খাঁ ছাহেব উক্ত আরবি এবারত মেশকাতের টীকা মেরকাতের ৫।৪১৪ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। তথায় কোন সমস্যা উৎপন্ন হওয়ার কথা ত লেখা নাই।

খাঁ সাহেবের উক্তি ;—

ইহাতেও বৃত্তান্ত ঘটিত সমস্ত অসামঞ্জস্য দূর হয় না, কাজেই মাওয়াহেবে-লাদুন্নিয়া' প্রভৃতি গ্রন্থের লেখকগণ বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, পঞ্চমবার আর এক দফা উহা ঘটিয়াছিল, কিন্তু স্থান কালাদি নির্ণয় করা সম্ভবপর নহে।

আমাদের উত্তর ;—

খাঁ সাহেব মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়ার কথা লিখিয়া নিজের কল্পনার ভেজাল দিয়া পাণ্ডিত্য দেখাইতে গিয়া অনুবাদে ভুল করিয়াছেন। খাঁ সাহেবের কথায় বুঝা যায় যে, মাওয়াহেবে-লাদুন্নিয়া প্রভৃতি লেখকগণ ছিনাচাকের সমাধান করিতে না পারিয়া পঞ্চম বারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা একেবারে বাতীল দাবি।

মাওয়াহেবে-লাদুন্নিয়ার ১।২৯।৩০ পৃষ্ঠায়, উহার টীকা জারকানির ১।১৫০। ১৫৩ পৃষ্ঠায়।ও উহার ৬।২৩।২৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, (১) হালিমা বিবির নিকট থাকা কালে হজরতের একবার ছিনাচাক হইয়াছিল। (২) হেরাগহ্বরে জিবরাইল তাঁহার নিকট অহি আনয়ন কালে তাঁহার ছিনাচাক হইয়াছিল। (৩)

মে'রাজের সময় তাঁহার ছিনাচাক হইয়াছিল। (৪) দশ বৎসর বয়সে তাঁহার ছিনাচাক হইয়াছিল। জরকানিতে প্রত্যেক বারের দলীল হাদিছ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন ঃ

তৎপরে কোস্তোলানি ও জরকানি লিখিয়াছেন, আবু নইম পঞ্চমবার ২০ বৎসর বয়সে ছিনাচাকের কথা রেওয়াএত করিয়াছেন। কিন্তু এই রেওয়াএতের কথা ছহিহ নহে, এই বারের কথা উল্লেখ করিতে হইলে, উহা ছহিহ নহে বলিয়া প্রকাশ করিতে হইবে।

এক্ষণে ন্যায়পরায়ণ পাঠক বিচার করুন, কোথায় উভয় গ্রন্থকার সঙ্কট ও সমস্যাতে পতিত হইয়াছেন, তাঁহারা ত নিঃসঙ্কোচ ভাবে চারিবার ছিনাচাক ছহিহ সপ্রমাণ করিতেছেন, সমস্যা কোথায়? এস্থলে কোথায় অসামঞ্জস্য? কোথায় তাঁহারা সমস্যা সমাধানে অক্ষম হইয়া পঞ্চম বারের কথা স্বীকার করিলেন? তাঁহারা ত বলিতেছেন আবু নইম যে পঞ্চম বারের কথা লিখিয়াছেন, উহা ছহিহ নহে। তিনি লিখিয়াছেন যে, পঞ্চম বার উহা ঘটিয়া ছিল। উহার স্থান কালাদি নির্ণয় করা সম্ভবপর নহে, ইহা কোন্ এবারতের অনুবাদ?

মূলকথা, চারিবার ছিনাচাক হওয়া সম্বন্ধে কোন সমস্যার উৎপত্তি হয় নাই, ইহা কেবল খাঁ সাহেব মস্তিষ্ক প্রসূত 'ওহওয়াছা' ও ধোকাবাজি।

খাঁ সাহেবের উক্তি ;—

প্রথমে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে যে, এই ছিনাচাকের উদ্দেশ্য কি? সকল রাবি একবাক্যে বলিতেছেন যে, (১) হজরতের শরীরে বা তাঁহার অন্তঃকরণে শয়তানের অংশ ছিল।

(২) খোদা কর্ত্তৃক নিয়োজিত জিবরাইল ফেরেশতা বা অন্যান্য ফেরেশতাগণ তাঁহার হৃদপিণ্ড চিরিয়া তাহার মধ্য হইতে জমাট রক্তরূপী ঐ শয়তানের অংশ বা মতান্তরে কু-প্রবৃত্তি বাহির করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

(৩) উহার কোন অংশ হৃদপিণ্ডের গায়ে জড়াইয়া না থাকিতে পারে তজ্জন্য বেহেশত হইতে আনীত সোনার রেকাবীতে রাখিয়া জমজমের পানি দ্বারা তাহা উত্তম রূপে ধুইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

(৪) ফেরেশতাগণ বেহেশত হইতে একখানা সোনার তশতরী পুরিয়া জ্ঞান, বিশ্বাস, হেকমত ও ইমান আনিয়াছিলেন এবং হজরতের বুক চিরিয়া তাহার মধ্যে ঐ হেকমত ও ঈমান ইত্যাদি পুরিয়া দিয়া আবার বন্ধ করিয়া দেন।

আমাদের উত্তর ;—

সকল রাবি একবাক্যে এইরূপ কথা বলেন নাই, ছহিহ বোখারি, মোছলেম, তেরমেজি, নাছায়ি বরং দুনইয়ার কোনও কেতাবে মে'রাজের সময়ের ছিনাচাকে এমন কথা নাই যে, সেই সময় শয়তানের অংশ বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, বরং নবুয়ত প্রাপ্তিকালে ছিনাচাক হওয়ার সময়ে এইরূপ কোন কথা নাই।

যদি খাঁ সাহেব প্রমাণ্য হাদিছ হইতে এরূপ কথা বাহির করিয়া দিতে পারেন, তবে ১০০৲ টাকা পুরস্কার পাইবেন।

ছহিহ মোছলেমের ১।৯২ পৃষ্ঠার হাদিছে আছে, যখন তিনি ধাত্রীর (হালিমার) নিকট ছিলেন, সেই সময় হজরত জিবরাইল তাঁহার বুক চিরিয়া হৃৎপিণ্ড বাহির করেন এবং তাহা হইতে জমাট রক্ত খণ্ড বাহির করিয়া বলিয়াছিলেন, ইহা শয়তানের কুমন্ত্রনা দেওয়ার স্থল। মে'রাজের রাত্রে ছিনাচাক হওয়ার ৪টী হাদিছ আছে, তৎসমস্তের মধ্যে শয়তানের অংশ বাহির করার কথা নাই।

ছহিহ বোখারির ১।৫০।৪৫৫।৪৭১।৫৪৮ এবং ২।১১২০ পৃষ্ঠায় মে'রাজের সময় ছিনাচাকের কথা আছে। নাছায়ির ১।৭৬।৭৮।৭৯ পৃষ্ঠায় উক্ত সময়ে ছিনাচাকের কথা আছে, উহাতে শয়তানি অংশ থাকার কথা নাই।

ইহা হইতে বেশ বুঝা গেল যে, খাঁ সাহেব যে দাবি করিয়াছেন—সমস্ত রাবি এক বাক্যে বলিতেছেন যে, হজরতের শরীরে শয়তানের অংশ ছিল, ইহা একেবারেই মিথ্যা কথা।

খাঁ ছাহেব যে মেরকাতের কেতাবের বরাত দিয়াছেন, উহার ৫।৪২৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ;—

قال شارح و هذا الشق غير ما كان فى زمن الصبا ان هو لاخراج مادة الهوى من قلبه و هذا لادخال كمال العلم و المعرفة فى قلبه قلت و فيه ايماء الى التخلية و التجلية و مقام الفناء و البقاء و نفى السوى و اثبات المولى ◎

টীকাকার বলিয়াছেন, এই মে'রাজ গমন কালীন ছিনা চাক শৈশব কালীন ছিনা চাক হইতে স্বতন্ত্র, কেন না শৈশব কালীন ছিনা চাক তাঁহার অন্তর হইতে রিপুর মূল সূত্রটী বাহির করিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে ছিল, আর এই মে'রাজ কালীন ছিনা চাক তাঁহার অন্তরে পূর্ণ এলম ও মা'রেফাত প্রবেশ করান উদ্দেশ্যে ছিল। আমি বলি, ইহাতে অন্যের প্রতি প্রেম শূন্য হওয়া, আল্লাহর প্রেমে নিমগ্ন হওয়া, ফানা ও বাকার মকাম, আল্লাহ ব্যতীত অন্যের অস্তিত্ব ভুলিয়া গিয়া খোদার অস্তিত্ব সপ্রমাণ করার প্রতি ইশারা করা হইয়াছে।"

ফৎহোল-বারি, ৭।১৪২ পৃষ্ঠা ;—

فالاول وقع فيه من الزيادة كما عند مسلم من حديث انس فاخرج علقة فقال هذا حظ الشيطان منك و كان هذا زمن الطفولية فنشاء على اكمل الاحوال من العصمة من الشيطان ثم وقع شق الصدر عند البعث زيادة فى اكرامه ليتلقى ما يوحى اليه بقلب قوى اكمل الاحوال من التطهير ثم وقع شق الصدر عند ارادة العروج الى السماء ليتأهب للمناجاة ◎

"প্রথম ছিনা চাক কালে মোছলেম শরিফে আনাছের রেওয়াএতে একটী অতিরিক্ত কথা আছে, (উহা এই) ফেরেশতা একটী জমাট রক্ত বাহির করিয়া বলিয়াছিলেন, ইহা তোমার মধ্যে শয়তানের অংশ (কুমন্ত্রনা দেওয়ার স্থল), এই ছিনা চাক শৈশবস্থাতে ছিল, এইহেতু তিনি শয়তানের চক্র হইতে পূর্ণ মা'ছুম (পবিত্র) অবস্থাতে বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। তৎপরে নবুয়ত প্রাপ্তি কালে তাহার গৌরব (দরজা) বৃদ্ধি উদ্দেশ্যে তাঁহায় ছিনা চাক হইয়াছিল, ইহাতে তিনি পূর্ণতম পবিত্র অবস্থাতে শক্তিশালী অন্তরে তাহার উপর যে অহি নাজেল হয়, তাহা গ্রহণ করিতে সক্ষম হয়েন। তৎপরে আছমানী মে'রাজ গমন কালে তাঁহার ছিনা চাক হইয়াছিল—আল্লাহতায়ালার দরবারে গুপ্তরাজ-নেয়াজ প্রকাশ করিতে সক্ষম হওয়া উদ্দেশ্যে।"

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যায় যে, খাঁ ছাহেব নবুয়ত প্রাপ্তি ও মে'রাজের সময় ছিনা চাক হওয়ায় উদ্দেশ্য গড়িয়া পিটীয়া যাহা স্থির করিয়াছেন, ইহা হাদিছের কেতাবেও নাই বা কোন বিদ্বানের মতও নহে, ইহা খাঁ ছাহেবের

সকপোল কল্পিত মত, কেবল লোকদিগকে গোমরাহ করার ফন্দি।

খাঁ সাহেবের উক্তি ;—উহার ১৯৯ পৃষ্ঠা ;—

এই বিবরণ সত্য হইলে, স্বীকার করিতে হইবে যে, (১) হজরত জন্মতঃ বা আদৌ মা'ছুম (নিষ্পাপ) ছিলেন না।

(২) শয়তানের অংশ তাহার মধ্যে অত্যন্ত বলবৎ ছিল।

(৩) এই শয়তানের অংশ শয়তানিভাব বা কু-প্রবৃত্তি তাঁহার মধ্যে এত প্রবল ছিল যে, তজ্জন্য পাঁচবার তাঁহার বক্ষঃ বিদারণ করিয়া তাহা নিরাকরণের জন্য স্বয়ং খোদাতায়ালাকে নিজের ফেরেশতাগণের দ্বারা চেষ্টা করিতে হইয়াছিল।

(৪) হজরত নবুয়ত পাওয়ার পরে ও তাঁহার এই শয়তানী ভাব ও কু-প্রবৃত্তি দমিত না হওয়ায় মে'রাজের রাত্রিতেও আবার তাঁহার হৃৎপিণ্ডে অস্ত্র চিকিৎসার আবশ্যক হইয়াছিল।

(৫) নবুয়তের পরও হজরতের হৃদয় ইমান শূন্য অবস্থায় ছিল।

আমাদের উত্তর ;—

হজরত বলিয়াছেন ;—

قال رسول الله صلعم ما منكم من احد الا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة قالوا واياك يا رسول الله قال واياك ولكن الله اعانني عليه فاسلم فلا يأمرني الا بخير رواه مسلم *

"নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেহ নাই যে তাহার সহিত তাহার সহচর জেন শ্রেণী হইতে এবং তাহার সহচর ফেরেশতাগণ হইতে নিয়োজিত করা না হয়। তাহারা বলিলেন, ইয়া রাছুলে খোদা, আপনার সহচর কি জেন আছে ? হজরত বলিয়াছেন, আমার সহচর জেন আছে, কিন্তু সে মুছলমান (কিম্বা অনুগত) হইয়া গিয়াছে, আমাকে সৎকার্য্য ব্যতীত আদেশ করে না।—মোছলেম ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

ইহাতে বুঝা যায় যে, প্রত্যেক আদম সন্তানের পয়দা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইবলিছের একটী ছেলা তাহার সহিত পয়দা হয় এবং তাহার সহিত নিয়োজিত করা হয়! আমাদের নবি (ছাঃ)এর সহিত যে শয়তানটি নিয়োজিত করা হইয়াছে, সে মুছলমান হইয়া গিয়াছিল।

ছুরা কাহাফের ১২ রুকুতে আছে ;—

انما انا بشر مثلكم يوحي الي—

"আমি তোমাদের তুল্য মানুষ বৈ নহি, (পার্থক্য এই যে,) আমার উপর অহি নাজেল করা হয়।".

মানব প্রকৃতিতে যাহা যাহা থাকা দরকার তাহা তাঁহার মধ্যে ছিল। কিন্তু তিনি কুপ্রবৃত্তিকে দমন করিয়া সৎপ্রবৃত্তিকে বলবৎ করিয়াছিলেন, আল্লাহ-তায়ালা তাঁহার উপর দয়া-পরবশ হইয়া তাঁহাকে মানব প্রকৃতির কুপ্রবৃত্তি হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, ইহাতে তিনি মা'ছুম (নিষ্পাপ) হইয়াছিলেন। ফেরেশতা-গণের কুপ্রবৃত্তির শক্তি নাই, তাহারা সৎকার্য্য করিলে সুখ্যাতি কিসের? অসৎ প্রবৃত্তি দমন করিয়া সর্ব্বদা সৎকার্য্যে ব্রতী হইলেই তাহাই প্রশংসার বিষয় এবং বাহাদুরী।

আরও ছহিহ বোখারি, ২।৭৯৪ পৃষ্ঠা ;—

ان القلم رفع عن ثلث عن المجنون حتي يفيق و عن الصبي حتي يدرك و عن النائم حتي يستيقظ—

ইহাতে বুঝা যায়, নাবালেগ থাকা পর্য্যন্ত মানুষ নিষ্পাপ (মা'ছুম) থাকে। ৪ বৎসর বয়সে হজরতের মধ্যে শয়তানি ভাব কিম্বা কুপ্রবৃত্তি থাকিতেই পারে না, যখন চারি বৎসরে কিম্বা নাবালেগ অবস্থাতে তাহার মধ্যে শয়তানের অংশ থাকার কথা বলা হইয়াছে, তখন উহার অন্য প্রকার অর্থ নিশ্চয় হইবে।

জারকানি মাওয়াহেবের টীকার ৬।২৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

هذا حظ الشيطان اي الموضع الذي يتوصل منه الي وسوسة الناس منك اي من مثلك من بني آدم

"ইহা শয়তানের অংশ অর্থাৎ যে স্থানের দ্বারা শয়তান লোকদিগকে কুমন্ত্রনা দিতে সক্ষম হয়, অর্থাৎ তোমার তুল্য আদম সন্তানকে কুমন্ত্রনা দিতে সক্ষম হয়।"

হাদিছের অর্থ এই হইতেছে, বালেগ আদম সন্তানকে শয়তান যে জমাট রক্তের উপর বসিয়া কুমন্ত্রনা দিয়া থাকে, সেই কুমন্ত্রনার মূল স্থানটী দূরীভূত করিয়া দেওয়া হইল। এখনও হজরত বালক, শয়তানের কুমন্ত্রনা দেওয়ার সময় উপস্থিত হয় নাই, কাজেই কি করিয়া হজরতের মধ্যে শয়তানি ভাব ও কুপ্রবৃত্তি আসিল, খাঁ ছাহেব নিজেই অর্থ বুঝিতে না পারিয়া অকারণে হজরতের মা'ছুম না হওয়ার দোষ হাদিছের ঘাড়ে চাপাইতে বৃথা চেষ্টা পাইয়াছেন।

মা'ছুম শব্দের অর্থ খোদা যাহাকে গোনাহ হইতে রক্ষা করিয়াছেন।

মোগয়েব অভিধান, ২।৪৬ পৃষ্ঠা ;—

عصمه الله من السوء وقاه عصمة

নেছায়া, ৩।১১৬ পৃষ্ঠা ;—

العصمة المنعة و العاصم المانع الحامي - عصمة لله رامل اي يمنعهم من الضياع -

ক:মুছ, ৪।১১৬ পৃষ্ঠা ;—

العصمة - بالكسر المنع و اعتصم بالله امتنع بلطفه من المعصية

তফছির এবনো-জরির তাবারি, ১২।২৬ পৃষ্ঠা ;—

اي جبل يعصمني - لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم - يعصمني يمنعني - لا عاصم اليوم لا مانع اليوم -

ইহাতে বুঝা যায় যে, আল্লাহ যাহাকে গোনাহ হইতে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন, তাহাকে মা'ছুম বলা হয়। প্রত্যেক শিশু বালেগ হওয়ার পরে খোদা যাহাকে গোনাহ হইতে বাঁচাইয়া রাখেন, তিনিই মা'ছুম। কাজেই খাঁ সাহেবের এইরূপ কথা বলা যে, হজরত জন্মতঃ মা'ছুম ছিলেন না, ছিনাচাকের হাদিছের মর্ম্ম হইতে বুঝা যাওয়ার দাবি করা একেবারে যুক্তিহীন কথা হইল কি না ?

খাঁ ছাহেবের প্রথম নম্বর দাবির জওয়াব এইরূপ হইবে, প্রত্যেক আদম সন্তান বালেগ না হওয়া পর্য্যন্ত মা'ছুম (বেগোনাহ), আল্লাহ দয়া করিয়া বালেগ হওয়ার পূর্ব্বে হজরতের অন্তর হইতে শয়তানের কুমন্ত্রনার স্থল জমাট রক্ত বাহির করিয়া দিয়া তাঁহাকে মা'ছুম (নিষ্পাপ) রাখিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় নম্বরের জওয়াব এই যে, শয়তানের অংশের অর্থ শয়তানের কুমন্ত্রনার স্থল, ইহা প্রত্যেক আদম সন্তানের অন্তর নিহিত জমাট রক্ত। এই হেতু হাদিছে আছে;—

الشيطان جاثم على قلب ابن آدم ·

"শয়তান আদম সন্তানের হৃৎপিণ্ডে বসিয়া আছে।" দুনইয়ার সমস্ত নবি, ওলি ও মানুষের মধ্যে ইহা আছে, এই হেতু হাদিছে আছে;—

ان للشيطان لمة بابن آدم و للملك لمة

মেশকাত ১৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

আল্লাহতায়ালা দয়া করিয়া সেই কুমন্ত্রনাস্থল জমাট রক্ত নাবালেগ অবস্থাতে ফেরেশতাগণ কর্ত্তৃক, বাহির করিয়া ফেলিয়া মা'ছুম বানাইয়া লইয়াছেন, কিন্তু খাঁ ছাহেবের এই কথা বলা যে, হজরতের মধ্যে শয়তানের অংশ বলবৎ ছিল, একেবারে বাতীল উক্তি, ইহা খাঁ ছাহেব কোথা হইতে জন্ম দিলেন? হাদিছে কি আছে যে, হজরতের অন্তরের জমাট রক্ত অত্যন্ত বলবৎ ছিল? এইরূপ প্রলাপোক্তিতে খাঁ সাহেবের জীবন কাটিয়া গেল।

তৃতীয় নম্বর দাবির জওয়াব এই যে, শয়তানের অংশের অর্থ শয়তানি ভাব বা কুপ্রবৃত্তি নহে, কারণ নাবালেগ অবস্থাতে ইহা সম্ভব নহে, কাজেই তাঁহার মধ্যে শয়তানি ভাবে বা কুপ্রবৃত্তি প্রবল থাকা দূরের কথা, কিছুই থাকা প্রমাণিত হয় না। নবুয়ত ও মে'রাজ কালীন ছিনাচাক এই জন্য হইয়াছিল না, এই জন্য হওয়ার কোন প্রমাণ নাই, কাজেই খাঁ সাহেবের এই দাবি একেবারে মিথ্যা।

চারি নম্বর দাবির জওয়াব এই যে, হজরতের অন্তরে কোন কালে—সমস্ত জীবনে শয়তানি ভাব অথবা কুপ্রবৃত্তি ছিল না, থাকার কোন প্রমাণ নাই, কাজেই মে'রাজের রাত্রে ছিনাচাক এই উদ্দেশ্যে হইয়াছিল না, কাজেই খাঁ সাহেবের এত তর্জ্জন গর্জ্জন ও লম্ফ ঝম্প সবই মাঠে মারা গেল।

যদি মে'রাজের রাত্রে ছিনাচাক শয়তানি ভাব দমন উদ্দেশ্যে হওয়ার প্রমাণ ছহিহ্ হাদিছ হইতে দেখাইতে পারেন, তবে খাঁ সাহেব ২০৲ টাকা পুরস্কার পাইবেন।

পঞ্চম দাবির উত্তর জরকানির ৬।২৮।৩০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ;—

المرا دبقوله ملئى حكمة و ايمانا ان الطست جعل فيها شيء - يحصل به كمال الايمان و الحكمة - فكمل له عم ما اريد منه من قوة الايمان بالله عز و جل و عدم الخوف مما سواه

"ইমান ও হেকমতে পূর্ণ হওয়ার অর্থ উহার মধ্যে এরূপ বস্তু ছিল যে, যদ্দারা পূর্ণ ইমান ও হেকমত লাভ হইতে পারে।

ইহাতে নবি (ছাঃ) এর ইমান পূর্ণ হইল—অর্থাৎ আল্লাহতায়ালার উপর ইমান শক্তিশালী হইল ও তাঁহা ব্যতীত অন্যের ভয় দূরীভূত হইয়া গেল।" মূল কথা, ছিনাচাক করিয়া হজরতের ইমান শক্তিশালী করা হইয়াছিল।

কোরআনের ছুরা নেছা, ২০ রুকু ;—

يا يها الذين امنوا امنوا بالله و رسوله والكتب الذي نزل على رسوله و الكتب الذي انزل من قبل

"হে ইমানদারেরা তোমরা আল্লাহ ও তাঁহার রাছুলের উপর, আর যে কেতাব তাঁহার রাছুলের উপর নাজেল করিয়াছেন তাহার উপর, আর যে কেতাব ইতিপূর্ব্বে নাজেল করিয়াছেন তাহার উপর ইমান আন।"

এই আয়তে ইমানদারগণকে ইমান আনিতে বলা হইতেছে।

তফছির বয়জবি, ২।১২৩ পৃষ্ঠা ;—

اثبتوا على الايمان بذلك و دوموا عليه

"তোমরা উহার উপর ইমানে স্থির প্রতিজ্ঞ থাক এবং অবিরত উহার উপর থাক।"

এস্থলে কি খাঁ সাহেব বলিবেন, তাহারা ইমান শূন্য ছিলেন।

ছুরা ফাতেহাতে আছে ;—

اهدنا الصراط المستقيم

"আমাদিগকে সত্য সরল পথ প্রদর্শন কর।" মুছলমানগণ ত সত্য সরল পথে আছেন, পুনরায় ইহা বলা হইতেছে কেন?

তফছিরে-বয়জবি, ১।৩৫।৩৬ পৃষ্ঠা ;—

فالمطلوب اما زيادة ما منحوه من الهدي او الثبات عليه او حصول المراتب المرتبة عليه فاذا قاله العارف بالله

الواصل عنى به أرشدنا طريق السير نملك لتمحو عنا ظلمات احوالنا و نميط غواشي ابداننا لنستضئ بنور قدسك

"উদ্দেশ্য আল্লাহতায়ালার প্রদত্ত হেদাএত বৃদ্ধি করা, কিম্বা উহার উপর স্থির প্রতিষ্ঠ থাকা কিম্বা তদুপরি উন্নত দরজাগুলি লাভ হওয়া। যখন খোদা প্রাপ্তি পথের পথিক মা'রেফাত পন্থী উহা বলেন, তখন তিনি এই অর্থ গ্রহণ করেন, তুমি আমাদিগকে "ছায়ের-ফিল্লাহ এর পথ প্রদর্শন কর, যেন তুমি তদ্দ্বারা আমাদের অবস্থা সমূহের মলিনত্ব দূর করিয়া দাও এবং আমাদের শরীরের পর্দ্দাগুলি অপসারিত কর, যেন ইহাতে আমরা তোমার পবিত্রতার জ্যোতিতে জ্যোতির্ম্ময় হইতে পারি।"

এস্থলে কি খাঁ সাহেব এইরূপ অর্থ গ্রহ করিবেন যে, মুছলমানগণ হেদাএত শূন্য অবস্থাতে আছেন।

ছুরা মোদ্দাছ্ছের ;—

و يزدادوا الذين آمنوا ايمانا

"ইমানদারদিগের ইমান বৃদ্ধি (শক্তিশালী) হইবে।" এক্ষণে ইমান ও হেকমতে হজরতের অন্তরকে পূর্ণ করা হইয়াছিল, ইহার অর্থ এই যে, হজরতের ইমানের শক্তি আরও বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, কাজেই খাঁ সাহেবের ভ্রম দাবি একেবার বাতীল হওয়া প্রতিপন্ন হইল।

খাঁ সাহেবের উক্তি ;—২০০ পৃষ্ঠা ;—

"হজরতের প্রতি যাহার একটু ভক্তি শ্রদ্ধা আছে, এমন কোন মুছলমান কি এই কথাগুলি স্বীকার করিতে সাহসী হইবে না।"

আমাদের উত্তর ;—

সত্যই মুছলমানগণ একথা স্বীকার করিতে পারেন যে, হজরতের মধ্যে শয়তানি ভাব ও কুপ্রবৃত্তি ছিল না এবং তিনি মে'রাজ গমন কাল তক ইমান শূন্য অবস্থাতে ছিলেন না, কিন্তু ছিনাচাকের ছহিহ্ ছহিহ্ হাদিছে উল্লিখিত অভিযোগগুলির গন্ধ পর্য্যন্ত নাই।

আর ইহাও অতি সত্য কথা যে, যাহার জ্ঞান, বিবেক, কোরআন হাদিছ তত্ত্বে পারদর্শিতা, খোদার ভয় ও কিঞ্চিৎ মাত্র ন্যায়পরায়ণতা আছে, সে ব্যক্তি

অযথা ভাবে হাদিছগুলির এইরূপ কুব্যাখ্যা করিয়া অজ্ঞ সমাজকে ভ্রান্ত করিতে পারে না।

আমার ধারণা হয়, সম্পাদকতা কার্য্য করিতে করিতে খাঁ সাহেবের হাদিছ ও কোরআনের জ্ঞান একেবারে লোপ হইয়াছে এবং পরকালের ভয় তিলবিন্দু তাহার অন্তরে নাই।

খাঁ সাহেবের উক্তি; উক্ত পৃষ্ঠা;—

আমরা ভূমিকায় অকাট্যরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছি যে, এরূপ ক্ষেত্রে রেওয়াএতের হিসাবে হাদিছ ছহিহ হইলেও তাহা পরিত্যক্ত হইবে, কারণ ইহা স্পষ্ট সত্য ও এছলামের মূল নীতির বিপরীত। পাঠকগণকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, আলোচ্য বিবরণটী রছুলের হাদিছ নহে, আনাছ নামক জনৈক ছাহাবার উক্তি মাত্র।

আমাদের উত্তর;—

খাঁ সাহেব ভূমিকাতে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা যে রাশি রাশি ভূলে পরিপূর্ণ, তাহা খোদা করেন ত যথা স্থলে প্রকাশ করিব।

এস্থলে এতটুকু বলিতে চাহি যে, ছিনাচাকের হাদিছগুলিতে স্পষ্ট সত্যের ও এছলামের মূল নীতির একবিন্দু বিপরীত কিছু নাই, কাজেই তৎসমস্ত পরিত্যক্ত নহে। আরও খাঁ সাহেবকে পুনরায় জানাইয়া দিতেছি, ছিনা চাকের হাদিছগুলি হজরত নবি (ছাঃ)এর নিজের কথা, তাঁহার নিজের হাদিছ ইহা আমি ইতিপূর্ব্বে পরিষ্কার ভাবে সপ্রমাণ করিয়াছি। অবশ্য খাঁ সাহেব মে'রাজের ছিনাচাক স্বপ্ন যোগে হইয়াছিল বলিয়া ছহিহ বোখারির ২।১১২০ পৃষ্টার যে হাদিছটী বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা হজরতের হাদিছ নহে, কেবল হজরত আনাছের কথা, ইহাতে ত খাঁ সাহেবের দাবির অসারতা নিজ কলমে প্রকাশিত হইল। খাঁ সাহেবের স্মৃতিশক্তি লোপ হইয়াছে, এই হেতু প্রথম ও শেষ পর্য্যন্ত কথার সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারেন না, পাঠক আমরা কিন্তু প্রত্যেক বারের ছিনাচাক হজরতের কথা হইতে সপ্রমাণ করিয়াছি।

খাঁ সাহেবের উক্ত পৃষ্ঠায় উক্তি;—

আমাদের পণ্ডিতগণ স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন যে, কোরআনের দুই আয়াৎ যদি পরস্পর বিরোধী হয় এবং যদি তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য অসম্ভব হইয়া পড়ে, তাহা হইলে উভয় আয়তই পরিত্যক্ত হইবে।

اذا تعارضا تساقطا

কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এমন অসমাধ্য গরমিল ও আত্মবিরোধ থাকা সত্ত্বেও মানুষের বর্ণিত এই বিষয়গুলিকে অগ্রাহ্য বলিয়া ঘোষণা করিতে তাঁহারা কুণ্ঠিত হইতেছেন। কল্পিত গরমিলের জন্য কোরআনের আয়াৎ আল্লাহর বাণী অবাধে পরিত্যক্ত হইতে পারে, কিন্তু আজগৈবী ব্যাপারের এমনই মোহ যে, অসমাধ্য অসামঞ্জস্য বিদ্যমান থাকা সত্বেও এই বিষয়গুলি পরিত্যক্ত হইতে পারে না! ইহা বড় আশ্চর্য্যের কথা।"

আমাদের উত্তর ;—

মুরোল-আনওয়ারের ১৯১।১৯২ পৃষ্ঠা ;—

"যদি দলীল সমূহের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়, এক্ষেত্রে নাছেখ ও মনছুখ জানিতে পারিলে, নাছেখের হুকুম গ্রহণ করিতে হইবে, আর মনছুখের হুকুম পরিত্যক্ত হইবে। আর যদি উহা না জানা যায়, আর উভয় দলীল তুল্য হয়, একটীর অন্যটীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব না থাকে, উভয়ের হুকুম পৃথক পৃথক হয়, যথা একটীর হুকুম হালাল হয়, আর অন্যটীর হুকুম হারাম হয় এবং উভয় স্থান কাল অভিন্ন হয়, এক্ষেত্রে যদি কোরআনের দুইটী আয়তের অসামঞ্জস্য হয়, তবে কোনটীর উপর আমল করা যাইতে পারে না, বরং হাদিছ দ্বারা একটীর হুকুম বলবৎ স্থির করিতে হইবে। যথা এক আয়তে আছে ;—

فاقرؤا ما تيسر من القرآن

"তোমরা কোরআন হইতে যাহা সহজ হয় তাহাই পাঠ কর।"

ইহাতে মোক্তাদী, এমাম ও একা সমস্তের উপর কোরআন পড়া ওয়াজেব হওয়া প্রতিপন্ন হয়।

অন্য আয়তে আছে ;—

و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا

"আর যখন কোরআন পড়া হয়, তোমরা মনোনিবেশ পূর্ব্বক শ্রবণ কর এবং চুপ করিয়া থাক।" ইহাতে মোক্তাদিগণকে চুপ করিয়া থাকা ওয়াজেব হওয়া প্রতিপন্ন হয়।

উভয় আয়ত নামাজের সম্বন্ধে নাজেল হইয়াছে, কাজেই কোনটীর হুকুমের প্রতি আমল করা সম্ভব হইবে না। এক্ষেত্রে হাদিছের দিকে রুজু করিতে

হইবে, যে হাদিছে আছে, এমাম থাকিলে, মোক্তাদীর কেরাত করিতে হইবে না, তদ্বারা দ্বিতীয় আয়তের হুকুম প্রবল স্থির করতঃ আমল করিতে হইবে।

আর দুই হাদিছের মধ্যে অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হইলে, ছাহাবাগণের কথা কিম্বা কেয়াছ দ্বারা একটীকে প্রবল স্থির করিতে হইবে।"

খাঁ সাহেব বলিয়াছেন, অসামঞ্জস্যের উভয় আয়ত পরিত্যজ্য হইবে, ইহা ঠিক নহে, বরং হাদিছ দ্বারা একটী প্রবল স্থির করিয়া প্রবলটীর উপর আমল করিতে হইবে।

মোছাল্লামের টীকা, ৪৭৫ পৃষ্ঠা ;—

উভয় দলীলের মধ্যে অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হইলে, উভয়ের নাজেল হওয়ার অগ্রপশ্চাত তারিখ জানিতে পারিলে, শেষ আয়তটী নাছেখ স্থির করিতে হইবে। ইহা জানিতে না পারিলে, সম্ভব হইলে একটীকে প্রবল স্থির করিতে হইবে, প্রবলটীকে গ্রহণ করিয়া উহার বিপরীতটীকে ত্যাগ করিতে হইবে। আর কোনটী প্রবল স্থির করিতে না পারিলে, উভয়ের মধ্যে তৎবিক দিতে (সমতাস্থাপন করিতে) হইবে। আর সামঞ্জস্য সম্ভব না হইলে, উভয়ের হুকুমের প্রতি আমল করা যাইবে না। দুই আয়তের মধ্যে গরমিল হইলে, হাদিছ দ্বারা প্রবল হুকুমটী স্থির করিতে হইবে।

হাদিছ দুইটীর মধ্যে গরমিল হইলে, ছাহাবাগণের কথা কিম্বা কেয়াছ দ্বারা প্রবলটী স্থির করিতে হইবে।

এস্থলে মোহাদ্দেছগণের মত একটু পৃথক হইয়াছে, তাঁহারা বলিয়াছেন, গরমিল হাদিছদ্বয়ের মধ্যে প্রথম সমতা স্থাপন করিতে হইবে। সম্ভব না হইলে, উভয়ের অগ্র পশ্চাৎ তারিখ জানা থাকিলে, নাছেখ ও মনছুখ স্থির করিতে হইবে, নচেৎ একটীকে তরজিহ দিতে হইবে (প্রবল স্থির করিয়া আমল করিতে হইবে)। ইহাও সম্ভব না হইলে, কোনটীর উপর আমল করা যাইবে না।—মোকাদ্দমায়-এবনে-ছালাহ, ১১৬।১১৭, তদরিবোর-রাবি, ১৮৭।২০০, শরহে-নোখবাতোল-ফেকর, ২৩-২৫।

উল্লিখিত বিবরণে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, বিপরীত মর্ম্মবাচক হাদিছগুলির মধ্যে তরজিহ, কিম্বা তৎবিক দিতে হইবে, তরজিহ ও তৎবিক সম্ভব না হয়, এইরূপ হাদিছ দশপাঁচটি পাওয়া যায় কি না, ইহাতে সন্দেহ আছে।

প্রাচীন বিদ্বানগণ ছাহাবাগণ হইতে একাল পর্য্যন্ত এই নিয়ম পালন করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু আমাদের খাঁ সাহেব খামখেয়ালি করিয়া এই পন্থা অবলম্বন না করিয়া কতশত ছহিহ্ হাদিছের যে মুণ্ডপাত করিয়াছেন, তাহা তাহার লিখিত ভূমিকার প্রতিবাদ কালে দেখিতে পাইবেন। আর আপনারা পূর্ব্বের আলোচোনাতে বুঝিতে পারিয়াছেন যে, ছিনাচাকের হাদিছগুলিতে অসামাধ্য গরমিল ও আত্মবিরোধ কিছুই নাই, উহা লোকের কথা নহে, আজগৈবী ব্যাপার নহে। অকারণে খাঁ সাহেবের খামখেয়ালীর জন্য এইরূপ হজরতের ছহিহ হাদিছগুলি ত্যাগ করা জায়েজ হইতে পারে না এবং বিদ্বানগণ কোন স্থলে কল্পিত গরমিলের জন্য কোরআন ত বড় কথা, হাদিছ পর্য্যন্ত ত্যাগ করেন নাই। এই দাবি খাঁ সাহেবের খোশগল্প বৈ আর কিছুই নহে, অবশ্য আমরা পরে দেখাইয়া দিব যে, খাঁ সাহেব কল্পিত গরমিলের নামে রাশি রাশি হাদিছ ত্যাগ করিয়াছেন।

খাঁ ছাহেবের উক্তি :—

"এখন আমরা অন্যদিক দিয়া আনাছের বর্ণিত এই বিবরণটীর বিশ্বস্ততা পরীক্ষা করিয়া দেখি, আনাছ বলিতেছেন—একদা হজরত বালকগণের সহিত খেলা করিতেছেন, আমি তাঁহার বক্ষে সিলায়ের চিহ্ন দেখিতে পাইতাম।

আনাছের পরবর্ত্তী রাবীর কথা অনুসারে আমরা স্বীকার করিয়া লইলাম যে, বস্তুতঃ আনাছ এই কথা বলিয়াছেন, কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, আনাছ কি এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী, না তিনি আর কাহারও মুখে শুনিয়া উহা প্রকাশ করিতেছেন? যদি তিনি অন্য কাহারও মুখে শ্রবণ করিয়া বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার সেই প্রথম রাবীর নাম জানা আবশ্যক। কিন্তু কে কি ভাবের লোক, মুছলমান কি অমুছলমান, বিশ্বস্ত কিনা, তাঁহার পক্ষে এই ঘটনা জানা সম্ভবপর ছিল কি না, এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা অগ্রে হওয়া আবশ্যক, কিন্তু আনাছ এই প্রসঙ্গে তাঁহার উপরিতম রাবীর নাম উল্লেখ করেন নাই। আনাছ হজরতের মুখে শুনিয়া বলিয়া থাকিলে, এইরূপ সিদ্ধান্তও যুক্তিহীন।

(১) হজরতের মুখে শুনিয়া থাকিলে, তিনি নিশ্চয় সে কথার উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হইতেন না।

আমাদের উত্তর ;—

খাঁ সাহেব ছহিহ মোছলেমের ৯২ পৃষ্ঠার এই হাদিছটী কি দেখেন নাই ?

হাদিছটী এই—

عن انس بن مالك ان رسول الله صلعم اتاه جبرئيل و هو يلعب مع الغلمان فاخذه فصرعه فشق عن قلبه *

"আনাছ বেনে মালেক বলিয়াছেন, নিশ্চয় রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)এর নিকট জিবরাইল আসিলেন, তিনি বালকদিগের সঙ্গে খেলিতেছিলেন, জিবরাইল তাঁহাকে ধরিয়া চিৎকরিয়া ফেলিলেন, তৎপরে তাঁহার হৃৎপিণ্ড চিরিয়া ফেলিলেন। ইত্যাদি—

এই ধরণের বহু হাদিছ আছে ;—

ছহিহ বোখারি ১।২ পৃষ্ঠা—

عن عائشة ام المؤمنين رض انها قالت اول ما بدئ به رسول الله صلعم من الوحى الرؤيا الصالحة فى النوم *

"আএশা উম্মোল-মো'মেনিন (রাঃ) হইতে রেওয়াএত করা হইয়াছে, নিশ্চয় তিনি বলিয়াছেন, প্রথমতঃ রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)এর উপর যে অহির সূত্রপাত হইয়াছিল উহা সত্য স্বপ্ন। তৎপরে গারে-হেরাতে হজরত জিবরাইল (আঃ)এর তাঁহার উপর ওহি নাজেল করার ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন, যেরূপ হজরত আনাছ হজরতের ছিনাচাকের প্রত্যক্ষদর্শী নহেন। হজরত আএশা (রাঃ) অহি নাজেল হওয়ার প্রত্যক্ষদর্শী নহেন।

হজরত আনাছ হয় নবি (ছাঃ)এর নিকট হইতে শুনিয়াছেন, না হয় অন্য ছাহাবার মুখে শুনিয়াছেন, হজরত আনাছ (রাঃ) দশ বৎসর যাবৎ হজরত নবি (ছাঃ)এর খেদমতে ছিলেন, বিশেষ সম্ভব তিনি হজরতের নিকট শুনিয়াছিলেন, যদি তাহা না হয়, তবে অন্য ছাহাবার মুখে শুনিয়াছিলেন, আর ছাহাবাগণ সত্যপরায়ণ ছিলেন, কাজেই ইহা নিশ্চয় হজরতের হাদিছ হইবে। এইরূপ হজরত আএশা (রাঃ) অহি নাজেল হওয়ার যে হাদিছটী বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাও ঐরূপ হইবে।

এইরূপ হাদিছ যে হজরতের হাদিছ বলিয়া গণ্য হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। ইহাকে মোরছালে-ছাহাবা বলা হয়। মোকাদ্দমায়-এবনো ছালাহ, ২১।২২ পৃষ্ঠা ;—

ثم انا لم نعد في انواع المرسل و نحوه ما يسمى في اصول الفقه مرسل الصحابي مثل ما يرويه ابن عباس و غيره من احداث الصحابة عن رسول الله صلعم و لم يسمعوه منه لان ذلك في حكم الموصول المسند لان روايتهم عن الصحابة فالجهالة بالصحابي غير قادحة لان الصحابة كلهم عدول ٭

ইহার সার মর্ম্ম, অল্প বয়স্ক ছাহাবাগণ হজরত নবি (ছাঃ)এর নিকট না শুনিয়া বলিয়া থাকেন, রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এইরূপ বলিয়াছেন কিম্বা করিয়াছেন, ছাহাবির মোরছাল হাদিছ মোত্তাছেল-মোছনাদ বলিয়া পরিগনিত হইবে, কেননা তাঁহারা ছাহাবগণ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, সেই ছাহাবাগণের নাম না জানিলেও ক্ষতি হইবে না, কেননা সমস্ত ছাহাবা ন্যায়পরায়ণ (সত্যপরায়ণ) ছিলেন।

ছহিহ মোছলেমের নাবাবী লিখিত ভূমিকা, ১৫ পৃষ্ঠা ;—

و اما مرسل الصحابي و هو روايته ما لم يدركه او يحضره كقول عائشة رضى الله عنها اول ما بدئ به رسول الله صلعم من الوحى الرؤيا الصالحة فمذهب الشافعي و الجماهير انه يحتج به و قال الاستاذ الامام ابو اسحق الاسفرايني الشافعي انه لا يحتج و الصواب الاول ٭

"ছাহাবার মোরছাল হাদিছ অর্থাৎ তিনি যাহা না দেখিয়াছেন বা যে ব্যাপারে উপস্থিত ছিলেন না, উহার রেওয়াএত "শাফেয়ি ও অধিকাংশ বিদ্বানগণ বলিয়াছেন, উহা প্রমাণ্য দলীল হইবে। ওস্তাদ এমাম আবু ইছহাক এছফেরাই নিশাফেয়ি বলিয়াছেন, উহা প্রমাণ্য নহে, প্রথম মত সত্য।"

তদবিরোর-রাবি, ৭১ পৃষ্ঠা—

اما مرسله كاخبار عن شيئ فعله النبي صلعم او نحوه مما يعلم انه لم يحضره لصغر سنه او تاخر اسلامه فمحكوم بصحته على المذهب

الصحيح الذى قطع به الجمهور عن اصحابنا وغيرهم و اطبق عليه المحدثون المشترطون للصحيح - و فى الصحيحين من ذالك ما لا يحصر لان اكثر رواياتهم عن الصحابة و كلهم عدول ◎

কোন ছাহাবা হজরতের কোন কার্য্যের কিম্বা তত্তুল্য কোন বিষয়ের সংবাদ দেন, যাহা করার সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন না, যেহেতু তিনি অল্প বয়স্ক ছিলেন কিম্বা শেষ অবস্থাতে মুছলমান হইয়াছিলেন, ইহাকে ছাহাবির মোরছাল হাদিছ বলা হয়। ছহিহ মতে ইহা ছহিহ হাদিছ বলিয়া হুকুম দেওয়া হইবে—আমাদের শাফেয়ি মতাবলম্বীগণের এবং অন্য মজহাবাবলম্বি-গণের মধ্যে অধিকাংশ বিদ্বাণ ইহার উপর দৃঢ় আস্থা স্থাপন করিয়াছেন। যে মোহাদ্দেছগণ ছহিহ হাদিছের শর্ত্ত স্থির করিয়াছেন, তাহারা একবাক্যে ইহা গ্রহণ করিয়াছেন। ছহিহ বোখারি ও মোছলেমে এই প্রকৃতির অসংখ্য হাদিছ আছে, কেননা তাঁহাদের অধিকাংশ রেওয়াএত ছাহাবাগণ হইতে। আর সমস্ত ছাহাবা সত্য পরায়ণ ছিলেন।" এইরূপ এমাম এবনো-হাজার (রাঃ) 'নোখবাতোল-ফেকর' এর টীকায় ৭৬।৭৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন।

খাঁ সাহেবের মানিত কাজি শওকানি 'এরশাদোল-ফহু' এর ৫৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

فمراسل الصحابة مقبولة عند الجمهور و هو الحق و خالف فى ذلك داؤد الظاهرى فقال انه لا يحتج به حتي ينقل لفظ الرسول و لا وجه لذلك فان الصحابي عدل عارف بلسان العرب و قد انكر هذه الرواية عن داؤد بعض اصحابه ◦

"ছাহাবাগণের মোরছাল হাদিছ অধিকাংশ বিদ্বানের মতে গ্রহনীয় হইবে, ইহাই সত্যমত। দাউদ জাহেরি ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া বলিয়াছেন উহা প্রমাণ্য হইবে না, যতক্ষণ না রাছুল শব্দ বর্ণিত হয়। এই মতের কোন হেতু দেখিতে পাই না, কেননা ছাহাবাগণ সত্যপরায়ণ আরবি ভাষা তত্ত্ববিদ্ ছিলেন, দাউদের কোন শিষ্য ইহা দাউদের রেওয়াএত হওয়া অস্বীকার করিয়াছেন।"

আরও তিনি উহার ৬২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

"অন্যান্য সকলে বলিয়াছেন, ছাহাবাগণের সমস্ত মোরছাল হাদিছ গ্রহণীয় হইবে, কেননা তাহারা সকলেই ন্যায় পরায়ণ ছিলেন, স্পষ্টতঃ ইহা বুঝাযায় যে,

তাঁহারা যে হাদিছটী মোরছাল ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, উহা নবি (ছাঃ) হইতে শুনিয়াছেন, কিম্বা এইরূপ ছাহাবা হইতে শুনিয়াছেন যিনি নবি (ছাঃ) হইতে শুনিয়াছেন। আর তাহারা যাহা তাবেয়িগণ হইতে শ্রবণ করিয়াছেন, তাহা তাহারা ত ব্যক্ত করিয়া দিয়াছেন, ইহা ও অতি অল্প হিসাবের মধ্যে ধরার যোগ্য নহে। এই মতই সত্য, তাঁহার দ্বিতীয় গুরু নবাব ছিদ্দিক হাছান সাহেব 'হোছুলোল-মা'মুল' এর ৬৫ পৃষ্ঠায় আছে ;—

و البحث عن عدالة الراوى انما هو في غير الصحابة فاما فيهم فلا لان الاصل فيهم العدالة قال القاضي هو قول السلف و جمهور الخلف و قال الجويني بالاجماع و وجه هذا القول ما ورد من العمومات المقتضية لتعديلهم كتابا و سنة كقوله سبحانه كنتم خير امة و قوله جعلنا كم امة وسطا اى عدولا و قوله لقد رضى الله عن المؤمنين و قوله و السابقون و قوله و الذين معه اشداء علي الكفار رحماء بينهم و قوله صلعم خير القرون قرني و قوله في حقهم لو انفق احد كم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احد هم و لا نصيفه و هما فى الصحيح و قوله اصحابي كالنجوم على مقام فيه معروف و فى المقام اقوال هذا ادلا ها و اذا تقرر عدالة جميع من ثبتت له الصحبة علم انه اذا قال الراوى عن رجل من الصحابة و لم يسمه كان ذلك حجة و لا يضر الجهالة لثبوت عدالتهم على العموم *

রাবি ছাহাবাগণের মধ্যে কেহ না হইলে, তাহার 'আদেল' (ন্যায় পরায়ণ) হওয়া সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে হইবে, পক্ষান্তরে ছাহাবাগণ সম্বন্ধে এই আলোচনা করিতে হইবে না, কেননা তাঁহাদের সত্য পরায়ণ হওয়াই মূল নিয়ম। কাজি বলিয়াছেন, ইহাই প্রাচীণ বিদ্বান্‌গণের মত ও পরবর্ত্তী অধিকাংশ বিদ্বানের মত। জোএনি বলিয়াছেন, এই মতের উপর এজমা হইয়াছে।

এইমতের প্রমাণ ব্যাপক ভাবে যে আয়ত ও হাদিছ উত্তীর্ণ হইয়াছে উহা তাঁহাদের সত্যপরায়ণ হওয়া প্রতিপাদন করে, যেরূপ আল্লাহ পাক বলিয়াছেন ;—"তোমরা শ্রেষ্ঠতম উম্মত।"

আরও আল্লাহর কালাম,—"আমি তোমাদিগকে ন্যায়পরায়ণ উম্মত করিয়াছি।"

আল্লাহর কালাম;—"আল্লাহ ঈমানদারগণের উপর রাজি হইয়াছেন।"

আল্লাহর কালাম।—প্রথম অগ্রগামি মোহজের ও আনছার।......

আল্লাহর কালাম;—"যাহারা তাঁহার সঙ্গে আছেন কাফেরদিগের উপর কঠিন, নিজেরা পরস্পরে দয়াশীল।"......

হজরতের কথা —"জামানার লোকদের মধ্যে আমার জামানার লোকেরা (ছাহাবাগণ) শ্রেষ্ঠতম।"

আরও তাঁহাদের সম্বন্ধে হজরতের কথা;—

"যদি তোমাদের মধ্যে কেহ ওহোদ পর্ব্বতের তুল্য স্বর্ণ বিতরণ করে তবে ছাহাবাগণের এক ছায়ের চতুর্থাংশ কিম্বা উহার অর্দ্ধেকাংশ পরিমাণ দানের ছওয়াব প্রাপ্ত হইবে না।

এই হাদিছ দুইটী ছহিহ কেতাবে আছে।

হজরতের কথা;—"আমার ছাহাবাগণ নক্ষত্র মালার তুল্য।" এই হাদিছের একটু কথা আছে

এই স্থলে যে সমস্ত মত আছে, তন্মধ্যে এই মতটী সমধিক উত্তম।

যে কোন ব্যক্তির ছাহাবা হওয়া সপ্রমাণ হইয়াছে, যখন তাহার সত্যপরায়ণ হওয়া সপ্রমাণ হইল, তখন বুঝা গেল যে, যদি কোন রাবি একজন ছাহাবা হইতে রেওয়াএত করেন, এবং তাহার নাম প্রকাশ না করেন, তবে উহা প্রামান্য হইবে। ছাহাবার নাম নাজানাতে কোন ক্ষতি হইবে না, কেননা ব্যাপকভাবে তাঁহাদের সত্যপরায়ণ হওয়া সপ্রমাণ হইয়াছে।

ইহাতে বুঝা গেল যে, হজরত আনাছ (রাঃ) হজরতের ছাহাবা, দশ বৎসরের জন্য তাঁহার সেবা কার্য্যে নিয়োজিত ছিলেন, তিনি যে ছিনাচাকের হাদিছটী বর্ণনা করিয়াছেন, উহা হয় নবি (ছাঃ) হইতে শ্রবণ করিয়াছেন, না হয় ছাহাবাগণ হইতে শ্রবণ করিয়াছেন. আর ছাহাবাগণ হজরত হইতে শ্রবণ করিয়াছেন, কাজেই উহা নিশ্চয় হজরতের হাদিছ। ইহা সমস্ত মোহাদ্দেছ

ও বিদ্বানের ছহিহ স্থিরীকৃত মত, এই ধরনের সহস্র সহস্র হাদিছ ছহিহ বোখারি, মোছলেম ও অন্যান্য হাদিছ গ্রন্থে আছে, ইহা ছহিহ হাদিছ বলিয়া স্বীকার না করিলে, হাদিছ গ্রন্থের সহস্র সহস্র হাদিছ বাতীল হইয়া যাইবে।

খাঁ সাহেব উপক্রমনিকাতে আবল তাবল কিছু লিখিয়া যে দাম্ভিকতা প্রকাশ করিতেছেন, কিছু দিবসে ان اوهن البيوت لبيت العنكبوت এই আয়তের মর্ম্মানুসারে উহার অসারতা বুঝিতে পারিবেন। খাঁ সাহেব মোস্তফা চরিতের ৭৩ পৃষ্ঠায় লিখিতেছেন, কোন হাদিছকে 'মারফু হুকমি' বলিয়া স্বীকার করাকে আমরা যুক্তিহীণ অসঙ্গত ও অন্যায় বলিয়া মনে করি। অতিভক্তি ও অন্ধ বিশ্বাসের মীমাংসা যাহাই হউক না কেন জ্ঞান ও ধর্ম্মের সমবেত সিদ্ধান্ত এই যে, হজরত যাহা বলিয়াছেন বা করিয়াছেন বলিয়া ঘূর্ণাক্ষরেই কোন প্রকার প্রমাণ পাওয়া যায় না, তাহা হজরতের কথা বা কার্য্য বলিয়া গণ্য করা নিতান্তই অন্যায়।"

আমাদের উত্তর ;—

বড় বড় মোহাদ্দেছ ও বিদ্বান এক বাক্যে যাহা 'হুকমি মরফু' হাদিছ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, খাঁ সাহেবের ন্যায় স্বল্প শিক্ষিত লোক তাহাকে যুক্তিহীণ অসঙ্গত ও অন্যায় বলিয়া দাবি করিলে, খাঁ সাহেবের অজ্ঞতা জন-সমাজে প্রকাশিত হইবে বই আর কোন ফল ফলিবে না। এইরূপ সত্য ছহিহ মতকে খাঁ সাহেব অতিভক্তি ও অন্ধবিশ্বাস বলিয়া দাবি করিতেছেন, কিন্তু আমি 'কেয়াছোল-মোজতা হেদিল, কেতাবে সপ্রমাণ করিয়াছি যে, খাঁ সাহেব কেন, তাহার সমাজের মশরেক মগরেব, জনুব শেমাল সমস্ত দেশের সন্মায়তাকারিগণের এইরূপ অতিভক্তি ও অন্ধ বিশ্বাস না করিলে, দুনইয়ার সমস্ত হাদিছ তত্ত্ব ও হাদিছ গ্রন্থকে সমুদ্রের অতল জলে ডুবাইয়া দেওয়া ব্যতীত গত্যন্তর নাই। তাঁহার শক্তি থাকে ত সম্মুখ সমরে আসুন, তিনি এইরূপ অন্ধ বিশ্বাস না করিলে, এক পদ অগ্রসর হইতে পারিবেন না এবং দুনইয়ার কুত্রাপি আসল হাদিছ আবিষ্কার করিতে পারিবেন না এবং আমি দেখাইয়া দিব যে, তাঁহারা নিজের বাতীল দাবি অনুসারে মোস্তফা চরিতের আদ্যান্ত বাতীল কথা। আমি পূর্ব্বেই সমস্ত ইতিহাস ও বিশ্বাস যোগ্য হাদিছ হইতে দেখাইয়া দিয়াছি যে, শৈশবকালীণ হজরতের ছিনাচাকের রাবি বিবি হালিমা। আরও তারিখে

তাবারির ২।১২৮ পৃষ্ঠায় ও খাছায়েছে-কোবরার ১।৫৬ পৃষ্ঠায়, মাওয়াহেবে-লাদুন্নিয়ার ১।২৯।৩০ পৃষ্ঠায় ও জরকানির ১।১৫০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ;—নিজে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) হালিমা বিবির নিকট থাকা কালে তাঁহার ছিনাচাকের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

খাঁ সাহেব বলিয়াছেন, ঘুর্ণাক্ষরে উহা হজরতের কথা বলিয়া প্রমাণ হইলে উহা হাদিছ বলিয়া গন্য হইবে। এখন দেখিলেন ত স্পষ্টাক্ষরে বড় বড় অক্ষরে ছিনাচাক হওয়ার কথা বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে, কাজেই আনাছের কথা নিশ্চয় হজরতের হাদিছ।

খাঁ সাহেবের উক্তি ;—

(২) মে'রাজ সংক্রান্ত তাঁহার এক বর্ণনায় আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, এই বক্ষঃ বিদারণের বিবরণ তিনি আবু জরিগেফারির মুখে শুনিয়াছেন বলিয়া নিজেই উল্লেখ করিয়াছেন, আবু জরি গেফারির বর্ণনা অনুসারে এই বর্ণনা অসত্য বলিয়া সপ্রমাণ হইতেছে।

আমাদের উত্তর ;—

ইহা খাঁ সাহেবের পুনরুক্তি, ইহার উত্তর ইতিপূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে, আনাছ আবু জরি গেফারি হইতে তিনি নবি (ছাঃ হইতে মে'রাজ গমন কালীন ছিনাচাকের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। আর ছহিহ মোছলেমের ৯২ পৃষ্ঠার হাদিছে নিজে আনাছ হালিমা বিবির নিকট থাকা কালীণ ছিনাচাকের বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, উভয় ব্যাপার এক নহে, কাজেই একটী রেওয়াএতের জন্য অপর রেওয়াএত বাতীল হইতে পারে না। উভয় রেওয়াতের মধ্যে কোন تعارض বৈষম্য ভাব নাই। স্থান কাল অভিন্ন হইলে, ইহার দাবি সঙ্গত হইত।

নুরোল-আনওয়ার, ১৯১ পৃষ্ঠায়,—

و شرطها اتحاد المحل و الوقت مع تضاد الحكم الخ ◎

"স্থান কাল অভিন্ন হওয়া ও হুকমের বিভিন্ন হওয়া تعارض এর শর্ত্ত। কেননা স্ত্রীর সহিত নেকাহ হালাল ও শাশুড়ীর সহিত নেকাহ হারাম, স্থল বিভিন্ন বলিয়া ইহাকে দলীলের বিরোধ বলা যায় না, এইরূপ নূতন ইছলামে মদ হালাল ছিল, পরবর্ত্তীকালে হারাম হইয়াছে. ইহাকে বিরোধ বলা হইবে না"

এইরূপ শৈশব কালীন ছিনাচাক ও মে'রাজ কালীন ছিনা তদুভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। কাজেই খাঁ সাহেবের এইরূপ াবি বাতীল ও লজ্জাকর।

খাঁ সাহেবের উক্তি ; —

"আনাছ যে সময়কার ঘটনা বর্ণনা করিতেছেন, তখন তাঁহার জন্মই হয় নাই। হজরত ৫৩ বৎসর বয়সে মদিনায় হেজরত করেন, এই সময় আনাছের বয়স ১০ বৎসর মাত্র ছিল। কাজেই বিবি হালিমার নিকট হজরতের অবস্থান তাঁহার জন্মের ৪০ বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল, অতএব আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, আনাছ এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীরূপে পরিগণিত হইতে পারে না।

আমাদের উত্তর ;—

ইহার জওয়াব এই মাত্র দিয়াছি, অল্প বয়স্ক ছাহাবা হজরতের কোন কথা বলিলে, হয় তিনি হজরতের মুখে শুনিয়াছেন, না হয় অন্য কোন ছাহাবার মুখে শুনিয়াছেন, আবার ইনি হজরতের নিকট শুনিয়াছেন, কাজেই সেই ছাহাবার জন্মের ৪০ বৎসর পূর্ব্বে ঘটনা হইলেই বা কি ক্ষতি হইবে? আচ্ছা হজরত (ছাঃ) কিম্বা হালিমা বিবি ত সেই সময়ে পয়দা হইয়াছিলেন? দ্বিতীয় কথা খাঁ সাহেব মোস্তফা চরিতের ২৬৩।২৬৪ পৃষ্ঠায় বোখারি ও মোছলেমের বরাত দিয়া হজরত (ছাঃ)এর হেরা গিরি-গুহাতে অহি নাজেল হওয়ার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, ইহার রাবী হজরত আএশা (রাঃ), বিবি আএশা হজরতের হেজরত কালে ৯ বৎসর বয়সের ছিলেন, তহজিবোল-আছমা অল্লোগাত নাবাবী, ২।৩৫১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

হজরত ৪০ বৎসর বয়সে অহি প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে, এই ঘটনা হজরত আএশার পয়দা হওয়ার ৪ বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল, ইনি এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী নহেন' কিন্তু ছহিহ বোখারি মোছলেম ও তারিখে তাবারীতে এমন লিখিত হয় নাই যে, হজরত আএশা (রাঃ) এই ঘটনা অমুকের মুখে শুনিয়াছেন, কাজেই হজরত আনাছের হাদিছের তুল্য এই হাদিছটী ছাহাবিয়ার মোরছাল হাদিছ হইল, খাঁ সাহেবের মতে ইহা ত ছহিহ হাদিছ নহে, তবে তিনি কি জন্য নিজের দাবির বিপরীতে উহা লিখিলেন?

খাঁ সাহেবের উক্তি ;—

রাবী ছাবেত বলিতেছেন আনাছ বলিলেন, আমি হজরতের বক্ষে সিলাইয়ের চিহ্ন লক্ষ করিতাম। বালক আনাছ হজরতের বক্ষে যে সিলাইয়ের চিহ্ন সন্দর্শন করিতেন, হজরতের আর কোন সহচর কি তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন? কোন ছহি রেওয়াএতে ইহার কোন প্রকার প্রমাণ পাওয়া যায় কি না? না, কখনই না। হজরতের কেশাগ্র হইতে পদ নখর পর্য্যন্ত সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, কেহই সেলাইয়ের চিহ্নের কথা উল্লেখ করেন নাই। দশ বৎসরের বালক আনাছ যে চিহ্নকে সেলাইয়ের চিহ্ন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া লইলেন, আজন্ম হজরতের সহচরগণ এবং তাঁহার অতি নিকট আত্মীয়বর্গ তাহা দেখিতে পারিলেন না ইহা কম আশ্চর্য্যের কথা নহে।

আমাদের উত্তর ;—

ছহিহ মোছলেমের ছনদটী ছহিহ কিনা? খাঁ সাহেবের শক্তি আছে কি এই হাদিছের ছনদটী জইফ বলিতে? কখনই না, ছহিহ ছনদের হাদিছে স্বয়ং আনাছ বলিয়াছেন, আমি হজরতের বক্ষে সিলাইয়ের চিহ্ন লক্ষ করিতাম। কাজেই এইত ছহিহ রেওয়াএতে প্রমাণ হইল? হজরতের ছিনাচাক কালে আনাছ জন্মগ্রহণ করেন নাই, কিন্তু সিলাইয়ের চিহ্ন দেখার সময় কি তিনি জন্ম গ্রহণ করেন নাই যে, ইহাকে গড়িয়া পিটিয়া বাতীল কথা বলা হইবে?

হজরত আনাছ একজন সত্যবাদী ছাহাবা, ইনি দশ বৎসর হজরতের খেদমতে দিবা রাত্র থাকিতেন, এইরূপ খেদমত অন্যের অদৃষ্ট ঘটিয়া ছিল কি না সন্দেহ, অন্য কেহ না দেখিতে পাইলেও ইনি যাহা বলিতেছেন তাহা নিশ্চয় সত্য কথা বলিতেছেন, খাঁ সাহেব এইরূপ ছাহাবাকে মিথ্যাবাদী বলিতে চাহেন কি? খাঁ সাহেবের মতে যে হাদিছের রাবি একজন হয়, উহা বাতীল হইয়া থাকে কি? তাহা হইলে সহস্র সহস্র হাদিছ বাতীল হইয়া যাইবে।

এমাম বোখারি ছহিহ বোখারির ২।১০৭৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

باب ما جاء فى اجازة خبر الواحد الصدوق فى الاذان و الصلوة و الصوم و الفرائض و الاحكام و كيف بعث النبى صلعم امراء واحدا بعد واحد *

"এই অধ্যায়ে আজান নামাজ রোজা, ফরাএজ ও আহকাম সম্বন্ধে একজন সত্যবাদী লোকের সংবাদের প্রতি আমল করার ও দলীলরূপে গৃহীত হওয়ার অনুমতি।

হজরত (ছাঃ) আমিরদিগকে একের পরে অন্যকে প্রেরণ করিতেন।"

ইহার পরে তিনি ইহার প্রমাণ, অনেক হাদিছ উল্লেখ করিয়াছেন।

হজরত আনাছ একা একটী কথা বলিলে, উহা সত্য বলিয়া কেন গৃহীত হইবে না?

এমাম জালালুদ্দিন ছিউতির 'খাছায়েছোল-কোবরা'র ৩২ পৃষ্ঠায় ও ছিরাতে-হালাবিয়ার ১।১০৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে।

و يؤيد الحديث الصحيح انهم كانوا يرون اثر المخيط فى صدره الشريف *

"হাদিছ ছহিহ এই মতের সমর্থন করে যে, নিশ্চয় ছাহাবাগণ হজরতের ছিনা মোবারকে সিলাইয়ের চিহ্ন দেখিতেন।"

তারিখোল-খামিছ, ১।২০৬ পৃষ্ঠা ;—

روى انه بقى اثر الشق ما بين مفرق صدره الى منتهى عانته كانه اشراك ◎

রেওয়াএত করা হইয়াছে যে, তাহার বক্ষের প্রথম অংশ হইতে তাহার নাভীর নিম্ন দেশের লোম পর্য্যন্ত চাক করার চিহ্ন বাকি ছিল, যেন উহা—তছমার তুল্য।"

এইরূপ আহওয়ালোল আম্বিয়ার ২।১৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে।

এমাম জালালুদ্দিন ছিউতি 'খাছায়েছে-কোবরা'র ১।৬৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন।

اخرج مسلم عن انس اتيت و انا في اهلى فانطلق بى الي زمزم .... قال انس و رسول الله صلعم يرينا اثره ◎

মূল মর্ম্ম ;—

"মোছলেম আনাছ রেওয়াএত করিয়াছেন, মেরাজ রাত্রে আমার ছিনাচাক করা হইয়াছিল......আনাছ বলিয়াছেন, রাছুলুল্লাহ (অঃ) আমাদিগকে উহার

চিহ্ন দেখাইতেন।', ইহাতে বুঝা যায়, বহু ছাহাবা এই চিহ্ন দেখিয়াছিলেন।
ছিরাতে হালাবিয়া, ১।১১১ পৃষ্ঠা ;—

اصلم اثر الشق ما بين صدري الى عانتي اى اثر التئام الشق الناشي و عن امر اريد الملك كانه الشراك و لعل حكمة بقائه ليدل علي وجود الشق *

"আমার ছিনা হইতে নাভি পর্য্যন্ত চাক করার চিহ্ন বাকী ছিল, অর্থাৎ ফেরেশতার হস্ত প্রবেশ করার দরুণ যে বিদারণ হইয়াছিল, উহা জোড়া লাগার চিহ্ন নালাএনের সূতার ন্যায় বাকি থাকিল, উক্ত চিহ্ন বাকি থাকার নিগূঢ় তত্ত্ব এই যে, ছিনাচাকের প্রমাণ স্বরূপ হইয়া থাকে।"

উক্ত কেতাব, ১।১১৩ পৃষ্ঠা ;—

و استمر اثر التئام الشق يشاهد كالشراك *

"বিদারণ জোড়া লাগার চিহ্ন সর্ব্বদা বাকি ছিল, না'লাএনের সূতার তুল্য দেখা যাইত।"

তারিখে এবনে-জরির, ২।১২৯ পৃষ্ঠা ;—

و اصلم اثر الشق ما بين صدري الي منتهى عانتى كانه الشراك

"আমার বক্ষ হইতে আমার নাভির নিম্ন পর্য্যন্ত বিদারণের চিহ্ন বাকি থাকিল, যেন উহা না'লাএনের সূতার তুল্য ছিল।"

ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, অনেক ছাহাবাগণ উহা দেখিতে পাইয়াছিলেন। হজরত আনাছ ১০ বৎসর হজরত (ছাঃ)এর খেদমতে ছিলেন, ইহা ছহিহ কেতাবে আছে। তাঁহা হইতে ২২৮৬টী হাদিছ বর্ণিত হইয়াছে। হজরত তাঁহার মাল ও আওলাদের বরকতের দোয়া করিয়াছিলেন, তাঁহার একটি উদ্যান ছিল, বৎসরে দুইবার ফল দিত, উহাতে একটী রয়হান পুষ্প ছিল, উহা হইতে মৃগনাভীর সুবাস বাহির হইত, একশতের বেশী তাহার আওলাদ ছিল। তিনি এন্তেকাল করিলে, মোয়ারে'ক বলিয়াছিলেন, অর্দ্ধেক এলম বিলুপ্ত হইল।— কেতাবোল-আছমা ১।১২৭।১২৮।

আমাদের খাঁ সাহেব এইরূপ ছাহাবাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করিয়াছেন, এমন কোন কথা নাই যাহা খাঁ সাহেবের কলমে বাহির হইতে না পারে।

খাঁ সাহেবের উক্তি ;—

ভূমিকায় দেখাইয়াছি যে, যে কোন বিবরণ জ্ঞান চাক্ষুষ সত্য বা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিপরীত, হাদিছ শাস্ত্রের সর্ব্বজন মান্য পণ্ডিতগণ সেগুলিকে প্রক্ষিপ্ত বা জাল (موضوع) বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন ! এক্ষণে বিবেচনা করুন, কুপ্রবৃত্তি ও শয়তানি ভাব নামক জড়-পদার্থটা বাহির করিয়া ফেলা…… … মোহাদ্দেছগণের সিদ্ধান্ত অনুসারে অবিশ্বাস্য ও প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে কি না ?

আমাদের উত্তর ;—

ছিনাচাকের হাদিছ জ্ঞান, চাক্ষুষ সত্য ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিপরীত নহে। এই হাদিছের অর্থ খাঁ সাহেব "শয়তানি ভাব ও কুপ্রবৃত্তি" বুঝিয়াছেন তাহাও তাহার ভ্রমাত্মক ধারণা, কাজেই মোহাদ্দেছগণের মতে এই ঘটনা প্রক্ষিপ্ত নহে, বরং ছহিহ ব্যবস্থা।

খাঁ সাহেবের উক্তি ;—

"কোরআন শরিফের ছুরা 'আলাম-নাশরাহ' ছুরাতে আছে ;—

الم نشرح لك صدرك الخ ◎

"হে মোহম্মদ, আমি কি তোমার হৃদয়কে উন্মুক্ত করি নাই ? শরহ শব্দের অর্থ উন্মুক্ত করা প্রশস্ত করা। জগতের সমস্ত ভাষায় তাহার যে অর্থ হইতে পারে, কোরআনের এই আয়তেও একমাত্র সেই অর্থেই এই শব্দের ব্যবহার হইয়াছে।

বড় বড় অভিধান হাঁটকাইতে ও টীকাকারগণের মতামত উৰ্দ্ধত করিতে হইবে না। কোরআনেই ইহার প্রমাণ আছে। কোরআনে তিন স্থানে আছে ;—

يشرح صدره للاسلام - ولكن من شرح للكفر صدرا - افمن شرح الله صدره للاسلام ◎

(১) আল্লাহ তাহার হৃদয়কে এছলামের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দেন (২) পরন্তু যে ব্যক্তি কোফরের জন্য নিজের হৃদয়কে উন্মুক্ত করে। (৩ আল্লাহ যাহার হৃদয়কে এছলামের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

এই সকল স্থলে শারহে-ছাদর পদের যে অর্থ আলোচ্য আমপারার আয়তেও তাহা ব্যতীত অন্য কোন অর্থ হইতে পারে না।"

আমাদের উত্তর ;—

شرح صدر 'শরহে-ছাদর' পদের বহু প্রকার অর্থ হইতে পারে।

مفردات فى غريب القرآن এর ২৫৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ;—

اصل الشرح بسط اللحم و نحوه يقال شرحت اللحم و شرحته و منه شرح الصدر اى بسطه بنور الهى و سكينة من جهة الله و روح منه - قال رب اشرح لى صدرى الم نشرح لك صدرك - افمن شرح الله صدره و شرح المشكل من الكلام بسطه , اظهار ما يخفى من معانيه ۰

شرح শরহ-শব্দের মূল অর্থ মাংস ও এইরূপ কোন বস্তুকে বিস্তৃত করা, যেরূপ বলা হইয়া থাকে, মাংসকে বিস্তৃত করিলাম। ইহার অন্তর্গত শরহে-ছাদর, উহা বক্ষকে নূরে-এলাহি, তাহার পক্ষ হইতে শান্তি ও রহমত দ্বারা উন্মুক্ত করা। আল্লাহ বলিয়াছেন, (১) হে আমার প্রতিপালক তুমি আমার বক্ষকে প্রসারিত কর। (২) আমি কি তোমার বক্ষকে প্রসারিত করি নাই? (৩) যে ব্যক্তির বক্ষকে আল্লাহ প্রসারিত করিয়াছেন।

জটিল কথার শরহ করার অর্থ উহার ব্যাখ্যা করা এবং উহার গুপ্ত অর্থগুলিকে প্রকাশ করা।

মাজমায়োল-বেহার, ২।১৮০ পৃষ্ঠায় ;—

فشرح من صدرى اى شقه ۞

"আমার শরহে-ছদর করিল, ইহার অর্থ আমার ছিনাচাক করিল।"

قيل للحسن اكان الانبياء يشرحون الى الدنيا و النساء فقال نعم ان لله ترائك فى خلقه كانوا ينبسطون اليها و يشرحون صدورهم لها ۞

"হাছানকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, নবিগণ কি দুনইয়া ও স্ত্রীলোকের দিকে আকৃষ্ট হইয়া থাকেন?

ইহাতে তিনি বলিলেন, হাঁ, নিশ্চয় আল্লাহতায়ালার নিজ বান্দাগণের মধ্যে পরিত্যক্ত সম্পত্তি আছে, তিনি ইচ্ছা করিয়াছেন যে, তাহারা উহার দিকে আকৃষ্ট হয় এবং নিজেদের বক্ষকে উহার দিকে আকৃষ্ট করেন।"

এই শব্দের অন্যান্য অর্থ আছে, এস্থলে তাহা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন।

যখন অভিধানে দুই প্রকার অর্থ আছে, তখন প্রত্যেকটা গ্রহণ করা যাইতে পারে।

তফছিরে-এবনো-কছির, ১০।২৪৮ পৃষ্ঠা ;—

الم نشرح لك صدرك يعني انا شرحنا لك صدرك اى نورناه و جعلناه فسيحا رحيبا كقوله فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام و كما شرح الله صدره ◎

قيل المراد بقوله الم نشرح لك صدرك ليلة الاسراء كما تقدم من رواية مالك بن صعصعة و قد اورده الترمذى ههنا و هذا و ان كان واقعا ليلة الاسراء كما رواه مالك بن صعصعة لكن لا منافاة فان من جملة شرح صدره الذى فعل بصدره ليلة الاسراء و ما نشأ عنه من الشرح المعنوى ◎

"উহার অর্থ নিশ্চয় আমি তোমার বক্ষকে আলোকিত করিয়াছি ও উহাকে প্রসারিত করিয়াছি, যেরূপ (১) আল্লাহ যাহাকে হেদাএত করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি তাহার বক্ষকে এছলামের জন্য প্রসারিত করেন। (২) আল্লাহ তাহার বক্ষকে প্রসারিত করিয়াছেন। কেহ কেহ বলিয়াছেন, الم نشرح لك صدرك এই আয়তের অর্থ মে'রাজের রাত্রে তাঁহার ছিনাচাক হওয়া, যেরূপ ইতিপূর্ব্বে মালেক বেনে ছায়াছায়ার রেওয়াএতে উল্লিখিত হইয়াছে। তেরমেজি উক্ত হাদিছটী এই আয়তের স্থলে বর্ণনা করিয়াছেন। এই ছিনাচাক মালেক বেনে-ছায়াছায়ার রেওয়াএত অনুসারে মে'রাজের রাত্রে সংঘটিত হইলেও উভয় অর্থের মধ্যে কোন বৈষম্য ভাব নাই, কেননা মে'রাজের রাত্রে তাঁহার যে ছিনাচাক করা হইয়াছিল, আত্মিক প্রসারতা তাহার অন্তর্গত এবং তাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।"

তফছিরে-কবির, ৮।৪২৮ পৃষ্ঠা ;—

উহার দুই প্রকার অর্থ আছে, প্রথম জিবরাইল তাঁহার ছিনাচাক করিয়াছিল।

দ্বিতীয় তাঁহার বক্ষ প্রসারিত করিয়াছেন।

এইরূপ তফছির বয়জবির ৫।১৮৯ পৃষ্ঠায় উভয় প্রকার অর্থ লিখিত হইয়াছে।

তফছিরে-দোরোল-মনছুরের ৬.৩৬৩ পৃষ্ঠায় হজরত এবনো-আব্বাছ হইতে উহার অর্থে ছিনা প্রসারিত করার রেওয়াএত বর্ণনা করা হইয়াছে। আর তথায় এবং খাছায়েছে-কোবরার ১।৬৩ পৃষ্ঠায় হজরত আনাছ হইতে উহার অর্থে ছিনাচাক করার কথা লিখিত হইয়াছে।

ছহিহ তেরমেজির ২ ১৭০ পৃষ্ঠায় উক্ত আয়তের ব্যাখ্যায় মালেক বেনে ছায়াছায়া ও আবুজার হইতে হজরতের ছিনাচাক করার কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

শাহ আবদুল আজিজ দেহলবী ছাহেব আমপারার তফছিরের ১৮৮।২৯৩ পৃষ্ঠায় এই আয়ত হইতে শরহে-ছদর শব্দের উভয় প্রকার অর্থ স্বীকার করিয়াছেন।

ইহাতে বুঝা গেল, এস্থলে উভয় অর্থ গ্রহণীয়, হজরতের ছিনাচাক হওয়ায় অন্তর প্রসারিত হইয়াছিল, ইহার মধ্যে বিরোধ ভাব নাই।

খাঁ সাহেব যে লিখিতেছেন, উক্ত তিন আয়তের যে অর্থ এস্থলে সেই অর্থ হইবে, এখন আমরা জিজ্ঞাসা করি. এক আয়তে কোফরের জন্য বক্ষঃ প্রসারিত করা হইয়াছিল, অন্য দুই আয়তে ইছলামের জন্য বক্ষ প্রসারিত হইয়াছিল। এক্ষণে তিনি হজরতের বক্ষ প্রসারিত হওয়ার কোন অর্থ গ্রহণ করেন? যদি শেষ দুই আয়তের অর্থ গ্রহণ করেন তবে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, ইহার পূর্ব্বে কি ইছলামের জন্য তাঁহার বক্ষঃ প্রসারিত ছিল না?

খাঁ সাহেবের উক্তি ;—

"দুই বৎসর বয়সে হজরতে দুধ ছাড়ান হয়। ইহার অব্যবহিত পরেই হালিমা তাহাকে মাতৃ সদনে লইয়া যান এবং তাঁহার উপদেশ মতে আবার স্বস্থানে ফিরাইয়া আনেন। ইহার কয়েক মাস পরেই এই ঘটনা ঘটে বলিয়া কথিত হইয়াছে। এইরূপ অনুর্দ্ধ তিন বৎসরের শিশু ভাল করিয়া কথা

বলিতেই পারে না, অথচ ভূতগ্রস্ত বলিয়া যখন লোকে তাঁহাকে গুনীনদের নিকট লইয়া যাইবার পরামর্শ দিতেছেন, তখন তিনি বলিতেছিলেন, ব্যাপার কি? যাহা তোমরা বলিতেছ, আমাতে সে সব কিছুই নাই। দেখ, আমার জ্ঞানের কোন তারতম্য ঘটে নাই, আমার মন সুস্থ ও অচঞ্চল, তাহার কোনই ব্যত্যয় ঘটে নাই, ইত্যাদি বলিয়া পিতা মাতা ও স্বজন বর্গকে আশ্বস্ত করিতেছেন। আবার বক্ষঃ বিদারণ ব্যাপারের সমস্ত ইতিবৃত্তের আবৃত্তিও করিতেছেন, ইহা কি কম অস্বাভাবিক কথা?"

আমাদের উত্তর ;—

কয় বৎসরে এই ছিনা চাক হইয়াছিল, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, কামেল, এবনো হেশাম ইত্যাদি হইতে বুঝা যায় যে, হজরতের বয়স পূর্ণ তিন বৎসর হয় নাই, এইরূপ অবস্থাতে তাঁহার ছিনা চাক হইয়াছিল।

এবনো ছা'দের ১।৭০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, চারি বৎসর বয়স উত্তীর্ণ হইলে, এই ছিনা চাক হইয়াছিল।

জরকানি, ১।১৫০ পৃষ্ঠা ;—

কোন রেওয়াএতে বুঝা যায় যে, তিন বৎসর বয়সে তাঁহার ছিনা চাক ও মাতৃ সদনে প্রত্যাবর্ত্তন হইয়াছিল। হজরত এবনো আব্বাছ বলেন, ৫ বৎসর বয়সে মাতৃ সদনে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। কেহ ৪ কিম্বা ৬ বৎসরের কথা বলিয়াছেন।

অবশেষে লিখিতেছেন ;—

و الراجح انه صلعم رجع الى امه و هو ابن اربع سنين و ان شق الصدر انما كان فى الرابعة كما جزم به الحافظ العراقى و تلميذه الحافظ ابن حجر ◎

"প্রবল মত এই যে, তিনি ৪ বৎসর বয়সে মাতৃ সদনে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং চতুর্থ বৎসরে তাঁহার ছিনা চাক হইয়াছিল। হাফেজ এরাকি ও তাঁহার শিষ্য হাফেজ এবনো হাজার এই মতের উপর দৃঢ় আস্থাস্থাপন করিয়াছেন।"

হাফেজ এবনোল আছির 'কামেল' এর ১।২০৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, এক রেওয়াএতে হজরত ৫ বৎসরের সময়ে তাঁহার মাতৃ সদনে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন, ইহাও উক্ত মতের সমর্থন করে।

ছিরাতে হালাবিয়ার ১।১০৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ;—

"এবনো আব্বাছ বলিয়াছেন, হজরত পাঁচ বৎসর বয়সে মাতার নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন, কেহ কেহ চারি বৎসরের, অন্যে ৬ বৎসরের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, উল্লিখিত রেওয়াএতে ২ বৎসর কয়েক মাস বুঝা যায়।"

মূল কথা; যদি আমরা সমধিক প্রবল মতানুসারে চারি বৎসরের সময় হজরতের ছিনা চাক হওয়া স্বীকার করি, তবে তাঁহার উপরোক্ত প্রকার উত্তর ও ছিনা চাকের বৃত্তান্ত প্রকাশ করা কোন আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

আর যদি তিন বৎসরের অনুর্দ্ধকালে তাঁহার ছিনা চাকের কথা স্বীকার করিয়া লই, তবে আমাদের উত্তর এই যে, তিনি ত তিন বৎসরে অন্যান্য বালকদের ৬ বৎসরের তুল্য বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন।

তারিখে তাবারি, ২।১২৭ পৃষ্ঠা, ছিরাতে এবনে হেশাম, ১।৮৯ পৃষ্ঠা ;—

كان يشب شبابا لا يشبه الغلمان فلم يبلغ سنتين حتي كان غلاما جفراً ◎

হালিমা বলিয়াছেন, হজরত এরূপ বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন যে, বালকেরা সেইরূপ বর্দ্ধিত হইতে পারে না, এমন কি দুই বৎসর না হইতে না হইতে, তিনি যেন চারি বৎসরের বালক হইয়া পড়িলেন।

এমাম নাবাবী 'তহজিবোল আছমা অল্লোগাত' এর ১।২৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;---

انها قالت كان يشب فى اليوم شباب الصبى فى شهر ٭

"হালিমা বলিয়াছেন, হজরত (ছাঃ) এক দিবসে এরূপ বর্দ্ধিত হইতেন যে, অন্য শিশু এক মাসে সেইরূপ বর্দ্ধিত হইত।"

তারিখোল-খামিছ, ১।২৫৪ ও জরকানি, ১।১৪৮ পৃষ্ঠা ;—

فى شواهد النبوة روى انه صلعم لما صار ابن شهرين كان يحبو مع الصبيان الى كل جانب و فى ثلاثة اشهر كان يقوم على قدميه و فى اربعة اشهر كان يمسك الجدار و يمشى و فى

اشهر حصل له القدرة على المشى و لما تم له ستة اشهر كان يسرع فى المشى و فى سبعة اشهر كان يسعى و يغدو الى كل جانب و لما مضى له ثمانية اشهر كان يتكلم بحيث يفهم كلامه و فى تسعة اشهر شرع يتكلم بكلام فصيح و فى عشرة اشهر كان يرمى السهام مع الصبيان ●

"শাওয়াহেদান্নবুয়তে আছে, রেওয়াএত করা হইয়াছে যে, নবি (ছাঃ) যখন দুই মাসের শিশু ছিলেন, তখন শিশুদের সঙ্গে চারিদিকে হামাগুড়ি দিতেন, তিন মাসে দুই পায়ের উপর দাঁড়াইতেন। চারিমাসে প্রাচীর ধরিতেন। পাঁচ মাসে চলিতে সক্ষম হইতেন। ছয় মাসে তাড়াতাড়ি চলিতেন! সাত মাসে দৌড়িতেন ও প্রত্যেক দিকে যাতায়াত করিতেন। আট মাসে এরূপ কথা বলিতেন যে, বুঝা যাইত। নয় মাসে প্রাঞ্জল ভাষায় কথা বলিতেন। দশ মাসে বালকদের সঙ্গে তীর ছুড়িতেন।"

তাবাকাতে-এবনো-ছা'দ, ১১০ পৃষ্ঠা ;—

مكث عندهم سنتين حتى فطم و كانه ابن اربع سنين ◎

"হজরত বানি ছা'দ সম্প্রদায়ের নিকট দুই বৎসর অবস্থিতি করিলেন, এমতাবস্থায় তাঁহার দুধ খাওয়ান বন্ধ করা হইল তখন তিনি যেন চারি বৎসরের বালক বলিয়া অনুমিত হইতেছিল।"

এক্ষণে খাঁ সাহেব বুঝিতে পারিলেন ত, হজরত ছিনা চাকের সময় কিরূপে বলিয়াছিলেন যে, আমার জ্ঞানের কোন তারতম্য ঘটে নাই। আমার মন সুস্থ ও অচঞ্চল। আর কিরূপে ছিনা চাকের কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

খাঁ সাহেবের উক্তি ;—

এবনো-এছহাক ও হাফেজ এবনো-আছিরের বর্ণনায় উল্লিখিত হইয়াছে যে, و هما يسوطانه কোরেশতাগণ হজরতকে কোঁড়া মারিতেছিলেন। সুতরাং বক্ষ বিদারণ বিশ্বাস করিতে হইলে ইহাও বিশ্বাস করিতে হইবে যে, ঐ সময় ফেরেশতাগণের কোঁড়ার আঘাতে শিশু মোহম্মদকে জর্জ্জরিত হইতে হইয়াছিল ইহা কি বিশ্বাস করিবেন?

আমাদের উত্তর ;—

সত্যই উক্ত এবারত ছিরাতে দেহলানের ১।৫৬ পৃষ্ঠায়, ছিরাতে-এবনে-হেশামের ১।৮৯ পৃষ্ঠায় ও ছিরাতে-হালাবিয়াব ১।১০৩ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, কিন্তু খাঁ সাহেব উক্ত পদের অর্থ বুঝিতে পারেন নাই, ছিরাতে-দেহলান ও ছিরাতে-হালাবিয়াতে উহার এইরূপ অর্থ লিখিত আছে ;—

فاضجعاه فشقا بطنه فهما يسوطانه اى يدخلان يديهما في بطنه *

"তাহারা উভয়ে হজরতকে শয়ন করাইলেন, তাঁহার পেট চাক করিলেন। তাঁহারা উভয়ে তাঁহার পেটে হস্ত প্রবেশ করাইয়া দিতেছিলেন।"

ইহাতে খাঁ সাহেবের বাতীল অর্থ ধরা পড়িয়া গেল। মূল কথা তিনি ছিনাচাকের সম্বন্ধে আদ্যন্ত সমস্তই ভ্রান্তিমূলক কথা লিখিয়া দেশের লোকদিগকে গোমরাহ করিতেছেন।

হজরতের পয়দাএশ কালীন অলৌকিক কার্য্যগুলির আলোচনা

খাঁ সাহেব মোস্তাফা চরিতের ১৮৬-১৮৯ পৃষ্ঠায় হজরতের পয়দাএশ কালীন অলৌকিক কার্য্যগুলি একেবারে বাতীল বলিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন, পারস্যের বাদশাহ নওশের ওয়ার সৌধ চূড়াগুলি ভাঙ্গিয়া যাওয়ার, পারস্যের অগ্নিকুণ্ডগুলি নির্ব্বাপিত হওয়ার, কা'বা শরিফের প্রতিমাগুলি অধঃমুখে পতিত হওয়ার কথাগুলি খাঁ সাহেব অমূলক কথা বলিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। উহা স্বপ্ন বৃত্তান্ত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছে। আবুনইমকে জইফ মিথ্যাবাদি বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

আমাদের উত্তর ;—

মুসলমান সমস্ত ঐতিহাসিকগণ উহা নিজ নিজ কেতাবে উল্লেখ করিয়াছেন, অমূলক কথা হইলে, তাঁহারা উহা উল্লেখ করিতেন না।

ক্রমশঃ]

জরকানি, ১।১২১ পৃষ্ঠা ;—

বয়হকি, আবুনইম, খারাএতি, এবনো-আছাকের ও এবনো-জরির রেওয়াএত করিয়াছেন ;—

হজরতের পয়দাএশের সময় নওশেরওয়াঁ বাদশার অট্টালিকা ভীষণ শব্দসহ কম্পিত হইয়াছিল, উহার ১৪টী চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল, ছাওয়া নামক নদীটী শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল, পারস্যের অগ্নি যাহা ইতিপূর্ব্বে সহস্র বৎসর নির্ব্বাপিত হয় নাই, নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছিল।"

এমাম জালালুদ্দিন ছিউতি খাছায়েছে-কোবরার, ১।৫১ পৃষ্ঠায় এই হাদিছটী উল্লেখ করিয়াছেন যে, যে রাত্রে হজরত (ছাঃ) পয়দা হইয়াছিলেন। নওশেরওয়াঁ বাদশাহর অট্টালিকা ভীষণ শব্দসহ কম্পিত হইয়া উহার ১৪টী চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছিল, পারস্য দেশের অগ্নি যাহা সহস্র বৎসর নির্ব্বাপিত হইয়াছিল না, উহা নির্ব্বাপিত হইয়া যায়। ছাওয়া নদী শুষ্ক হইয়া যায়। বাদশাহ নওশেরওয়া ইহাতে আতঙ্কিত হইয়া মন্ত্রিদিগকে ডাকিয়া তাহাদিগকে এই ব্যাপারের সংবাদ দিলেন। এমতাবস্থায় তাহার নিকট অগ্নি নির্ব্বাপিত হওয়ার পত্র আসিয়া পৌছিল। ইহাতে তাহাদের অগ্নিপূজক বড় খাদেম ও পণ্ডিত একটী স্বপ্নের কথা প্রকাশ করিলেন। উহা এই—

আমি অদ্য রাত্রে স্বপ্নে দেখিয়াছি যে, শক্তিশালী উষ্ট্রগুলি তাজি ঘোটক-গুলিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে, দেজলা নদীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া শহরসমূহে প্রধাবিত হইতেছে। ইহাতে বাদশাহ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে পণ্ডিত, কি হইবে? তিনি বলিলেন, আরবের অঞ্চলে একটী দুর্ঘটনা ঘটিবে। তখন বাদশাহ নো'মান বেনে মোঞ্জেরের নিকট পত্র লিখিলেন, তুমি আমার নিকট এইরূপ এক ব্যক্তিকে পাঠাও, যাহার নিকট কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারি। তিনি আবদুল মছিহ গাচ্ছানিকে পাঠাইলেন। তিনি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে বলিলেন, আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিব, আপনি কি উহার উত্তর দিতে পারিবেন? ইনি বলিলেন, আপনি বলুন, যদি আমি উহার তত্ত্ব অবগত থাকি, তবে জানাইব, নচেৎ এরূপ লোকের সন্ধান জানাইব যিনি উহার তত্ত্ব আপনাকে জানাইবেন। বাদশাহ সংবাদ জানাইলে, তিনি

বলিলেন, আমার মামু ছতিহ নামে শামদেশের উচ্চস্থানে থাকেন। তখন বাদশাহ বলিলেন, আপনি তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করুন। আবদুল মছিহ এরূপ অবস্থাতে ছতিহর নিকট উপস্থিত হইলেন যে, তাহার মৃত্যু যন্ত্রনা উপস্থিত হইয়াছিল। ইনি তাহাকে ছালাম দিলে, তিনি মস্তক উচ্চ করিয়া বলিলেন, আপনাকে ছাছান বংশীয় বাদশাহ পাঠাইয়াছেন, নওশেরওয়ান বাদশার অট্টালিকা ভীষণ শব্দসহ কম্পিত হওয়ার, অগ্নিকুণ্ড নির্ব্বাপিত হওয়ার ও কাজি সাহেবের এই স্বপ্ন যে, উদ্ধত উষ্ট্র সকল তাজি ঘোটকগুলিকে টানিয়া লইয়া দেজলা নদী অতিক্রম করিয়া শহরসমূহে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে। ইহার অর্থ এই যে, যখন কোরআন পাঠ বেশী হইবে, তখন যষ্টিধারি ব্যক্তি (হজরত মোহাম্মদ) প্রকাশিত হইবেন, ছামাওয়া বিল পানিতে পূর্ণ হইবে ছাওয়া নদী শুষ্ক হইয়া যাইবে। পারস্যের অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া যাইবে, তখন ছতিহর শামদেশে শয়ন স্থল থাকিবে না, তাহাদের মধ্যে চূড়াগুলির সংখ্যানুপাতে রাজা ও রাণী হইবে, অনেক ঘটনা ঘটিবে। তৎপরে ছতিহ মরিয়া যায়। আবদুল মছিহ বাদশার নিকট উপস্থিত হইয়া সংবাদ দিলেন। তাহাদের দশজন বাদশাহ চারি বৎসরে রাজত্ব লাভ করেন। হজরত ওছমানের খেলাফত কাল পর্য্যন্ত অবশিষ্ট কয়েক জন রাজত্ব লাভ করেন। এবনো-আছাকের এই রেওয়াএতটা প্রকাশ করিয়া হাদিছটী 'গরিব' বলিয়াছেন।

আরও অন্য এক ছনদে উহা বর্ণনা করিয়াছেন এবনো-হাজার এই শেষ রেওয়াএতটী মোরছাল বলিয়াছেন।

গরিব বলিলে, এক ছনদের ছহিহ ছহিহ হাদিছ বুঝা যায়'—শরহে-মোখতাছারোল-মাওয়াহেব ৮১ পৃষ্ঠা।

মোরছাল হাদিছটী অন্য ছনদের সহায়তায় ছহিহ হইয়াছে, ইহার প্রমাণ পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। মূল কথা ছতিহ গণক ছিল, সে এই ব্যাপারগুলির এইরূপ তা'বির করিয়া ছিল তাহা বর্ণে বর্ণে প্রতিফলিত হইয়াছিল। ইহাও বিশ্বাস সম্ভব যে, প্রাচীন কেতাবের বর্ণনা অনুসারে সে এই অর্থ প্রকাশ করিয়াছিল।

আহওয়ালেম-আম্বিয়ার ২১৪ পৃষ্ঠায় ও তারিখোল-খামিছের ১২২।১২৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে।

ছহিহ গাচ্ছানি 'বনি জেয়েব' বংশে গণক ছিল, আদম সন্তানদের মধ্যে তাহার তুল্য গণক অন্য কেহ ছিল না। অহাব বেনে মোনাব্বাহ বলিয়াছেন, ছতিহকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল তুমি এই গণনা কোথা হইতে পাইয়াছ? তদুত্তরে সে বলিয়াছিল, আমার সঙ্গে একজন জেন থাকে, সেই জেন যে সময় মুছা (আঃ) তুর পর্ব্বতে আল্লাহতায়ালার সঙ্গে কথা বলিয়াছিল, সেই সময় সে আছমানের সংবাদ শুনিয়াছিল। সেই জেন আমাকে সেই সূত্র হইতে অনেক কথা আমাকে বলিয়া থাকে, আর আমি লোকদিগকে তাহা বলিয়া থাকি।"

ইহাতে বুঝা যায় যে, ছতিহ আবদুল মছিহর নিকট যে কথাগুলি বলিয়াছিল উহা হজরত মুছা (আঃ) কর্তৃক প্রচারিত কথা। কাজেই ইহা নির্ভুল হইয়াছে।

মুছলমানগণ বিশ্বাস করেন যে, গণকের কতক কথা ঠিক হয়, কতক কথা হয় না, তাহারা যে কথাই বলিবে তাহাই যে সত্য হইবে, ইহা ধারণা করিলে, কাফের হইতে হয়।

আমরা কি বিশ্বাস করি যে, ছহিহ গণক যাহা বলিত, তাহাই সত্য হইত। এস্থলে তাহার একটি তা'বির ঠিক হইয়াছে। ইহা বলিলে, গণকের কথার উপর বিশ্বাস করা হইল কোথায়? খাঁ সাহেব গণকের নিকট যাওয়া ও তাহার কথার উপর বিশ্বাস করা নিষিদ্ধ হওয়া সম্বন্ধে তিনটী হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন, এক্ষণে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, কোন্ মুছলমান ছতিহর নিকট গমন করিয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল বা উহার উপর বিশ্বাস করিয়াছিল? কাজেই খাঁ সাহেবের এইরূপ প্রমাণ উপস্থিত করা বৃথা কালি কলম ও কাগজ ব্যয় করা নহেত কি?

আরও এক কথা, এস্থলে ত মুছলমানগণ ত কেবল এই অংশ টুকুকে প্রমাণ স্বরূপ উপস্থিত করিয়া থাকেন যে, হজরতের পয়দা এশ হওয়া কালে পারস্য রাজের সৌধের ১৪টী চূড়া উহার কম্পনের জন্য ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল, পারস্যবাসিদের পূজিত সহস্র বৎসর প্রজ্জলিত অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়াছিল, ছাওয়া নদীর পানি শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল, ছতিহ কি বলিয়াছিল, কি না, বলিয়াছিল, তাহাতে আমাদের কি ক্ষতি বৃদ্ধি।

উহার ১৫২ পৃষ্ঠা ;—

খারাএতি ও এবনো-আছাকের বর্ণনা করিয়াছেন, কোরেশদের একদল লোক একটী প্রতিমা পূজা করিত. হজরতের পয়দাএশের রাত্রে উহা তিনবার অধোমস্তকে পড়িয়া যায়। অন্য রেওয়াএতে আছে. কা'বা গৃহের প্রতিমাগুলি পড়িয়া গিয়াছিল. জরকানি, ১।১২০ পৃষ্ঠা ;—

বয়হকি ও আবু নইম বর্ণনা করিয়াছেন, হাচছান বেনে ছাবেত রেওয়াএত করিয়াছেন, একজন য়িহুদী একদিবস প্রভাতে চিৎকার করিতেছিল য়িহুদিরা তাহার নিকট সমবেত হইয়া বলিল, তোমার কি হইয়াছে, সে বলিল, অদ্য রাত্রে যে আহমদ পয়দা হইয়াছে, তাহার (চিহ্ন স্বরূপ) নক্ষত্র পয়দা হইয়াছে। ইহা তাহাদের বিশ্বাস ও ধারণা মতে বলিয়াছিল, ইহাতে মুছলমান-দিগের কি হইবে ?

ছিরাতে-হালাবিয়া, ৭৬ পৃষ্ঠা ;—

কা'ব আহবার বলিয়াছেন, আমি তওরাতে দেখিয়াছি, আল্লাহতায়ালা হজরত মুছা (আঃ)কে হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ)এর পয়দাএশের সংবাদ প্রদান করিয়াছিলেন, তিনি নিজ সম্প্রদায়কে বলিয়া দিয়াছিলেন যে, অমুক নক্ষত্র যখন নিজের স্থান হইতে অন্যত্র যাইবে, তখন হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ)এর পয়দাএশের সময় হইবে। বনি ইছরাইলের বিদ্বান্‌গণ পুরুষ পরম্পরায় উহা জানিয়া রাখিয়াছিলেন।

হজরত আমেনা (রাঃ) হজরতের পয়দাএশ কালে একটী নুর দেখিয়া-ছিলেন, তদ্দ্বারা শামদেশের অট্টালিকাগুলি আলোকিত হইয়াছিল।

খাছায়েছে-কোবরা, ১।৪৬ পৃষ্ঠা ;—

হাকেম ছহিহ ছনদে ও বয়হকি রেওয়াএত করিয়াছেন, হজরতের ছাহাবাগণ বলিলেন. ইয়া রাছুলে-খোদা, আপনি নিজের সম্বন্ধে আমাকে সংবাদ দিন। ইহাতে হজরত বলিলেন, আমি এবরাহিম (আঃ)এর দোয়া, ইছা (আঃ)এর সুসংবাদ, যখন আমার মাতা গর্ভবতী হইয়াছিলেন, তখন দেখিয়া-ছিলেন যেন তাঁহা হইতে একটী নূর প্রকাশিত হইয়া মক্কা হইতে শামের অন্তর্গত বাছরা নামক স্থান আলোকিত হইয়াছে।

قلت قوله حين حملت هي رؤيا نوم وقعت في الحمل و اما ليلة الولادة فرأت ذالك رؤية عين الخ *

এমাম ছিউতি বলেন, বিবি আমেনা গর্ভবতী হওয়া কালে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, কিন্তু পয়দাএশ কালে চর্ম্ম চক্ষে দেখিয়াছিলেন।

যেরূপ এবনো-এছহাক রেওয়াএত করিয়াছেন যে, আমেনা বিবি বর্ণনা করিতেন, আমি গর্ভবতী হইলে, তাহার নিকট একজন ফেরেশতা স্বপ্নে আসিয়া বলিলেন, এই উম্মতের সৈয়দ তোমার গর্ভে স্থিতি লাভ করিয়াছেন, ইহার চিহ্ন এই যে, তাহার সঙ্গে একটী নুর প্রকাশিত হইবে যাহা শাম দেশের বাসরার সৌধগুলি উদ্ভাসিত করিবে, তখন তাঁহার নাম মোহম্মদ রাখিও। এমাম ছিউতি ৭টী হাদিছ রেওয়াএত করিয়াছেন, যাহাতে আমেনা বিবির চৈতন্যাবস্থায় উক্ত নুর দেখার কথা আছে।

খাঁ সাহেব মেশকাতের ৫১৩ পৃষ্ঠার হাদিছের যে অনুবাদ করিয়াছেন, উহা ভ্রমাত্মক অনুবাদ, رؤيا শব্দের অর্থ যেরূপ স্বপ্ন হয়, সেইরূপ চর্ম্ম চক্ষে দর্শন হইয়া থাকে। ছহিহ বোখারি ২।৬৮৬ পৃষ্ঠায় হজরত এবনো-আব্বাছ رؤيا শব্দের অর্থ লিখিতেছেন, وما جعلنا الرؤيا (التي) هي رؤيا عين দর্শন। এস্থলে উহার অর্থ এইরূপ হইবে ;—

"আমার মাতা যে সময় আমাকে প্রসব করিয়াছিলেন, সেই সময় তিনি চাক্ষুস দর্শন লাভ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার নিকট একটী জ্যোতি প্রকাশিত হইয়াছিল যদ্দ্বারা তাহার পক্ষে শামদেশের সৌধগুলি উদ্ভাসিত হইয়াছিল।

তৎপরে উহার ১৮৭ পৃষ্ঠায় বানি আমের বংশের জনৈক [illegible] সহিত হজরতের কথোপকথন উপলক্ষে শাদ্দাদ বেনে আওছের ছনদের [illegible]টার কিছু অংশ বর্ণনা করিয়াছেন, উহা তারিখে তাবারির ২।১২৮ পৃষ্ঠা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, উহার অবিকল এবারত এই ;—

اني دعوة ابي ابراهيم و بشرى اخي عيسى بن مريم و اني كنت بكر امي و انها حملت بي كاثقل ما تحمل و جعلت تشتكي الى صواحبها ثقل ما تجد ثم ان امي رأت في المنام ان الذي في بطنها نور قالت فجعلت اتبع بصري النور و النور يسبق

بصرى حتى اضاءت لى مشارق الارض و مغاربها ثم انها ولدتني فنشأت ◎

নিশ্চয় আমি আমার পিতা এবরাহিমের দোয়া, আমার ভ্রাতা ইছা বেনে মরয়েমের সুসংবাদ, আমি আমার মাতার প্রথম পুত্র, যখন তিনি আমাকে গর্ভে ধারণ করিলেন তখন যেন সবচেয়ে ভারি বস্তু গর্ভে ধারণ করিলেন, এইরূপ তাহার মনে হইল তিনি তাঁহার সহচরিগণের নিকট গর্ভের ভারত্বের অনুযোগ করিতেন। তৎপরে আমার মাতা স্বপ্নে দেখিলেন যে, নিশ্চয় যাহা তাহার উদরে আছে উহা জ্যোতিঃ, তিনি বলিয়াছেন, আমার চক্ষুকে উক্ত নূরের পশ্চাৎগমণ করিলাম এবং নূরটী আমার চক্ষু অতিক্রম করিতে ছিল, এমন কি আমার পক্ষে জমির পূর্ব্ব ও পশ্চিমদেশ আলোকিত হইল, তৎপরে তিনি আমাকে প্রসব করিলেন। তৎপরে আমি বর্দ্ধিত হইতে লাগিলাম।" ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, খাঁ সাহেব যাহা লিখিয়াছেন, উহা গর্ভ কালীন অবস্থা। আর পয়দাএশ কালীন অবস্থা চাক্ষুষ দর্শন। ইহা স্বতন্ত্র ঘটনা। আচ্ছা, হজরতের মাতা গর্ভ বেদনাতে অস্থির ছিলেন, এই অবস্থায় নিদ্রা আসিবে কিরূপে?

দ্বিতীয়, যদি ক্ষণেক কালের তরে নূর দেখা স্বপ্নের কথা বলিয়া স্বীকার করিলেও পারস্ত রাজের সৌধের ১৩টী চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়া, পারস্তের সহস্র বৎসর [illegible] পূজিত অগ্নি নির্ব্বাপিত হওয়া ও ছাওয়া নদী শুষ্ক হইয়া যাওয়া স্বপ্ন হইবে কিরূপে? এমাম এবনো-হাজার আস্কালানি 'ফৎহোল-বারী'র ৬।৩৭৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

ইয়াকুব বেনে ছুফইান হাছান ছনদের সহিত হজরত আএশা (রাঃ) হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন, একজন য়িহুদী মক্কায় অবস্থিতি করিত, যে রাত্রে হজরত নবি (ছাঃ) পয়দা হইয়াছিলেন, সেই রাত্রে সে বলিল, হে কোরাএশ সম্প্রদায়, অদ্য রাত্রে কি তোমাদের মধ্যে একটী সন্তান পয়দা হইয়াছে? তাহারা বলিল, আমরা জানি না। ইহা শুনিয়া য়িহুদী বলিল, তোমরা অনুসন্ধান কর। কেননা অদ্য রাত্রে এই উম্মতের নবী পয়দা হইয়াছেন। তাঁহার দুই স্কন্ধ দেশের মধ্যে একটী চিহ্ন আছে, সেই সন্তান দুই রাত্র দুগ্ধ পান করিবে না। কেননা একটী ছোট জেন তাঁহার মুখে হাত প্রবেশ করাইয়া দিয়াছিল। তাহারা চলিয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। ইহাতে

তাহাদিগকে বলা হইল, আবদুল্লাহ বেনে আবদুল মোত্তালাবের একটী পুত্র পয়দা হইয়াছে। য়িহুদী তাহাদের সঙ্গে উক্ত পুত্রের মাতার নিকট গমণ করিলে, তিনি তাঁহাকে তাহাদের নিকট বাহির করিলেন। উহারা উক্ত চিহ্ন দেখিয়া অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া গেল এবং বলিতে লাগিল, বনি-ইছরাইল হইতে নবুয়ত বাহির হইয়া গেল। হে কোরায়েশ সম্প্রদায়! এই সন্তান তোমাদের উপর এইরূপ আক্রমণ করিবে যে, উহার সংবাদ পূর্ব্ব দেশে হইতে পশ্চিম দেশ পর্য্যন্ত পৌছিবে।

এমাম এবনো-হাজার বলিয়াছেন, এইরূপ ঘটনার আরও বহু নজির আছে, উহার বিবরণ বিস্তৃত। হজরতের পয়দাএশের সময় কিম্বা পরে তাহার নবুয়তের যে সমস্ত চিহ্ন প্রকাশিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে উক্ত রেওয়াএত যাহা তেবরানিতে ওছমান বেনে আবিল আছ ছাকাফি তাঁহার মাতা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি নবি (ছা:)এর মাতা আমেনা বিবির নিকট উপস্থিত ছিলেন, যখন তাহার প্রসব বেদনা উপস্থিত হয়, তখন আমি নক্ষত্রগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিলাম, উহারা যে নিকটে আসিতে-ছিল, এরূপ বোধ হইতেছিল যে, যেন তারকারাশি আমাদের উপর পতিত হইবে।

তৎপরে এবরাজ বেনে ছারিয়ার হাদিছ উল্লেখ করিয়া হজরতের মাতার নুর দেখার প্রমাণ করিয়াছেন। তৎপরে তিনি নওশেরওয়াঁর প্রসাদ কম্পিত হওয়ার এবং উহার ১৪টী চুড়া ভাঙ্গিয়া পড়ার, পারস্যের অগ্নি নির্ব্বাপিত হওয়ার ও ছাওয়া নদী শুষ্ক হওয়ার ও তাহাদের পণ্ডিতদের স্বপ্নের কথা সম্পর্কে হাদিছ বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন, ইহা এবনোছ-ছাকার প্রভৃতি বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যায় যে, এই বিবরণ অতি সত্য ঘটনা। তফছিরে-একলিম, ৪.৩১০০ পৃষ্ঠা ;—

قال السخاوي العلامات التي ظهرت عند مولده و بعده جمة
فضلا عما وقع في الاسلام من حين المبعث و هلم جرا مما هو مشهور
بين الائمة من الامة و قد اعتنى بجمعها جماعة كابي نعيم و السهيلي
و جمع ما وقع من ذلك قبل المبعث بل قبل المولد الحاكم

في الاكليل و ابو سعيد النيسابوري في شرف المصطفى و ابو نعيم
و البيهقي في دلائل النبوة و صاحب الشفاء الخ ۞

"ছাখাবি বলিয়াছেন, যে সমস্ত চিহ্ন হজরতের পয়দাএশের সময় কিম্বা উহার পরে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা বহু সংখ্যক, ইহা ব্যতীত নবুয়ত প্রাপ্তিকালে, কিম্বা উহার পরে ইছলামে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহাও অনেক।"

উম্মতের এমামগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে, আবুনইম ও ছোহায়লীর ন্যায় একদল এমাম তৎসমস্ত সংগ্রহ করিতে সাধ্য সাধনা করিয়াছেন। নবুয়তের পূর্ব্বে বরং পয়দাএশের পূর্ব্বে যাহা সংঘটীত হইয়াছিল, হাকেম 'একলিম' কেতাবে, আবুছইদ নায়ছাপুরি 'শরফোল-মোস্তফা' কেতাবে, আবুনইম ও বয়হকি 'দালাএলোন্নবুয়ত' কেতাবে ও শেফা লেখক সংগ্রহ করিয়াছেন। এবনোছ-ছুবকি প্রভৃতি মা'রেফাতোছ-ছেহাবা কেতাবে মখজুম বেনে হানিও তাঁহার পিতার ছনদে রেওয়াএত করিয়াছেন, নিশ্চয় নওশেরওঁয়া বাদশার সৌধ এরূপ কম্পিত হইয়াছিল যে, তথা হইতে ভীষণ শব্দ শোনা গিয়াছিল, এমন কি উহার উপরি অংশ ফাটিয়া পড়িয়া গিয়াছিল। আমাদের শায়খোল মাশায়েখ এবনোল-জাজরি বলিয়াছেন, এই ফাটাল (ভগ্নদশা) এখনও বর্ত্তমান আছে, যাহারা মাদাএন শহরে উহা দেখিয়াছে এইরূপ একদল লোক উহা আমাদিগকে সংবাদ দিয়াছে এবং উক্ত সৌধের উপর অংশ হইতে ১৪টি চূঁড়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল, উহার একটী চূড়া শহর বেষ্টনকারি প্রাচীরের উপর রহিয়াছে, ইহার দৃশ্য অতি সুন্দর। পারস্যের অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়াছিল, যাহা যুগ যুগান্তর ব্যাপি রাত্রদিবা প্রজ্জলিত ছিল এবং কখনও নির্ব্বাপিত হয় নাই। ছাওয়া নদী এরাকে-আজমে হামদান ও কোম্মের মধ্যে অবস্থিত ছিল, উহা তিন মাইল অপেক্ষা অধিকতর লম্বা ছিল, লোকেরা নৌকা যোগে ফারগানা ওরায়ের দিকে ছফর করিত, এই নদী একেবারে শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল; তাহাদের প্রধান ব্যবস্থাপক স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন যে, উদ্ধত উষ্ট্র সকল তাজি ঘোটকগুলিকে টানিয়া লইয়া দেজলা অতিক্রম করিয়া শহর সমূহের দিকে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। সেই রাত্রে শয়তানদিগের উপর প্রজ্জলিত উল্কাপিণ্ড সকল নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, ইতিপূর্ব্বে তাহারা গুপ্তভাবে আছমানের সংবাদ শ্রবণ করিত। ইবলিছের আছমানে যাওয়া রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হইল।

বকি বেনে মোখনাদ মোজাহেদ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, শয়তান চারিবার চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিয়াছিল, প্রথম যে সময় সে অভিসম্পাতগ্রস্থ হইয়াছিল, দ্বিতীয় যে সময় তাহাকে জমিতে নামাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। তৃতীয় যে সময় হজরত পয়দা হইয়াছিলেন। চতুর্থ যে সময় তিনি নবুয়ত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।"

ছিরাতে-হালাবিয়ার ৭৮ পৃষ্ঠায় হজরতের পয়দাএশের সময় দুনইয়ার এবং কা'বাগৃহের প্রতিমাগুলি অধোমস্তকে পতিত হওয়ার কথা আছে। উহার ৭৯।৮০-৮৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ;—

নওশেরওয়াঁ বাদশাহর অট্টালিকা বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর ও চূণা দ্বারা দৃঢ়ভাবে প্রস্তুত করা হইয়াছিল, উহাতে তীরগুলি বিদ্ধ হইত না, ২০ বৎসরের উর্দ্ধকাল উহা প্রস্তুত করা হইয়াছিল। উহা কম্পিত হওয়ার সময় ভীষণ শব্দ শোনা গিয়াছিল, ইহাতে উহার ১৪টী চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল, উহার ভিত্তির দোষে উহা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল না। আল্লাহতায়ালা ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে, উহা ভূপৃষ্ঠের উপর তাঁহার নবীর নিদর্শন স্বরূপ স্থায়ী রাখিবেন।

বাদশাহ হারুণর-রশিদ নিজের উজির এহইয়া বেনে খালেদ বরমাককে নওশেরওয়াঁর সৌধ ভাঙ্গিয়া ফেলিতে আদেশ দিয়াছিলেন, ইহাতে উজির বলিয়াছিলেন, আপনি এরূপ সৌধকে নষ্ট করিবেন না, যাহা উহার নির্ম্মাণ কারির গৌরবান্বিত পদমর্য্যাদা প্রকাশ করিয়া থাকে। খলিফা বলিলেন, হাঁ পারসিক, তৎপরে তিনি উহা ভাঙ্গিতে হুকুম করেন। উজির উহা ভাঙ্গিবার ব্যয় বরাদ্দ করেন, বাদশাহ উহা অত্যধিক বেশী ধারণা করেন। ইহাতে উজির বলেন, অন্যে যে অট্টালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন আপনি উহা ভাঙ্গিতে অক্ষম হইবেন, ইহা আপনার পক্ষে অশোভণীয়।

খলিফা মনছুর যখন বাগদাদ শহর নির্ম্মাণ করেন, তখন তিনি নওশেরওয়াঁ বাদশার সৌধটী ভাঙ্গিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কেন না এতদুভয় স্থানের মধ্যে এক মঞ্জেল ব্যবধান। তখন তিনি খালেদ বেনে বারমাকের নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন, ইনি নিষেধ করিয়া বলেন, ইহা ইছলামের চিহ্ন, আর যে ব্যক্তি উহা পরিদর্শন করিবে, সে উহার প্রস্তুত কারির অক্ষয় কীর্ত্তি ধারণা করিবে, তথায় আলি বেনে আবি তালেব নামাজ পড়িয়াছিলেন। উহা নির্ম্মাণ করার ব্যয় অপেক্ষা ভাঙ্গিবার ব্যয় অধিক।

তৎপরে তিনি পারস্যের অগ্নি নির্ব্বাপিত হওয়ার, ছাওয়া নদী শুষ্ক হওয়ার, পারসিকদের প্রধান ব্যবস্থাপকের স্বপ্নের ও ছতিহ গণকের তা'বির করার কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

এইরূপ তারিখোল-খমিছের ১।২২৭।২২৮ পৃষ্ঠায়, এবনো-জারির তাবারীর ২।১৩১ পৃষ্ঠায়, শাওয়াহেদন্নবুয়তের ২৩২৪ পৃষ্ঠায়, রওজাতোচ্ছাফার ২।২০।২১ পৃষ্ঠায় উপরোক্ত ঘটনাগুলি লিখিত আছে।

তাবাকাতে এবনো-ছাদের ১।১০৭।১১০ পৃষ্ঠায় হজরতের পয়দাএশের সময় জেন শয়তানদিগের উপর উল্কাপাতের আধিক্যের কথা আছে, ইহাতে তাহারা একজন নবী পয়দা হওয়ার চিহ্ন ধারণা করিয়া লইয়াছিল।

উক্তর ১০৬।১০৭ পৃষ্ঠায় জনৈক য়িহুদী কর্ত্তৃক হজরতের পয়দাএশের সংবাদ কোরাএশদিগকে দেওয়ার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। উল্লিখিত বিবরণে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, হজরতের পয়দাএশ কালে যে অলৌকিক ব্যাপারগুলি ঘটিয়াছিল, সব সত্য, কিন্তু যেহেতু খাঁ সাহেব কাদিয়ানি ও নেচারিদিগের ন্যায় নাস্তিকভাবাপন্ন হইয়াছেন, এহেতু নবিগণের মো'জেজাও 'এরহাছ' সমস্ত উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

তিনি যে ওয়াকেদীর দুর্নাম করিয়াছেন, আমি তাহার আলোচনা এইস্থানে করিতেছি না কিন্তু যদি খাঁ সাহেব তাহার সমস্ত কথা বাদ দেন, তবে তাঁহার বিরাট মোস্তফা চরিতের সম্ভবতঃ অর্দ্ধেক পরিমাণ বাতীল প্রতিপন্ন হইবে।

যেহেতু তিনি মো'জেজা মানেন না, এই হেতু আবু নইমের উপর দোষারোপ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি অবিশ্বাসী নহেন।

এবনো হাজার তকরিবোত্তহজিবের ৩০০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন।

الفضل بن دكين ابو نعيم مشهور بكنيته ثقة ثبت و هو من كبار شيوخ البخاري ◎

"ফজল বেনে দোকাএন, তাঁহার কুনইয়াতি নাম আবু নইম, এই নামে তিনি প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, তিনি বিশ্বাস ভাজন, মহা প্রামাণ্য এমাম, তিনি বোখারির প্রধান শিক্ষকগণের অন্যতম।"

তিনি তহজিবোত্তহজিব গ্রন্থের ৮।২৭০-২৭৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

এমাম বোখারি, আহমদ বেনে হাম্বল, এহইয়া বেনে মইন, আবু জোরয়া ও

আবু হাতেম তাঁহার শিষ্য। এমাম বোখারি তাঁহার নিকট হইতে বহু হাদিছ রেওয়াএত করিয়াছেন। এহইয়া ও আবদুর রহমান বলিয়াছেন, আবু নইম প্রামাণ্য এমাম বিশ্বাস ভাজন।

এমাম আহমদ বলেন, আবু নইম অকি অপেক্ষা সমধিক কম ভ্রমকারি। অকি, আবদুর রহমান ও এহইয়া অপেক্ষা আবু নইমের ভুল ভ্রান্তি কম। তিনি সত্যবাদী বিশ্বাস ভাজন, হাদিছে প্রামান্য। এবনো মইন বলিয়াছেন, আমি আফ্যান ও আবু নইম অপেক্ষা সমধিক সুদক্ষ কাহাকেও দেখি নাই। আহমদ বেনে ছালেহ বলেন, আমি আবু নইম অপেক্ষা সমধিক সত্যবাদী মোহাদ্দেছ কাহাকেও দেখি নাই। এবনো-আম্মার বলেন, আবু নইম পারদর্শী, হাফেজে হাদিছ, তিনি বিশ্বাসীগণ হইতে রেওয়াএত কারি, তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রগণ্য।

আজালি বলেন, আবু নইম হাদিছে বিশ্বাস ভাজন। ইয়াকুব বেনে ছুফইয়ান বলিয়াছেন, আবু নইম অতি পারদর্শী। এমাম জাহাবী মিজানোল এ'তেদালের ২।২২৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন।

الفضل بن دكين حافظ حجة *

"ফজল বেনে দোকাএন (আবু নইম) হাফেজে হাদিছ প্রামান্য এমাম।"

তিনি তাজকেরাতোল-হোফাজের ১।৩৩৮।৩৩৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, আহমদ বলিয়াছেন, আবু নইম শিক্ষক, রাবি ও তাহাদের বংশাবলী সম্বন্ধে মহা বিদ্বান ছিলেন। তিনি বিশ্বাস ভাজন ও হাফেজ হাদিছ ছিলেন।

আমাদের খাঁ সাহেব স্বার্থের খাতিরে এহেন এমামকে অপ্রামাণ্য ও অবিশ্বাসী বলিয়া তাঁহার রেওয়াএতগুলি উড়াইয়া দিতে চাহিতেছেন।

আমি ইতি পূর্ব্বে এমাম ছাখাবি হইতে উল্লেখ করিয়াছি, একা আবু নইম নহে, আরও অনেক বিদ্বান উক্ত ঘটনাগুলি বর্ণনা করিয়াছেন।

এমাম এবনো হাজার ফৎহোল-বারির ৬।৩৭৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

এমাম নাবাবী বলিয়াছেন হজরতের মো'জেজার সংখ্যা ১২ শতের অধিক হইবে। আবু নইম, বয়হকি, হাকেম, আবু ছইদ নায়ছাপুরী প্রভৃতি উহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কাজেই একা আবু নইমের উপর খাঁ সাহেবের এত কোপ কেন ?

সমাপ্ত